রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুন ২৪, ২০২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
অপারেশন-৪ শাখা

(বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন এবং ইহার আওতাধীন বিতরণ কোম্পানিসমূহ)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/ ২৫ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

নং জ্বাখসবি/ ''গ্যাস বিপণন নিয়মাবলি ২০২৬'' প্রজ্ঞাপনটি এতৎসঙ্গে প্রকাশ করা হ'ল।

ভূমিকা

প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের প্রধান প্রাথমিক জ্বালানি শক্তি। ষাটের দশকের শুরুতে এদেশে সর্বপ্রথম গ্যাস ব্যবহার শুরু হয়। দেশীয় উৎপাদন কোম্পানি ও আন্তর্জাতিক কোম্পানি কর্তৃক দেশীয় গ্যাস ক্ষেত্র হইতে এবং আমদানিকৃত এলএনজির মাধ্যমে প্রাপ্ত গ্যাস দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে সরবরাহ করা সম্ভব হইয়াছে এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য এলাকায় গ্যাস পাইপলাইন সম্প্রসারণের কাজ চলিতেছে। ৬টি বিতরণ কোম্পানি সারাদেশে ৪১ লক্ষেরও বেশি সংযোগের বিপরীতে বিরামহীনভাবে প্রতিদিন প্রায় ২৭০০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস বিতরণ করিতেছে। বিদ্যুৎ, সার, শিল্প, বাণিজ্যিক, গৃহস্থালি, চা-বাগান, ক্যাপটিভ পাওয়ার ও সিএনজি খাতে গ্যাসের ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে অতুলনীয় ভূমিকা রাখিতেছে।

গ্যাস বিপণন কার্যক্রমের আওতায় গ্যাস সংযোগ গ্রহণ পদ্ধতি, গ্যাস বিলিং পদ্ধতি এবং তৎপরবর্তী গ্রাহক সেবা তথা আবেদনপত্রের সাথে যাচিত বিভিন্ন দলিলপত্র, সংযোগ ফি ও সারচার্জের হার, লোড নির্ধারণ পদ্ধতি, নিরাপত্তা জামানত, ন্যূনতম দেয় (তৎসময়ে প্রযোজ্য ছিল) ও আদায় পদ্ধতি ইত্যাদি

মূল্য : টাকা ১০০.০০

নিয়ম-কানুন সম্পর্কিত বিষয়াবলি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক এবং গ্রাহক বান্ধব করিবার অভিপ্রায়ে গত ১৯৯৪ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন পর্যায়ে সংশোধনকৃত 'গ্যাস বিপণন নিয়মাবলি ২০০৪' জুলাই ২০০৪ হইতে গ্যাস বিতরণ কোম্পানি প্রান্তে প্রচলিত ছিল। ২০১০ সালে সরকার গ্যাসের যথার্থ ও সুষ্ঠু ব্যবহার এবং এর বিক্রয়সহ হিসাব বহির্ভুত গ্যাসের উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ও সময়মত গ্যাস বিক্রয়লব্ধ রাজস্ব আদায় নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ৪০নং আইন) জারি করে। ফলে কারচুপি/অননুমোদিত গ্যাস ব্যবহার এবং গ্যাস সংযোগ প্রদানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, সরঞ্জামাদি চুরি ও অপরাধ সংঘটনে সহায়তা, প্ররোচনা ইত্যাদি অপরাধের জন্য জরিমানা/দন্ড আরোপের আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ জারি হওয়ায় এর সাথে প্রচলিত 'গ্যাস বিপণন নিয়মাবলি ২০০৪' এর সাংঘর্ষিক বিষয়াবলি পরিহার করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। ঐ অবস্থায় সাংঘর্ষিক বিষয়াবলি পরিহার করিয়া আরও গ্রাহক বান্ধব, জবাবদিহিতামূলক ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণসহ পূর্বতন নিয়মাবলি বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা এবং বিদ্যমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় লইয়া 'গ্যাস বিপণন নিয়মাবলি ২০০৪' বাতিল করিয়া এর সংশোধিত ও হালনাগাদ সংস্করণ 'গ্যাস বিপণন নিয়মাবলি ২০১৪' প্রণয়ন করা হয়।

বর্তমানে এলএনজি/আরএলএনজি আমদানি, ভোলার নন পাইপ গ্যাস সিএনজি আকারে টিজিটিডিপিএলসি এর অধিক্ষেত্রাধীন এলাকার শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিবহন ও বিপণন, গৃহস্থালি গ্রাহক শ্রেণিতে স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার স্থাপন, অফট্রান্সমিশন মিটারিং ব্যবস্থা চালুকরণ, বিভিন্ন ফি/চার্জ/জরিমানা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যুগোপযোগীকরণ, বিলিং ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ, গ্রাহক সেবায় তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার, অনলাইন বিলিং ও মনিটরিং সংযোজন, জ্বালানি দক্ষ সরঞ্জাম ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ গৃহস্থালি ও অন্যান্য গ্রাহক শ্রেণিভিত্তিক বিদ্যমান দুইটি গ্যাস বিপণন নিয়মাবলি একত্রীকরণ, বিদ্যুৎ ও সারসহ সকল বাল্ক গ্রাহককে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং কমিশন, মন্ত্রণালয়, পেট্রোবাংলা কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন নির্দেশনা/আদেশ ইত্যাদি বিষয় গ্যাস বিপণন নিয়মাবলিতে অন্তর্ভুক্তপূর্বক 'গ্যাস বিপণন নিয়মাবলি ২০১৪' সংশোধন/পরিমার্জন/পরিবর্ধন করিয়া 'গ্যাস বিপণন নিয়মাবলি ২০২৬' প্রণয়ন করা হইয়াছে। তাছাড়া নিয়মাবলিতে গ্যাস কারচুপি/অননুমোদিত গ্যাস ব্যবহার,গ্যাস চুরি ও অপরাধ সংঘটনে সহায়তা, প্ররোচনা, মিটারে হস্তক্ষেপ ইত্যাদি অপরাধের ক্ষেত্রে হিসাব বর্হিভুত গ্যাসের পরিমান নির্ধারণ করে অতিরিক্ত বিল ও এ সকল অবৈধ কর্মকান্ড এর জন্য গ্যাস সিস্টেমের যে ক্ষতি সাধন হয়েছে তা পূরণ কল্পে ক্ষতিপূরণ আদায়, গ্যাস আইন ২০১০ এর ধারা ২০(১) ও ২২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহনের এর বিষয় সমূহ অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে । বর্তমানে গ্যাসের চাহিদা ও উৎপাদন /সরবরাহের মধ্যে ব্যপক পার্থক্য থাকায় গৃহস্থালী (সরকারি হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জেলখানা ব্যতিত) বাণিজ্যিক, সিএনজিতে গ্যাস সংযোগ আপাততঃ বন্ধ থাকার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

উদ্দেশ্য

'বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০' জারির প্রেক্ষিতে বিবিধ অপরাধের জন্য জেল ও জরিমানা/দন্ড আরোপ সহজতর হইয়াছে এবং গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 'বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩' ও 'বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০' এর সাথে সামঞ্জস্য রাখিয়া সকল স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'গ্যাস বিপণন নিয়মাবলি ২০১৪' প্রণয়ন করা হইয়াছিল।

পরবর্তিতে, ক্রমবর্ধমান চাহিদার তুলনায় দেশীয় উৎপাদিত গ্যাসের পরিমাণ যথেষ্ট না হওয়ায় ২০১৮ সাল হইতে এলএনজি/আরএলএনজি আমদানি, ভোলার গ্যাস সিএনজি আকারে টিজিটিডিপিএলসি এর অধিক্ষেত্রাধীন এলাকার গ্রাহক শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিবহন ও বিপণনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পাশাপাশি জ্বালানি নিরাপত্তা, গ্রাহকসেবার মান বৃদ্ধি ও অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য শতভাগ গৃহস্থালি গ্রাহককে স্মার্ট প্রি-পেইড মিটারের আওতায় আনয়নের কার্যক্রম চলমান রহিয়াছে। এছাড়া, বিভিন্ন ফি/চার্জ/জরিমানা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ও বিলিং ব্যবস্থা যুগোপযোগীকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। অধিকন্তু গ্যাস উৎপাদন ও বিতরণের মাঝে পার্থক্য হ্রাসের মাধ্যমে মূল্যবান গ্যাস সম্পদের অপচয় রোধে সকল অফট্রান্সমিশন পয়েন্টে মিটারিং ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে। কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন নির্দেশনা/আদেশ ইত্যাদি বিষয় এ নিয়মাবলিতে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নের জন্য তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। বিদ্যমান ভিন্ন ভিন্ন গ্রাহক শ্রেণিভিত্তিক দুইটি গ্যাস বিপণন নিয়মাবলি একত্রীকরণ এবং বিদ্যুৎ ও সারসহ সকল বাল্ক গ্রাহককে অন্তর্ভুক্ত করিয়া 'গ্যাস বিপণন নিয়মাবলি ২০২৬' প্রণয়ন করা হইয়াছে। এ নিয়মাবলি সকল শ্রেণির গ্রাহকদের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

এ নিয়মাবলির আওতায় নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সহজতর ও দ্রুততর হইবে:

- গ্যাস সংযোগ প্রদান ও অনুমোদন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাইবে ও সহজতর হইবে;
- কোম্পানির আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়গুলোর সেবা প্রদান ত্বরান্বিত হইবে;
- লোড নির্ধারণ ও জামানতের অর্থ পরিশোধ পদ্ধতি গ্রাহক অনুকূল হইবে;
- লোড হ্রাস/বৃদ্ধি প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হইবে;
- স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ এবং বিচ্ছিন্নকৃত সংযোগের পুনঃসংযোগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হইবে;
- বিলিং ব্যবস্থা সহজতর হইবে এবং বিল ও বকেয়া পরিশোধে গ্রাহক উৎসাহিত হইবে;
- কোম্পানির সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাইবে;
- স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের মাধ্যমে গৃহস্থালি শ্রেণির গ্রাহকগণের স্বার্থ রক্ষা পাইবে;
- অনলাইন ব্যবস্থা চালু হইবে;
- এবং সর্বোপরি গ্রাহক হয়রানি হ্রাস পাইবে।

সংযোগ এবং সংযোগোত্তর স্বচ্ছ সেবা প্রদানের জন্য গ্রাহক সংশ্লিষ্ট ফরমসমূহ এবং চুক্তিপত্রের নমুনা সংশ্লিষ্ট কোম্পানিসমূহের ওয়েবসাইটে রহিয়াছে যেন ফরমসমূহের প্রিন্ট কপি প্রযোজ্য ক্ষেত্র অনুযায়ী ব্যবহার করা সম্ভব হয়। আলোচ্য গ্যাস বিপণন নিয়মাবলি বাস্তবায়ন তথা গ্যাসের সুষ্ঠু ব্যবহার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখিবে।

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই নিয়মাবলি "গ্যাস বিপণন নিয়মাবলি ২০২৬" নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই নিয়মাবলিতে—

(১) **"অধিকারভুক্ত এলাকা"** অর্থ গ্যাস উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ ও বিপণনের জন্য লাইসেন্সধারীকে অর্পিত ও নির্ধারিত ভৌগলিক এলাকা;

(২) **"অতিরিক্ত বিল''** অর্থ কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকৃত আদায়যোগ্য বিল এবং উক্ত সময়ের জন্য ইতঃপূর্বে প্রস্তুতকৃত বা প্রণীত গ্যাস বিলের মধ্যে পার্থক্য হল অতিরিক্ত বিল; উক্ত সময়ে হিসাব বহির্ভূত গ্যাসের পরিমাণ নির্ধারণ করে অতিরিক্ত বিল নিরূপন করা হইবে ।

(৩) "**অনুমোদিত ঘন্টা প্রতি লোড"** অর্থ স্থাপিত বা স্থাপিতব্য সরঞ্জাম বা স্থাপনাসমূহের ক্যাটালগ অনুসারে বা নিশ্চয়করণের মাধ্যমে স্থিরকৃত প্রতি ঘন্টায় গ্যাসের প্রবাহের (ঘনফুট/ঘন্টা) অনুমোদিত পরিমাণ। নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহের জন্য বিদ্যমান গ্যাস নেটওয়ার্ক এর সক্ষমতা বিবেচনায় এনে প্রস্তাবিত সরঞ্জামের ঘন্টা প্রতি লোড হিসাব করিয়া এই অনুমোদন প্রদান করিতে হইবে;

(৪) "**অনুমোদিত মাসিক লোড বা অনুমোদিত লোড"** অর্থ অনুমোদিত ঘন্টা প্রতি লোড কে চালনাধাঁচ "**(Operating Period)"** ও ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করিয়া প্রাপ্ত পরিমাণ (ঘনমিটার/মাস);

(৫) **"অব্যবহৃত লোড"** অর্থ অনুমোদিত মাসিক লোড এবং কার্যকরকৃত লোড এর পার্থক্য;

(৬) **"অবৈধ বা অননুমোদিত বা বিধি বহির্ভূত বা নিয়ম বহির্ভূত কার্যকলাপ"** অর্থ সাধারণভাবে বিদ্যমান যে কোন ধরণের প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক বা স্থাপনা হইতে গ্যাস সংযোগ ও গ্যাস ব্যবহারের জন্য অনুসৃত বিধান অনুসরণ ব্যতিরেকে বা ব্যত্যয় ঘটাইয়া গ্যাস সংযোগ গ্রহণ, প্রদান বা গ্যাস ব্যবহারসহ সমজাতীয় অন্যান্য কার্যকলাপ;

(৭) **"অভ্যন্তরীণ লাইন''** অর্থ এইরূপ পাইপলাইন যাহা গ্রাহকের আঙ্গিনার ভিতরে গ্যাস সরঞ্জামের সহিত রেগুলেটিং সিস্টেম বা রেগুলেটিং ও মিটারিং স্টেশনের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হয়, অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী যাহার নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়-দায়িত্ব গ্রাহকের;

(৮) **"অরিফিস মিটার (Orifice Meter)**" অর্থ এক ধরনের গ্যাস ও তরল পরিমাপক মিটার যাহাতে একটি ছিদ্রযুক্ত প্লেট বিশেষ ব্যবস্থায় পাইপলাইনে স্থাপন করিয়া গ্যাস বা তরল প্রবাহের আপস্ট্রীমে ও ডাউনস্ট্রীমে চাপের পার্থক্য Diffential Pressure (DP) সৃস্টি করা হয়। উক্ত ব্যবস্থা হইতে স্ট্যাটিক প্রেসার, ডিপি, টেম্পারেচার সংগ্রহ করিয়া চার্ট রেকর্ডার ও ফ্লো কম্পিউটারের মাধ্যমে গ্যাস বা তরলের প্রবাহের হার ও পরিমাপ নির্ণয় করা হয়;

(৯) **"অস্থায়ী বিচ্ছিন্নকরণ"** অর্থ অভ্যন্তরীণ পাইপলাইনে বা সরঞ্জামে গ্যাস সরবরাহ না পাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ আরএমএস, বা ক্ষেত্রমতে, মিটার বা বিশেষায়িত যন্ত্রপাতি বা রাইজারের রেগুলেটর অপসারণের মাধ্যমে বা সার্ভিস লাইনের ভাল্ভ বন্ধকরণের মাধ্যমে সাময়িকভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ। সম্পূর্ণ আরএমএস বা ক্ষেত্রমতে, মিটার বা বিশেষায়িত যন্ত্রপাতি বা রাইজারের রেগুলেটর অপসারণের পর ভান্ডারে যথা নিয়মে সংরক্ষণ করিতে হইবে। সার্ভিস লাইনের ভাল্ভ বন্ধকরণের মাধ্যমে সাময়িকভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ এর ক্ষেত্রে যথা নিয়মে সিলিং করিতে হইবে;

(১০) **"আঙ্গিনা"** অর্থ সুনির্দিষ্ট সীমানা বা বেষ্টনি দ্বারা চিহ্নিত গ্রাহকের মালিকানায় বা ভাড়াকৃত বা লিজকৃত যে জায়গায় আরএমএস বা রাইজার ও পাইপলাইন স্থাপনপূর্বক বিভিন্ন সরঞ্জামে গ্যাস সরবরাহ বা ব্যবহার করা হয়;

(১১) **"আবিকা" (আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়) বা "আকা" (আঞ্চলিক কার্যালয়) বা "জোবিঅ" (জোনাল বিক্রয় অফিস) বা জোনাল অফিস বা বিক্রয় কার্যালয় বা "এরিয়া অফিস" বা " এবিকা "** অর্থ কোম্পানির গ্যাস বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্ধারিত এলাকা ভিত্তিক মূলত গ্যাস সংযোগ, সংযোগ পরবর্তী সকল শ্রেণির গ্রাহকের গ্রাহক সেবা প্রদান, সরবরাহকৃত গ্যাসের পরিমাপ ও মিটারযুক্ত গ্রাহকদের নিকট বিল প্রেরণ নিশ্চিতকরণ, মিটারধারি ও মিটারবিহীন গ্রাহকের নিকট হইতে রাজস্ব আদায়, গ্যাসের পরিমাপে বা রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি থাকলে তা হ্রাসকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনাকারী শাখা বা দপ্তর;

(১২) **"আরএমএস (Regulating & Metering Station)"** অর্থ প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ বা সঞ্চালন লাইসেন্সি কর্তৃক উহার পাইপলাইন নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত চাপে ও পরিমাপে গ্যাস সরবরাহ কিংবা সাধারণ ভোক্তা বা গ্রাহকের নিকট প্রয়োজনীয় চাপ ও প্রবাহে গ্যাস সরবরাহ করিবার জন্য মিটার, রেগুলেটর, ভাল্ভ, ফিল্ট্রেশন এবং অন্যান্য যন্ত্র সংবলিত স্থাপনা;

(১৩) **"আরএলএনজি (Regasified Liquified Natural Gas)"** অর্থ প্রাকৃতিক গ্যাস যাহা তরলীকৃত অবস্থা হইতে পুনরায় গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরিত;

(১৪) **"ইভিসিযুক্ত মিটার (Electronic Volume Corrector)"** অর্থ সরবরাহকৃত গ্যাসের আয়তনকে চাপ, তাপমাত্রা ও কম্প্রেসিবিলিটি ফ্যাক্টরের ভিত্তিতে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে আদর্শ চাপ ও তাপমাত্রায় আনয়নের মাধ্যমে পরিমাপক যন্ত্র;

(১৫) **"উচ্চ চাপ"** অর্থ গ্যাসের এমন চাপমাত্রা যাহা প্রেসার গেজের পরিমাপে কোন পাইপলাইনের প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১০০ পাউন্ড বা ততোধিক;

(১৬) **"উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ"** অর্থ কোন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুমোদনকারী কর্মকর্তা;

(১৭) **"এমআইভি (Material Issue Voucher)"** অর্থ গ্যাস কোম্পানির ভান্ডার হইতে মালামাল প্রদান করিবার এক ধরনের ভাউচার;

(১৮) **"এনার্জি মিটার (Energy Meter)"** অর্থ একধরণের পরিমাপক যন্ত্র যা দ্বারা উৎপাদিত বিদ্যুৎ এর পরিমাণ (KwH) পরিমাপ করা হয়;

(১৯) **"এলএনজি (Liquified Natural Gas)"** অর্থ পরিবহন এবং মজুদকরণের সুবিধার্থে Cryogenic পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাসের তরল অবস্থা;

(২০) **"এলাকা ভিত্তিক পরিমাপ"** অর্থ কোন নির্দিষ্ট কার্যালয় বা এলাকা বা গ্যাস স্টেশনের (ডিআরএস, টিবিএস, সিজিএস ইত্যাদি) আওতাধীন এলাকায় যে পরিমাণ গ্যাস গ্রহণ ও বিতরণ করিয়া বিক্রয় করা হইয়া থাকে তাহা পরিমাপ করা;

(২১) **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ কোম্পানির নির্বাহী প্রধান বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা ক্ষেত্রমতে, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ;

(২২) **"কমিশন"** অর্থ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন;

(২৩) **"কমিশনিং"** অর্থ গ্যাস সংযোগ প্রদানপূর্বক গ্যাস সরবরাহ চালুকরণ;

(২৪) **"কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের মালিক"** অর্থ—

(ক) একক মালিকানার ক্ষেত্রে নিজ নামে;

(খ) অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রিকৃত অংশীদারি চুক্তিপত্রে উল্লিখিত সকল অংশীদারের নামে; এবং

(গ) কোম্পানির ক্ষেত্রে কোম্পানির নামে রেজিষ্ট্রিকৃত প্রতিষ্ঠানের মালিকানা;

(২৫) "**কার্যকরকৃত লোড**" অর্থ অনুমোদিত মাসিক লোড বা অনুমোদিত লোডের বিপরীতে নিরাপত্তা জামানত জমা প্রদানের পর অনুমোদিত যথা স্থাপিত নকশা (As Built drawing) অনুযায়ী সকল বা আংশিকভাবে সরঞ্জাম স্থাপনের মাধ্যমে যতটুকু লোড কার্যকর করিয়া গ্যাস কমিশনিং করা হইবে ততটুকু পরিমাণ;

(২৬) **"কো-জেনারেশন (Co-Generation)"** অর্থ প্রাথমিক ধরণ ও উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হওয়ার পর জ্বালানির Exhaust কে পুনরুদ্ধার করিয়া তা পুনরায় প্রসেস প্লান্ট বা অন্য স্থাপনায় ব্যবহার করা এবং এর মাধ্যমে ব্যবহৃত প্রাথমিক জ্বালানির দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

(২৭) **"কোম্পানি"** অর্থ কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন গঠিত এবং নিবন্ধিত বা পরিচালিত কোন কোম্পানি, যাহা পেট্রোবাংলার নিয়ন্ত্রণাধীন ও যাহা উহার নির্ধারিত অধিভুক্ত এলাকায় গ্যাস বিতরণ, বিপণন, গ্যাস সংযোগ ও রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করে;

(২৮) **''ক্যাসকেড সিলিন্ডার (Cascade Cylinder)''** অর্থ আন্তঃসংযুক্ত একগুচ্ছ সিলিন্ডার যেখানে উচ্চ চাপে গ্যাস সংরক্ষণ করা হয়;

(২৯) **"ক্ষতিপূরণ''** অর্থ গ্যাস সরবরাহ বা বিতরণের জন্য স্থাপিত যে কোন সরঞ্জামাদি গ্রাহক কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত করা হইলে বা অনুমোদিত গ্যাস লোডের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহার বা গ্যাস কারচুপি করা হইলে গ্যাস সিস্টেমের যে ক্ষতি হয় উক্ত ক্ষতির জন্য গ্যাস বিতরণ কোম্পানি কর্তৃক ধার্য্যকৃত অর্থ বা মূল্যমান;

(৩০) **"গৃহস্থালি বা বাণিজ্যিক রাইজার"** অর্থ কোন গ্রাহকের গ্যাস সংযোগের উদ্দেশ্যে নিকটবর্তী রাস্তা বা অবস্থানে স্থাপিত বিতরণ লাইন এর সহিত সার্ভিস-টি বা ভাল্ভ টি এর মাধ্যমে সংযুক্ত হইয়া আনুভূমিকভাবে স্থাপিত ৩/৪ ইঞ্চি, ক্ষেত্রমতে ঊর্ধ্ব ব্যাসের এমএস সার্ভিস পাইপলাইন যাহার কিছু অংশ ভূ-গর্ভে এবং অবশিষ্ট অংশ গ্রাহকের আঙ্গিনায় স্থাপিত উলম্বভাবে পাইপলাইন, যাহার মাথায় লক-উইং-কক বা ইনসুলেটিং জয়েন্টসহ ভাল্ভ, রেগুলেটর বা ক্ষেত্রমতে, মিটার বা আরএমএসসহ দন্ডায়মান অংশ বা রাইজার;

(৩১) **"গ্যাস লোড"** অর্থ কোন গ্রাহকের গ্যাস সংযোগের জন্য অনুমোদিত সরঞ্জামাদিতে ঘন্টা প্রতি বা দৈনিক বা মাসিক গ্যাস ব্যবহার বা বরাদ্দের পরিমাণ;

(৩২) **"গ্যাস সরবরাহ"** অর্থ পাইপলাইন, সিলিন্ডার, যানবাহন, বার্জ, জলযান আধার বা অন্য কোন মাধ্যম দ্বারা কোন কোম্পানিকে বা গ্রাহকের জন্য গ্যাস বিতরণ বা খুচরা সরবরাহ;

(৩৩) **"গ্যাস সরবরাহ চুক্তি"** বা **"গ্যাস বিক্রয় চুক্তি"** অর্থ গ্যাস বিতরণকারী কিংবা সরবরাহকারী কিংবা বিপণনকারী কিংবা বিক্রেতা এবং ক্রেতা কিংবা গ্রাহকের দ্বারা ও তাহাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি চুক্তি;

(৩৪) **"গ্রাহক"** অর্থ গ্যাস বিতরণকারী অথবা সরবরাহকারী কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তিতে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে গ্যাস ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে কোন চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান অথবা চুক্তি সম্পাদনকারীর ভাড়াটিয়া হিসাবে গ্যাস ব্যবহারকারী অথবা অন্য কোনভাবে প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারকারীও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩৫) **"গ্রাহক মালিকানা পরিবর্তন"** অর্থ কোম্পানির নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক—

(ক) একক মালিকানার ক্ষেত্রে মালিক মৃত্যুবরণ করিলে ওয়ারিশ সূত্রে;

(খ) রেজিষ্ট্রিকৃত দলিলের মাধ্যমে;

(গ) অংশীদারি মালিকানার ক্ষেত্রে অংশীদারদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আলোকে মালিকানা পরিবর্তন বুঝাবে;

(৩৬) **"গ্রাহক মূল্য"** অর্থ প্রকৃত ক্রয়মূল্য বা কোম্পানি মূল্যের সহিত ১৫% ওভারহেড যোগ করিয়া নির্ধারিত মোট মূল্য;

(৩৭) **"চালনাধীচ** "**(Operating Period)"** অর্থ কোন গ্রাহকের দৈনিক গ্যাস ব্যবহারের ঘন্টা ভিত্তিক সময়কাল এবং মাসিক গ্যাস ব্যবহারের দিন ভিত্তিক সময়কাল;

(৩৮) **"চুক্তি বৎসর''** অর্থ যে পঞ্জিকা বৎসরে চুক্তি স্বাক্ষর হইয়াছে;

(৩৯) **"জমির মালিকানা"** অর্থ সুনির্দিষ্ট সীমানা বা বেষ্টনি দ্বারা চিহ্নিত গ্রাহকের যে স্থান বা প্রাঙ্গণে বা আঙ্গিনায় সার্ভিস লাইন, রাইজার বা ক্ষেত্রমতে, আরএমএস ও অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন স্থাপনপূর্বক বাড়ি বা প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা বা সরঞ্জামাদিতে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হইবে সেই জমির বৈধ মালিক বা স্বত্ত্বাধিকারী;

(৪০) **''ট্রাই-জেনারেশন (Tri-Generation)''** অর্থ প্রাথমিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জ্বালানির Exhaust কো-জেনারেশন প্রসেসে ব্যবহারের পর তৃতীয় কোন উদ্দেশ্যে (যেমন কুলিং, রেফ্রিজারেশন, ফিড ওয়াটার ইত্যাদি) ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাথমিক জ্বালানির অধিকতর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

(৪১) **"টিবিএস (Town Border Station)"** অর্থ সিজিএস বা সঞ্চালন বা উচ্চ চাপ পাইপলাইন-এর পরে স্থাপিত এমন একটি স্থাপনা যাহার দ্বারা গ্যাসের চাপ হ্রাস ও প্রবাহ পরিমাপ করিয়া কোন ডিআরএস এবং নির্ধারিত এলাকায় বিতরণ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গ্যাস বিতরণ বা সরবরাহ করিবার জন্য স্টেশন;

(৪২) **"ঠিকাদার''** অর্থ গ্যাস সঞ্চালন, মজুদকরণ, বিতরণ, সরবরাহ ও বিপণন কার্যক্রমের জন্য গ্যাস অবকাঠামো বা পাইপলাইন বা গ্যাস স্টেশন নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান বা পার্টনারশীপ (অংশীদারি) বা কোম্পানি বা লিমিটেড কোম্পানি বা কর্পোরেশন, যাহা গ্যাস বিতরণ কোম্পানির তালিকাভুক্ত হইয়াছে। ঠিকাদার শ্রেণি 'ছক-১৬' অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে;

(৪৩) **"ডিআরএস (District Regulating Station)"** অর্থ সিজিএস বা টিবিএস বা উচ্চ চাপ বিশিষ্ট পাইপলাইন-এর পরে স্থাপিত এমন একটি স্থাপনা যাহার দ্বারা গ্যাসের চাপ হ্রাস ও প্রবাহ পরিমাপ করিয়া কোন নির্ধারিত এলাকায় বিতরণ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গ্যাস বিতরণ বা সরবরাহ করিবার জন্য স্টেশন;

(৪৪) **"ডেলিভারি পয়েন্ট''** অর্থ আরএমএস বা সিএমএস বা রাইজার-এর বহির্গমন যে পয়েন্ট হইতে গ্যাসের স্বত্ত্ব এবং ঝুঁকি গ্রাহকের উপর বর্তায়;

(৪৫) **''নন-পাইপ গ্যাস''** অর্থ জাতীয় গ্রিডভুক্ত নয় এমন এলাকার গ্যাসফিল্ড হইতে উত্তোলিত প্রাকৃতিক গ্যাস, যাহা কম্প্রেসড করতঃ ক্যাসকেড সিলিন্ডারে সংরক্ষণ করিয়া তা বাউজারের মাধ্যমে বিভিন্ন বিতরণ কোম্পানির অধিক্ষেত্রাধীন এলাকার গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠানে ডিপ্রেসারাইজড করিয়া সরকার বা কমিশন নির্ধারিত মূল্যে পরিবহন ও বিপণন (যেমন ভোলার নন-পাইপ গ্যাস টিজিটিডিপিএলসি এর অধিক্ষেত্রাধীন এলাকার গ্রাহক শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিবহন ও বিপণন) করা হয়;

(৪৬) **''নিজস্ব গ্যাস ব্যবহার (Own Uses Gas)''** অর্থ গ্যাস সঞ্চালন/বিতরণ কোম্পানির নিজস্ব বিভিন্ন স্টেশন/স্থাপনা পরিচালনা/রক্ষণাবেক্ষণ কাজের প্রয়োজনে ব্যবহৃত গ্যাস;

(৪৭) **"নিরাপত্তা জামানত''** অর্থ গ্যাস সংযোগের বিপরীতে আর্থিক নিরাপত্তার জন্য নির্ধারিত সময়কালের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ যাহা জামানত হিসাবে জমা রাখা হইবে এবং যাহা ক্ষেত্রমতে, ফেরতযোগ্য বা বকেয়া বা অন্য কোন পাওনার সহিত সমন্বয়যোগ্য;

(৪৮) **''পরিত্যক্ত রাইজার'' বা ''পরিত্যক্ত আরএমএস''** অর্থ সংযোগ বা পুনঃসংযোগ বিবেচনাযোগ্য নয় এমন অব্যবহৃত গ্যাস রাইজার বা আরএমএস;

(৪৯) **"পাইপলাইন"** অর্থ গ্যাস সঞ্চালন, বিতরণ, সরবরাহ বা বিপণনের লক্ষ্যে অনুমোদিত পাইপলাইন এবং কম্প্রেসার, যোগাযোগ যন্ত্রপাতি, মিটার, চাপ নিয়ন্ত্রক, পাম্প, ভাল্ভ এবং উহা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রাংশও ইহার অন্তর্ভুক্ত;

(৫০) **"প্রকৃত ক্রয় মূল্য বা কোম্পানি মূল্য"** অর্থ কোম্পানি কর্তৃক ক্রয়কৃত মালামালের ক্রয়মূল্যের সহিত সিডি-ভ্যাট, সিএন্ডএফ ব্যয়, পরিবহন ব্যয় ও আনুষঙ্গিক ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিরূপিত মোট ব্যয়;

(৫১) **"প্ররোচনা"** অর্থ কাউকে কোনো কাজ করিবার জন্য উৎসাহিত করা, প্রলুব্ধ করা বা প্রেরণা দেওয়া;

(৫২) **"প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural Gas)"** অর্থ প্রাকৃতিকভাবে গ্যাসীয় অবস্থায় প্রাপ্ত হাইড্রোকার্বন, হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ অথবা তরল, বাষ্পীভূত অথবা সংযুক্ত অবস্থায় প্রাপ্ত গ্যাস, যাহার সহিত নিম্নবর্ণিতসহ অন্যান্য অজৈব এক বা একাধিক পদার্থ মিশ্রিত থাকিতে পারে অথবা নাও থাকিতে পারে, যথা:—

(ক) হাইড্রোজেন সালফাইড;

(খ) নাইট্রোজেন;

(গ) হিলিয়াম;

(ঘ) কার্বন-ডাই-অক্সাইড;

(৫৩) **''প্রি-পেইড মিটার (Prepaid Meter)''** অর্থ একধরনের গ্যাস পরিমাপক যন্ত্র যার মাধ্যমে গ্রাহক গ্যাস ব্যবহারের পূর্বেই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের মূল্য (বিদ্যমান ট্যারিফ অনুযায়ী) পরিশোধ করিতে পারেন ও ক্রয়কৃত পরিমাণ গ্যাস ব্যবহার করা হইলে, মিটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেয়;

(৫৪) **''ফ্লো কম্পিউটার (Flow Computer)''** অর্থ একটি বিশেষ ধরনের কম্পিউটার, যাহা ফ্লো-মিটার থেকে গ্যাসের তাপমাত্রা, চাপ, ঘনত্ব সংশ্লিস্ট তথ্য হইতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রবাহিত গ্যাসের প্রকৃত আয়তন পরিমাপ ও রেকর্ড করিবার এক প্রকার যন্ত্র সক্ষমতা রাখে-;

(৫৫) **"বকেয়া পাওনা"** অর্থ কোন গ্যাস বিল বা অতিরিক্ত বিল বা সমন্বয় বিল বা ক্ষতিপূরণ বা মাশুল বা অবৈধ গ্যাস ব্যবহার জনিত কারণে বা অন্য কোন বাবদ ধার্যকৃত পাওনা বা একাধিক পাওনা যাহা অপরিশোধিত রহিয়াছে;

(৫৬) **''বকেয়া মাস"** অর্থ যে মাসের বা সময়ের গ্যাস বিল বকেয়া বা অপরিশোধিত রহিয়াছে;

(৫৭) **"বহির্গমন চাপ''** অর্থ রাইজার বা আরএমএস বা কোন গ্যাস স্টেশন-এ স্থাপিত রেগুলেটরের বহির্গমনে নির্ধারণকৃত চাপ বা প্রাপ্ত চাপ;

(৫৮) **''বিচ্ছিন্নকৃত রাইজার''** অর্থ কোন গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নের পর অব্যবহৃত অবস্থায় থাকা গ্যাস রাইজার;

(৫৯) **"বিপণন"** অর্থ এনার্জি বা প্রাকৃতিক গ্যাস নির্ধারিত গ্রাহকের নিকট বাজারজাতকরণ;

(৬০) **"বিতরণ লাইন"** অর্থ ফিডার পাইপলাইন যাহা ডিআরএস বা টিবিএস হইতে উৎসারিত হইয়া এর সহিত একাধিক গ্রাহককে সংযুক্ত করিবার লক্ষ্যে রাস্তা বরাবর স্থাপিত পাইপলাইন;

(৬১) **"বিল"** অর্থ বিক্রয় মূল্য এবং চার্জসহ বিক্রিত গ্যাসের পরিমাণ, সেবা বা কার্য সম্পাদনের বিনিময়ে ধার্যকৃত টাকার বিবরণ;

(৬২) **"বিলম্ব মাস"** অর্থ যে বিল মাসের গ্যাস বিল অপরিশোধিত রহিয়াছে বা বকেয়া রহিয়াছে;

(৬৩) **"বিলম্ব সময়"** অর্থ বিল বা পাওনা যত সময় বা সময়কাল যাবৎ অপরিশোধিত রহিয়াছে বা বকেয়া রহিয়াছে;

(৬৪) **"বিলের মাস'' বা ''বিল মাস''** অর্থ মিটার রিডিং চক্র অনুযায়ী সর্বশেষ ২ (দুই) বার মিটার রিডিং গ্রহণের মধ্যবর্তী সময় বা ক্ষেত্রমতে, এক পঞ্জিকা মাস এবং যাহার সময়কাল বেশী, বিলে সেই মাসের নাম গণ্যকরণ;

(৬৫) **"বৃহৎ গ্রাহক (Bulk Customer)"** অর্থ সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সার কারখানা এবং সরকার সৃষ্ট বিশেষায়িত কোন গ্রাহক;

(৬৬) **"ব্যক্তি"** অর্থ কোনো ব্যক্তি, কোম্পানি, সমিতি ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা অন্যবিধ অংশীদারি কারবারি সংস্থা বা তাহার প্রতিনিধি এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সকল ধরণের গ্যাস ব্যবহারকারী ও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৬৭) **"ভাড়াকৃত স্থান"** অর্থ গ্রাহক কর্তৃক ভাড়া চুক্তির মাধ্যমে যে স্থানে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ করা হয়;

(৬৮) **"ভাড়াটিয়া"** অর্থ ভূমির মালিকের সহিত ভাড়া চুক্তির মাধ্যমে ভাড়াকৃত স্থানে গ্যাস সংযোগ গ্রহণকারী বা ব্যবহারকারী;

(৬৯) **"ভাল্ভ"** অর্থ গ্রাহকের আঙ্গিনার সার্ভিস লাইনে, রাইজার, আরএমএস, অভ্যন্তরীণ লাইনে বা বিতরণ বা সঞ্চালন বা কোনো গ্যাস স্টেশনে স্থাপিত গ্যাস সরবরাহ বা প্রবাহ নিয়ন্ত্রণমূলক বা বন্ধ করিবার ভাল্ভ (valve);

(৭০) **"মজুদকরণ (Storage)"** অর্থ সুষ্ঠুভাবে ও নিরাপদে গ্যাস বিতরণের উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে যথোপযুক্ত অবস্থায় গ্যাস পুঞ্জিভূতকরণ বা সঞ্চয়করণ এবং ধারণ;

(৭১) **"মাস ভিত্তিক হিসাবকরণ"** অর্থ গ্যাস সঞ্চালন, সরবরাহ, বিতরণ বা বিপণনের উদ্দেশ্যে কোনো নির্ধারিত গ্যাস স্টেশন বা মিটারিং এলাকার/গ্রাহকের কোনো মাসের নির্দিষ্ট তারিখে মিটার রিডিং হইতে পূর্ববর্তী মাসের মিটার রিডিং এর পার্থক্যকে আদর্শ আয়তনে রূপান্তর করিয়া যে আয়তনের পরিমাপ পাওয়া যাইবে উহাকে বুঝাইবে; নন মিটার গ্রাহকদের চুলা প্রতি মাসিক গ্যাস (ঘন মিটার) সময়ে সময়ে সরকার/কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্ধারণ করা হইবে;

(৭২) **"মিটারধারি"** অর্থ এইরূপ গ্রাহক বা গ্রাহক শ্রেণি যাহার গ্যাস সরবরাহ মিটারের মাধ্যমে পরিমাপ করিয়া সম্পাদিত এবং তদনুযায়ী বিল প্রদেয় হয়;

(৭৩) **"মেইন ফিডার পাইপলাইন"** বা **"মুখ্য বিতরণ পাইপলাইন"** অর্থ গ্যাস ফিল্ড বা উৎস হইতে সরাসরিভাবে বিতরণ কোম্পানির গ্যাস স্টেশন বা সিজিএস বা টিবিএস বা ডিআরএস পর্যন্ত যুক্ত পাইপলাইন অথবা গ্যাস স্টেশন বা সিজিএস বা টিবিএস বা ডিআরএস হইতে উৎসারিত হইয়া ডাউনস্ট্রীমে স্থাপিত অপর গ্যাস স্টেশনের সাথে যুক্ত পাইপলাইন যাহাতে সাধারণভাবে গ্রাহক যুক্ত থাকিবে না;

(৭৪) **"মেয়াদের শেষ তারিখ"** অর্থ গ্যাস সরবরাহকালীন সর্বশেষ মিটার রিডিং গ্রহণের তারিখ;

(৭৫) **"যথা স্থাপিত নকশা (As Built drawing)"** অর্থ গ্রাহকের আঙ্গিনায় গ্যাস সংযোগ প্রদানের জন্য প্রকৃতভাবে স্থাপিত পাইপলাইন, আরএমএস ও গ্যাস সরঞ্জাম ও জ্বালানি ব্যবহার করিয়া উহা হইতে গ্রাহকের উৎপাদিত পণ্য বা গ্যাস ব্যহারের সর্বশেষ উদ্দেশ্য বা অবস্থান প্রদর্শন এবং তদুপ কাজে ব্যবহৃত মালামালের স্পেসিফিকেশন ও তথ্যাদি সম্বলিত প্রস্তুতকৃত নকশা;

(৭৬) **"যৌথ ক্যালিব্রেশন"** অর্থ কোন উৎপাদন কোম্পানির ডাউনস্ট্রীমে বা সঞ্চালন কোম্পানির আপস্ট্রীমে বা সঞ্চালন কোম্পানির অফট্রান্সমিশন পয়েন্ট বা বিতরণ কোম্পানির ইনটেক পয়েন্ট বা গ্রাহকের আঙ্গিনায় সংশ্লিষ্ট পক্ষের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে স্থাপিত কোন মিটারের সঠিকতা যাচাইয়ে অনলাইন অথবা অফলাইন মিটার ক্যালিব্রেশন বা টেস্টিং বা পরিদর্শনকে বুঝাইবে;

(৭৭) **"সমন্বয় বিল"** অর্থ কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইতঃপূর্বে প্রস্তুতকৃত বা প্রণীত গ্যাস বিল সংশোধন করিয়া প্রস্তুতকৃত বিল;

(৭৮) **"সঞ্চালন"** অর্থ উচ্চ চাপ বিশিষ্ট গ্যাস পাইপলাইনের মাধ্যমে নির্ধারিত চাপে বা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত উচ্চ চাপে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রাকৃতিক গ্যাস স্থানান্তর;

(৭৯) **"সঞ্চালন পাইপলাইন"** অর্থ নির্ধারিত চাপে বা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত উচ্চ চাপে গ্যাসের উৎস হইতে গ্যাস বিতরণ কোম্পানির নিকট অথবা পরিকল্পিত শিল্পাঞ্চল বা বৃহৎ গ্রাহক প্রান্তে প্রাকৃতিক গ্যাস স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে নির্মিত পাইপলাইন;

(৮০) **"সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোড''** অর্থ অভ্যন্তরীণ লাইনে সংযুক্ত প্রত্যেক গ্যাস স্থাপনা বা বার্নার এর ঘণ্টা প্রতি সর্বোচ্চ গ্যাস চাহিদার সমষ্টি;

(৮১) **"সার্ভিস লাইন''** অর্থ এইরূপ পাইপলাইন যাহার এক প্রান্ত গ্যাস বিতরণ পাইপলাইনের সহিত সার্ভিস টি বা ভাল্ভ টি বা ফ্ল্যাঞ্জ টি বা সাধারণ টি দ্বারা যুক্ত থাকে এবং অপর প্রান্ত রাইজার বা রেগুলেটিং ও মিটারিং স্টেশন বা কাস্টমার মিটারিং স্টেশনের সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং সাধারণভাবে নির্দিষ্ট ১ (এক) জন গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে নির্মাণ করা হয়;

(৮২) "**সারচার্জ বা বিলম্ব মাশুল**" অর্থ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বিল বা অন্য কোনো পাওনা পরিশোধিত না হইলে বিলম্ব বা অতিরিক্ত সময়ের জন্য নির্ধারিত হারে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধকরণ;

(৮৩) **"সিএনজি"** অর্থ নির্দিষ্ট চাপ ও তাপমাত্রায় সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (Compressed Natural Gas);

(৮৪) **"সিএমএস (Customer Metering Station)"** অর্থ প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ লাইসেন্সি কর্তৃক উহার বিতরণ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত চাপে গ্যাস সরবরাহ কিংবা বৃহৎ ভোক্তা বা বৃহৎ গ্রাহকের নিকট প্রয়োজনীয় চাপ ও প্রবাহে গ্যাস সরবরাহ করিবার জন্য বিশেষায়িত মিটার, রেগুলেটর, ভাল্ব, ফিল্ট্রেশন, প্রি-হিটিং এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির সংবলিত স্থাপনা;

(৮৫) **"সিজিএস (City Gate Station)"** অর্থ উচ্চ চাপ বিশিষ্ট সঞ্চালন বা গ্রিড লাইন হইতে উৎসারিত হইয়া এমন একটি স্থাপনা যাহার দ্বারা প্রাকৃতিক গ্যাসকে একাধিক চাপে নিয়ন্ত্রণ ও চাপ হ্রাসকরণ, প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ও পরিমাপকরণ, ফিল্ট্রেশন এবং প্রি-হিটিং পূর্বক বৃহৎ শহর বা এলাকায় গ্যাস সরবরাহের উদ্দেশ্যে নির্মিত গ্যাস স্টেশন;

(৮৬) **''সিপি (Cathodic Protection)''** অর্থ ভূগর্ভস্থ গ্যাস পাইপলাইনের ক্ষয় রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা;

(৮৭) **"সিপিপি (Captive Power Plant)"** অর্থ এইরূপ ক্ষুদ্রায়তনের বিদ্যুৎ উৎপাদক বা সহ-উৎপাদক, যাহা তাহাদের নিজস্ব প্রয়োজনে বা সহযোগী কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়;

(৮৮) **''সিস্টেম লস বা গেইন (System Loss / Gain)''** অর্থ কোন কোম্পানি কর্তৃক উৎসে/আপস্ট্রীমে মিটারিং করিয়া গ্রহণকৃত/ক্রয়কৃত গ্যাসের পরিমাপ ও ডাউনস্ট্রীমে মিটারিং করিয়া সরবরাহকৃত/বিতরণকৃত/বিক্রয়কৃত গ্যাসের পরিমাপের মধ্যে পরিমাণের পার্থক্য;

(৮৯) **"স্টীম মিটার (Steam Meter)"** অর্থ একধরনের পরিমাপক যন্ত্র যাহা দ্বারা বাষ্পের প্রবাহের হার পরিমাপ করা হয়। শিল্প কারখানায় বাষ্পের ব্যবহারের হিসাব রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়;

(৯০) **"স্থায়ী বিচ্ছিন্নকরণ''** অর্থ সার্ভিস লাইন অপসারণ বা কিলিংপূর্বক সম্পূর্ণ আরএমএস বা ক্ষেত্রমতে, রাইজার অপসারণের মাধ্যমে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ। অস্থায়ীভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের ক্ষেত্রে পুনঃসংযোগ গ্রহণের নির্ধারিত সময় অতিক্রম করিবার পর পুনঃসংযোগ গ্রহণ না করা ও এইরূপ গণ্য হইবে। উক্তরূপে বিচ্ছিন্নকৃত গ্রাহক বিলুপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে;

(৯১) **''হাইড্রো-টেস্ট (Hydro Test)''** অর্থ পানি দ্বারা গ্যাস পাইপলাইনের চাপ সহনশীলতা পরীক্ষা করা এবং পাইপলাইনের সম্ভাব্য ত্রুটি ও লিকেজ শনাক্ত করা;

(৯২) **"হিসাব বহির্ভূত গ্যাস (Unaccounted for Gas-UFG)"** অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো পাইপলাইন বা সিস্টেমে ধারণকৃত গ্যাসের পরিমাণের উপর গ্রহণযোগ্য মাত্রার পার্থক্য বা পরিবর্তন ব্যতীত এবং মিটারবিহীন গ্রাহক কর্তৃক ব্যবহৃত চুলা বা সরঞ্জাম ফ্লাট রেইটে নির্ধারিত পরিমাণের চাইতে অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহার ব্যতীত উক্ত পাইপলাইন সিস্টেমে মিটারে রিডিংভুক্ত হইয়া আগত ও মিটারে রিডিংভুক্ত হইয়া বহির্গত গ্যাসের মধ্যে যে পরিমাণগত পার্থক্য বা পরিবর্তন চিহ্নিত হয়;

(৯৩) **"হেডার সার্ভিস লাইন"** অর্থ একই বা যৌথ মালিকানার জায়গায় নির্মিত বহুতল ভবনে বা ক্ষেত্রমতে, একই প্রাঙ্গণের একাধিক ভবনে একাধিক রাইজার বা রেগুলেটরের মাধ্যমে একই বা পৃথক পৃথক মালিকানায় গৃহস্থালি গ্যাস সংযোগ প্রদান করিবার লক্ষ্যে নিকটবর্তী বিতরণ লাইন বা অবস্থান হইতে গ্রাহকের যৌথ আঙ্গিনা পর্যন্ত অনুভূমিকভাবে স্থাপিত এক ইঞ্চি বা তদুর্ধ্ব ব্যাসের যৌথ সার্ভিস পাইপলাইন যাহার শেষ মাথায় কারিগরি বিবেচনায় ১ (এক) ইঞ্চি বা ক্ষেত্রমতে, তদুর্ধ্ব ব্যাসের অনুভূমিকভাবে ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিভাগে স্থাপিত হেডার বিশিষ্ট পাইপলাইন;

(৯৪) **"PSIG" বা "psig" (পিএসআইজি)** অর্থ Pounds per Square Inch Gauge;

(৯৫) **"SCFH"** অর্থ Standard Cubic Feet per Hour.

দ্বিতীয় অধ্যায়

গ্রাহক শ্রেণি

৩। **গ্রাহক শ্রেণি**।—(১) বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ৬(১)(ক) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,গ্যাস ব্যবহারের ধরন ও প্রকৃতি অনুযায়ী বাসা বাড়িতে ও নিম্নে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানে অব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে রান্না ও গবেষণা কাজে জ্বালানি হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হইলে **গৃহস্থালি গ্রাহক** শ্রেণিভুক্ত হইবে, যথা:—

(ক) বাসভবন হিসাবে ব্যবহৃত—

(অ) বাড়ি বা ইমারত;

(আ) সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ভবনসমূহ।

(খ) অব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পরিচালিত—

(অ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাস, ল্যাবরেটরিজ, ক্যাফেটেরিয়া ও ক্যান্টিন;

(আ) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির, এতিমখানা, সরকারি/বেসরকারি হাসপাতাল, বিভিন্ন সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার-গেস্ট হাউজ, সার্কিট হাউজ, ইন্সপেকশন বাংলো, ডাক বাংলো ও ক্যান্টিন;

(ই) জেলখানার ক্যান্টিন ও কয়েদিদের রান্না ঘর;

(ঈ) কারাগার, সশস্ত্র বাহিনী, বিজিবি, কোস্টগার্ড, পুলিশ, র‍্যাব, আনসার ও আইনশৃংখলারক্ষাকারী বাহিনীর ক্যান্টিন ও মেস;

(উ) সরকারি শিশু সদন, আশ্রম, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও মাজার;

(ঊ) শিল্প প্রতিষ্ঠান এর ক্যান্টিন, শ্রমিকদের মেস ও রান্নাঘর;

(ঋ) ব্যক্তি মালিকানাধীন মেস;

(এ) সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের ল্যাবরেটরিসমূহ।

(২) বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ৬(১)(খ) এবং ৬(২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, গ্যাস ব্যবহারের ধরন ও প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে অযান্ত্রিক উপায়ে খাবার ও পণ্য উৎপাদন কাজে জ্বালানি হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হইলে নিম্নরূপ প্রতিষ্ঠান **বাণিজ্যিক গ্রাহক** শ্রেণিভুক্ত হইবে, যথা:—

(ক) হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য—

(অ) হোটেল, আবাসিক হোটেল ও গেস্ট হাউজ;

(আ) মিষ্টি প্রস্তুতকারি দোকান বা প্রতিষ্ঠান;

(ই) রেস্তোরা, চাইনিজ রেস্তোরা, বেসরকারি ক্যান্টিন ও চায়ের দোকান;

(ঈ) কমিউনিটি সেন্টার, ক্লাব, মিলনায়তন, কনভেনশন সেন্টার ও সুইমিংপুল;

(উ) স্ন্যাকস ও কাবাব ঘর;

(ঊ) আখ ও ফল প্রক্রিয়াকরণ কারখানা বা প্রতিষ্ঠান।

(খ) হস্তচালিত/অযান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ—

(অ) চিড়া ও মুড়ি প্রস্তুতকারি প্রতিষ্ঠান;

(আ) বেকারি, কনফেকশনারি, লজেন্স, চানাচুর, সেমাই ও বিস্কুট তৈরির কারখানা;

(ই) সাবান, পটারি, সিরামিক, রং, ঔষধ, মশার কয়েল, ককশীট, ইপিএস, আগর ও আতর তৈরির কারখানা;

(ঈ) ডিস্টিলড ওয়াটার, ডাইং ও প্রিন্টিং, লন্ড্রি, ট্যানারি, চুড়ি, বরফ ও আইসক্রিম তৈরির কারখানা;

(উ) সনাতন পদ্ধতিতে পরিচালিত লবণ, কাঁচ ও চুন তৈরির কারখানা;

(ঊ) প্রাইভেট ক্লিনিক, ল্যাবরেটরি ও হাসপাতাল;

(ঋ) তামাক পাতা বিশুষ্ককরণ কারখানা;

(এ) অযান্ত্রিক উপায়ে চালিত অন্য কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান।

(৩) বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ৬(১)(গ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, গ্যাস ব্যবহারের ধরন ও প্রকৃতি অনুযায়ী যান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত গ্যাস সরঞ্জামাদি দ্বারা পণ্য উৎপাদন কাজে জ্বালানি হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হইলে নিম্নরূপ প্রতিষ্ঠান **শিল্প গ্রাহক** শ্রেণিভুক্ত হইবে, যথা: —

(ক) বিসিক/বেপজা/বেজা/হাইটেক পার্ক/বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্থাপিত সম্পূর্ণ যান্ত্রিক উপায়ে চালিত গ্যাস সরঞ্জামাদি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ;

(খ) স্বয়ংক্রিয় বা যান্ত্রিক উপায়ে চালিত গ্যাস সরঞ্জামাদি দ্বারা পরিচালিত বৃহৎ আকৃতির শিল্প কারখানা বা প্রতিষ্ঠান;

(গ) সম্পূর্ণ যান্ত্রিক উপায়ে চালিত সরঞ্জামাদি বিশিষ্ট চালকল এবং চিড়া ও মুড়ি প্রস্তুতকারি কারখানা;

(ঘ) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত তিন তারকা বা তদুর্ধ্ব মানের আবাসিক হোটেল বা হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট;

(ঙ) জাতীয় শিল্প নীতিতে বর্ণিত স্বয়ংক্রিয় বা যান্ত্রিক উপায়ে গ্যাস সরঞ্জামাদি দ্বারা পরিচালিত অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কারখানা;

(চ) স্বয়ংক্রিয় বা যান্ত্রিক উপায়ে গ্যাস সরঞ্জামাদি দ্বারা পরিচালিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান;

(ছ) নন-পাইপ গ্যাস ব্যবহৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কারখানা।

উপর্যুক্ত যান্ত্রিক সরঞ্জামের সহিত ঘণ্টা প্রতি ৪০০০ ঘনফুট পর্যন্ত লোডের ক্ষেত্রে ১০% এবং ঘণ্টা প্রতি ৪০০০ ঘনফুট এর অধিক লোডের ক্ষেত্রে ৫% পর্যন্ত অযান্ত্রিক সরঞ্জামাদি ব্যবহার করা যাইবে।

(৪) বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ৬(১)(ঙ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, গ্যাস ব্যবহারের ধরন ও প্রকৃতি অনুযায়ী যে সকল গ্রাহক প্রাকৃতিক গ্যাসকে সংকুচিত করিয়া অনুমোদিত স্থান হইতে সরাসরি বিভিন্ন যানবাহনের জ্বালানি হিসাবে সরবরাহ করিয়া থাকে তা **সিএনজি শ্রেণিভুক্ত** হইবে।

(৫) বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ৬(১)(চ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, গ্যাস ব্যবহারের ধরন ও প্রকৃতি অনুযায়ী শুধুমাত্র চা পাতা বিশুষ্ককরণ, প্রক্রিয়াকরণ ও আনুষঙ্গিক কাজে গ্যাস ব্যবহারকারী চা-বাগানসমূহ **চা-বাগান গ্রাহক** শ্রেণিভুক্ত হইবে।

(৬) বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ৬(১)(ছ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, গ্যাস ব্যবহারের ধরন ও প্রকৃতি অনুযায়ী বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অধীনস্থ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং অন্য সকল সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র যেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে জ্বালানি হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হইয়া উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্তক্রমে সরবরাহ করা হয় তা **বিদ্যুৎ শ্রেণিভুক্ত** হইবে।

(৭) বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ৬(১)(জ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, গ্যাস ব্যবহারের ধরন ও প্রকৃতি অনুযায়ী সরকারি এবং বেসরকারি মালিকানায় সার উৎপাদনকারি কারখানাসমূহ যেখানে প্রাকৃতিক গ্যাস ফিডস্টক হিসাবে ব্যবহৃত হয় তা **সার শ্রেণিভুক্ত** হইবে।

(৮) বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ৬(১)(ঝ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, গ্যাস ব্যবহারের ধরন ও প্রকৃতি অনুযায়ী যে সকল গ্রাহক নিজস্ব প্রয়োজনে বা সহযোগী কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে অথবা সরকারি/বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল/রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল/বিসিক শিল্প নগরী/হাইটেক পার্ক এর প্রয়োজনে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জ্বালানি হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাস বা নন-পাইপ গ্যাস ব্যবহার করিয়া থাকে তা **ক্যাপটিভ পাওয়ার** শ্রেণিভুক্ত হইবে।

(৯) বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ৬(২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে বা সিদ্ধান্তে ভবিষ্যতে সৃষ্ট নতুন কোনো গ্রাহক শ্রেণি।

(১০) সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনে কম্প্রেসর চালনার জন্য গ্যাস জেনারেটর বা গ্যাস ইঞ্জিনে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হইলে এবং সার কারখানায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে জ্বালানি হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হইলে তা **ক্যাপটিভ পাওয়ার** শ্রেণিভুক্ত হইবে। এক্ষেত্রে ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণির জন্য আলাদা মিটারিং ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(১১) বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং সার কারখানায় গৃহস্থালি কাজে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হইলে তা গৃহস্থালি শ্রেণিভুক্ত হইবে। এক্ষেত্রে গৃহস্থালি শ্রেণির জন্য আলাদা মিটারিং ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(১২) শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস ব্যবহার করিয়া বয়লার বা অন্য কোনো আধারের মাধ্যমে উৎপাদিত বাষ্প সরাসরি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হইলে উহা ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণি এবং সরাসরি প্রসেস প্লান্টে ব্যবহৃত হইলে উহা শিল্প শ্রেণি হিসাবে বিবেচিত হইবে। তবে বয়লারের উৎপাদিত স্টীম আংশিক ক্যাপটিভ পাওয়ার ও অবশিষ্টাংশ প্রসেস প্লান্টে বিভাজন হইয়া ব্যবহার হইলে সেই ক্ষেত্রে আলাদাভাবে স্টীম মিটারের (Steam Meter) মাধ্যমে স্টীম পরিমাপের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। স্টীম মিটারের (Steam Meter) মাধ্যমে পরিমাপকৃত স্টীমের পরিমাণের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে ব্যবহৃত গ্যাসের শ্রেণি (শিল্প বা ক্যাপটিভ পাওয়ার) নিরূপিত হইবে। ইতিমধ্যে স্থাপিত প্রতিষ্ঠান বা কারখানায় বয়লারের উৎপাদিত স্টীম আলাদাভাবে পরিমাপ করা সম্ভব না হইলে চুক্তি অনুযায়ী বা ক্যাপটিভ পাওয়ারের জন্য ৭০% এবং প্রসেস শিল্পের জন্য ৩০% স্টীমের বিভাজন অনুযায়ী ব্যবহৃত গ্যাসের শ্রেণি (শিল্প বা ক্যাপটিভ পাওয়ার) নির্ধারণ করা যাইবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের পর এগজস্ট (exhaust) বাষ্প ব্যবহৃত হইলে তা কো-জেনারেশন বা ট্রাই-জেনারেশন সুবিধা কমিশন প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী বিবেচনা করা যাইবে।

(১৩) ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে ও গ্রাহকের নিজস্ব প্রয়োজনে বা সহযোগী কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে অথবা সরকারি/বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল/রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল/বিসিক শিল্প নগরী/হাইটেক পার্ক এর প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইলে সেই ক্ষেত্রে আলাদাভাবে এনার্জি মিটার (Energy Meter) স্থাপন করিয়া উৎপাদিত বিদ্যুৎ পরিমাপের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। আনুপাতিক হারে জাতীয় গ্রীডে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইবে সে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনে যে পরিমাণ গ্যাসের প্রয়োজন তা বিদ্যুৎ শ্রেণি ও যে পরিমাণ বিদ্যুৎ নিজস্ব প্রয়োজনে বা সহযোগী কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে অথবা সরকারি/বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল/রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল/বিসিক শিল্প নগরী/হাইটেক পার্ক এর প্রয়োজনে সরবরাহ করা হইবে সে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনে যে পরিমাণ গ্যাসের প্রয়োজন তা ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণিভুক্ত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের সংযোগ প্রদান, আবেদনপত্র গ্রহণ, সংযোগ প্রদান প্রক্রিয়া, পাইপলাইন ও স্টেশন নির্মাণ প্রক্রিয়া, সংযোগ/নির্মাণ ব্যয়, নিরাপত্তা জামানত, গ্যাস কমিশনিং ও কমিশনিং ব্যয়, সংযোগ গ্রহণ না করিলে সার্ভিস চার্জ কর্তন

অংশ-১

বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের সংযোগ প্রদান, আবেদনপত্র গ্রহণ, সংযোগ প্রদান প্রক্রিয়া

৪। মিটারবিহীন গৃহস্থালি গ্রাহকের (শুধুমাত্র সরকারি হাসপাতাল, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কারাগার) গ্যাস সংযোগ প্রদান।—সকল গৃহস্থালি গ্যাস সংযোগ স্মার্ট প্রি-পেইড মিটারের মাধ্যমে হইবে। স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার এর সরবরাহ/স্থাপনের অবকাঠামো না থাকিলে—

(১) রাইজার এর মাধ্যমে ফ্লাট রেইটে মাসিক বিলের ভিত্তিতে দ্বৈত চুলায় সংযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(২) বহুতল বাসভবনে হেডারযুক্ত সার্ভিস লাইনের মাধ্যমে প্রত্যেকটি বাসা বা ফ্ল্যাট-এর জন্য পৃথক অভ্যন্তরীণ লাইন স্থাপন করিয়া ফ্লাট রেইটে মাসিক বিলের ভিত্তিতে দ্বৈত চুলায় গ্যাস সংযোগ প্রদান করিতে হইবে।

৫। বিদ্যমান গৃহস্থালি গ্রাহকদের ক্ষেত্রে রাইজার পৃথকীকরণ, একক চুলাকে দ্বৈত চুলায় রূপান্তর, স্মার্ট প্রি-পেইড মিটারের আওতায় আনয়নসহ অন্যান্য কার্যক্রম।—(১) বহুতল ভবন বা একই প্রাঙ্গণে একাধিক ভবন বিশিষ্ট বিদ্যমান গৃহস্থালি সংযোগ প্রথমত ভূমির মালিকানার অনুকূলে বিবেচিত হইবে এবং ভূমির মালিকের সম্মতিতে সমঝোতার ভিত্তিতে অনুমোদিত লোডের মধ্যে গৃহস্থালি গ্যাস সংযোগ ওয়ারিশান বা ক্রয়সূত্রে মালিকানা প্রাপ্ত হইলে মালিকানা/নাম পরিবর্তন করিয়া আলাদা গ্রাহক সংকেত সৃষ্টির মাধ্যমে হেডার তৈরি অথবা রাইজার পৃথকীকরণ করিয়া গ্যাস সংযোগ আলাদা করা যাইবে।

(২) বিদ্যমান একক চুলা বিশিষ্ট গ্যাস সংযোগকে পর্যায়ক্রমে দ্বৈত চুলার সংযোগে রূপান্তর করিতে হইবে।

(৩) বিদ্যমান সংযোগকে পর্যায়ক্রমে স্মার্ট প্রি-পেইড মিটারের আওতায় আনয়ন করিতে হইবে এবং কোনো গ্রাহক স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার স্থাপনে অনাগ্রহী হইলে বিতরণ কোম্পানি তাহার সংযোগ বিচ্ছিন্ন/বাতিল করিতে পারিবে।

(৪) স্মার্ট প্রি-পেইড গ্যাস মিটারের মূল্য ও স্থাপন সংক্রান্ত অন্যান্য কারিগরি খরচ মাসিক ভিত্তিতে (সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পুনর্নির্ধারিত) গ্রাহকের নিকট হইতে কোম্পানি কর্তৃক আদায়যোগ্য হইবে।

(৫) গৃহস্থালি গ্রাহককে দ্বৈত একটি চুলা একটি রান্না ঘরে ব্যবহার করিতে হইবে। দ্বৈত চুলাকে বিভাজন করিয়া একাধিক রান্না ঘরে ব্যবহার করা যাইবে না।

(৬) বিদ্যমান গৃহস্থালি গ্রাহকের হেডার নির্মাণের মাধ্যমে রাইজার পৃথকীকরণ, একই আঙ্গিনায় রাইজার/আরএমএস মডিফিকেশন/স্থানান্তর, একই ভবন/আঙ্গিনায় চুলা স্থানান্তর, লোড/চুলা হ্রাস, অনুমোদিত লোডের মধ্যে সরঞ্জামাদি পুনর্বিন্যাস, মিটার ও রেগুলেটর প্রতিস্থাপন/পরিবর্তন করা যাইবে।

(৭) বিদ্যমান গৃহস্থালি গ্যাস সংযোগ ওয়ারিশান বা ক্রয়সূত্রে মালিকানা প্রাপ্ত হইলে মালিকানা/নাম পরিবর্তন করা যাইবে। কোনো প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তিত হইলে বৈধ কাগজপত্রাদি দাখিল সাপেক্ষে নাম পরিবর্তন করা যাইবে।

(৮) গৃহস্থালি গ্রাহকের আঙ্গিনায় স্থাপিত বিদ্যমান ভবন/স্থাপনা ভেঙ্গে নতুন ভবন/স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে গ্রাহক সর্বনিম্ন ১ (এক) বৎসর হইতে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নের আবেদন করিলে বিচ্ছিন্নকৃত সময়ের জন্য ফ্লাট রেইটে নির্ধারিত মাসিক বিলের ৫০% হারে পরিশোধ সাপেক্ষে সংযোগটি বজায় রাখা যাইবে। উক্ত সময় অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে পুনঃসংযোগ গ্রহণ না করিলে গ্যাস সংযোগ স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে।

৬। **মিটারযুক্ত গৃহস্থালি শ্রেণিতে (শুধুমাত্র সরকারি হাসপাতাল, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কারাগার) নতুন আবেদনকৃত গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান।**—(১) দ্বৈত চুলার সহিত বিভিন্ন ক্ষমতার অন্যান্য চুলা এবং অন্য কোনো সরঞ্জামে (appliances) গ্যাস ব্যবহৃত হইলে গ্রাহককে বাধ্যতামূলকভাবে গ্যাস প্রবাহের ক্ষমতা বিবেচনা করিয়া একই মিটারের আওতায় গ্যাস সংযোগ প্রদান করিতে হইবে। তবে গিজার, ওভেন, গ্রীল, গ্যাস লাইট এ সংযোগ প্রদান করা যাইবে না।

(২) শুধুমাত্র দ্বৈত চুলায় গ্যাস ব্যবহারের নতুন আবেদনের ক্ষেত্রে স্মার্ট প্রি-পেইড মিটারের মাধ্যমে গ্যাস সংযোগ বিবেচনা করিতে হইবে। তবে স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার এর সরবরাহ/স্থাপনের অবকাঠামা না থাকিলে পোস্টপেইড মিটারের মাধ্যমে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা যাইবে।

৭। **গৃহস্থালি প্রয়োজনে গ্যাস ব্যবহারকারী বিদ্যমান অন্যান্য শ্রেণির গ্রাহকদের করণীয়।**—(১) শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, বিদ্যুৎ, সার বা অন্য কোনো গ্রাহককে একই প্রাঙ্গণে গৃহস্থালি উদ্দেশ্যে দ্বৈত চুলা বা অন্যান্য সরঞ্জামের মাধ্যমে গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে গৃহস্থালি শ্রেণিতে পৃথক মিটারের মাধ্যমে গ্যাস ব্যবহার করিতে হইবে।

(২) একই মালিকানাধীন আঙ্গিনা বা প্রাঙ্গণে গৃহস্থালি শ্রেণির গ্রাহকের সাথে বাণিজ্যিক শ্রেণির সংযোগ থাকিলে গৃহস্থালি সংযোগ আবশ্যিকভাবে পৃথক মিটার যুক্ত হইবে।

৮। **গৃহস্থালি শ্রেণিতে (শুধমাত্র সরকারি হাসপাতাল, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কারাগার) নতুন গ্যাস সংযোগের আবেদন।**—(১) গৃহস্থালি শ্রেণিতে নতুন গ্যাস প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি হাসপাতাল, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কারাগার ব্যতীত অন্য কোথাও গ্যাস সংযোগের আবেদন গ্রহণ করা হইবে না। শুধমাত্র সরকারি হাসপাতাল, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কারাগার এ গৃহস্থালি শ্রেণিতে গ্যাস সংযোগের আবেদন নির্ধারিত ফরম কোম্পানির সংশ্লিষ্ট কার্যালয়, গ্রাহক সেবা বুথ বা ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার হইতে বা কোম্পানির ওয়েবসাইট হইতে ডাউনলোড করিয়া সংগ্রহ করা যাইবে বা অনলাইনে আবেদন করা যাইবে।

(২) আবেদন ফি 'ছক-২' অনুযায়ী প্রযোজ্য হইবে, যাহা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পুনর্নির্ধারিত হইবে।

(৩) আবেদন ফরম যথাযথভাবে পূরণ করিয়া সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা জোন বা আঞ্চলিক কার্যালয়ে জমাদান করিতে হইবে বা অনলাইনে আপলোড করিতে হইবে।

(৪) কোম্পানিসমূহ দ্রুততম সময়ে অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ ও নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

(৫) সরকারি হাসপাতাল, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কারাগার এ গ্যাস সংযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠান প্রধান বা গণপূর্ত বিভাগ এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (নির্বাহী প্রকৌশলীর নিম্নে নহে) গ্যাস সংযোগের জন্য আবেদন করিতে হইবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংযোগ গ্রহীতা মূল একক গ্রাহক হিসাবে গণ্য হইবে।

(৬) উপ-নিয়ম (৫) এর অধীন মূল সংযোগ গ্রহীতার নামে একক বিল ইস্যু করিতে হইবে এবং একই এলাকা বা প্রাঙ্গণের জন্য পৃথক পৃথক বিল ইস্যু করা যাইবে না।

(৭) উপ-নিয়ম (৩) এর অধীন আবেদনপত্র জমাদানকালে আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজাদি দাখিল করিতে হইবে—

(ক) আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের ৩ (তিন) কপি সত্যায়িত রঙিন ছবি;

(খ) জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্ম নিবন্ধন সনদ বা পাসপোর্টের সত্যায়িত কপি;

(গ) ভূমির মালিকানার দালিলিক প্রমাণ হিসাবে দলিল, নামজারির কাগজ, পর্চা বা খতিয়ান এবং হালনাগাদ দাখিলা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের রসিদের সত্যায়িত/অনলাইন কপি;

(ঘ) উৎস বিতরণ লাইন হইতে প্রস্তাবিত সার্ভিস লাইন, রাইজার ও অভ্যন্তরীণ গ্যাস পাইপলাইন এবং প্রস্তাবিত গ্যাস সরঞ্জামের বিবরণ সংবলিত ৪ (চার) কপি নকশা;

(ঙ) নির্ধারিত আবেদন ফি জমাদানের রসিদ;

(চ) ১.১ শ্রেণির ঠিকাদার ('ছক-১৬' অনুযায়ী) নিয়োগের চুক্তিপত্র (নির্ধারিত ফরম্যাট অনুযায়ী)।

(৮) গৃহস্থালি শ্রেণিতে বিদ্যমান গ্রাহকের হেডার নির্মাণ করিয়া রাইজার পৃথকীকরণ (মালিকানা/নাম পরিবর্তন এর উদ্দ্যেশে) , একই আঙ্গিনায় রাইজার স্থানান্তর, একই আঙ্গিনা বা ভবনে চুলা স্থানান্তর, লোড হ্রাস, নাম পরিবর্তনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে। আবেদনপত্রে উল্লিখিত কাগজপত্র আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

৯। **বিদ্যমান গৃহস্থালি শ্রেণির গ্রাহকদের অভ্যন্তরীণ হাউজ লাইনের রক্ষণাবেক্ষণ,একই আঙ্গিনা বা ভবনে চুলা স্থানান্তর, লোড হ্রাস অথবা সরকারি হাসপাতাল,সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কারাগার এ নতুন সংযোগের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ।**—(১) বিদ্যমান অভ্যন্তরীণ হাউজ লাইনের রক্ষণাবেক্ষণ, একই আঙ্গিনা বা ভবনে চুলা স্থানান্তর, লোড হ্রাস অথবা সরকারি হাসপাতাল, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কারাগার এ নতুন সংযোগের প্রয়োজন হইলে কোম্পানির অনুমোদিত ১.১ শ্রেণির ঠিকাদারের ('ছক-১৬' অনুযায়ী) তালিকা এবং হালনাগাদ পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া ঠিকাদার নিয়োগ করিতে হইবে।

(২) বিদ্যমান গৃহস্থালি অভ্যন্তরীণ হাউজ লাইনের পরিবর্তন অথবা সরকারি হাসপাতাল, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কারাগার এ নতুন গ্যাস সংযোগ গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে গৃহস্থালি গ্যাস সংযোগ কার্যক্রমে নিয়োজিত ১.১ শ্রেণির ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অভ্যন্তরীণ হাউজ লাইন নির্মাণে 'ছক-৩' অনুযায়ী নির্ধারিত হারে (যা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পুনর্নির্ধারিত হইবে) পারিশ্রমিক পরিশোধের বিষয়ে ঠিকাদারের সহিত লিখিত চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে।

(৩) কোনো ঠিকাদার কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ দাবির প্রমাণ পাওয়া গেলে উক্ত ঠিকাদারের তালিকাভুক্তি বাতিলযোগ্য হইবে।

(৪) গ্রাহক ঠিকাদারের সহিত সম্পাদিত সকল আর্থিক লেনদেনের কাগজাদিতে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক উহা সংরক্ষণ করিবেন।

(৫) রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকাদার জোনভিত্তিক নির্ধারিত হইবে। কোম্পানি সমূহ জোন ভিত্তিক রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকাদারের তালিকা কোম্পানির ওয়েবসাইডে প্রকাশ করিবে।

(৬) বিদ্যমান গৃহস্থালি গ্রাহকের রাইজার বা আরএমএস মডিফিকেশন/স্থানান্তর অথবা হেডার নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্যতা অনুযায়ী ১.৩ বা ১.৪ শ্রেণির ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এর সহিত পারিশ্রমিক পরিশোধের বিষয়ে লিখিত চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে।

১০। **গৃহস্থালি গ্রাহককে (শুধমাত্র সরকারি হাসপাতাল, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কারাগার) গ্যাস সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় ধাপসমূহ।**—(১) সংশ্লিষ্ট জোন বা আঞ্চলিক কার্যালয়ে অবস্থিত গ্রাহক সেবা বুথ, ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার বা কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনপত্রের সহিত সংযোজিত সকল কাগজপত্র চেকলিস্টের সহিত মিলাইয়া আবেদনপত্র গ্রহণপূর্বক রেজিস্টার বা ডিজিটাল মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করিয়া একটি ক্রমিক নম্বর সংবলিত কম্পিউটারাইজড প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদান বা অনলাইনে আবেদনকারীদেরকে ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে অবহিত করিতে হইবে। তবে আবেদনপত্রের সহিত প্রদত্ত কাগজপত্রের ঘাটতি থাকিলে আবেদন গ্রহণ না করিয়া, গ্রহণ না করিবার কারণ আবেদনকারীকে তাৎক্ষণিক লিখিতভাবে বা ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে অবহিত করিতে হইবে।

(২) আবেদনপত্র প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির কর্মকর্তা বা উপযুক্ত প্রতিনিধি কর্তৃক জরিপকার্য ও পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন করিতে হইবে। উৎস লাইন হইতে সার্ভিস লাইন নির্মাণপূর্বক রাইজার বা আরএমএস গ্রাহক আঙ্গিনার প্রধান ফটকের অভ্যন্তরে, বা ক্ষেত্রমতে, প্রস্তাবিত ফটকের ডান বা বাম পার্শ্বের ৩ (তিন) মিটারের মধ্যে এবং সীমানা প্রাচীর হইতে ২ (দুই) মিটারের মধ্যে স্থাপন বিবেচনায় নিতে হইবে। তবে, উক্ত স্থানে ফটক বা সীমানা প্রাচীর না থাকিলে গ্রাহকের নিকট হইতে উহা নির্মাণের অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) জরিপ বা যাচাইক্রমে সংযোগ কার্যক্রম অনুমোদন বা সংযোগ প্রদান করা সম্ভব না হইলে বিষয়টি ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে গ্রাহককে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(৪) ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত মূল কাগজাদি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রদর্শন ও প্রত্যয়ন সাপেক্ষে প্রশাসনিক অনুমোদন লাভের পর নির্ধারিত সংযোগ ফি (ছক-২ অনুযায়ী), অতিরিক্ত মালামাল বা নির্মাণ ব্যয়, কমিশনিং ফি (ছক-৬ অনুযায়ী) ও নিরাপত্তা জামানত (নিয়ম-২১ অনুযায়ী) বাবদ অর্থ জমাদান সংক্রান্ত চাহিদাপত্র (demand note) পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরপূর্বক গ্রাহককে প্রদান করিতে হইবে।

(৫) চাহিদাপত্র অনুযায়ী গ্রাহককে নতুন সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস এবং লোড বৃদ্ধি বা হ্রাস বা পরিবর্তন সংক্রান্ত ক্ষেত্রে ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে ব্যাংকে অর্থ জমাদান করিতে হইবে। অর্থ জমাদানের ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে কোম্পানির সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধান বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নকশা অনুমোদন করিবে। তবে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চাহিদাপত্র অনুযায়ী যাচিত অর্থ জমাদান করা না হইলে যৌক্তিক কারণে গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে ৩০ (ত্রিশ) দিন এবং গ্যাস লোড বৃদ্ধি বা হ্রাস বা অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে ১৫ (পনের) দিন চাহিদাপত্রের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে। নকশা অনুমোদনের মেয়াদ ১৫ (পনের) কার্যদিবস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইবে এবং কোনো কারণে চাহিদাপত্র ইস্যুর ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে চূড়ান্ত গ্যাস কমিশনিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন না হইলে সেই ক্ষেত্রে পুনরায় জরিপপূর্বক নকশা অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৬) নতুন সংযোগের নকশা অনুমোদনের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে ঠিকাদারকে গ্রাহক কর্তৃক সরবরাহকৃত জিআই মালামাল দ্বারা এবং লোড বৃদ্ধি বা হ্রাস বা পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যের ক্ষেত্রে ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে কোম্পানির সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপযুক্ত কর্মকর্তা বা প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণ সম্পন্ন করিতে হইবে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে চাহিদাপত্রের অর্থ জমা বা পরিশোধ না করা হইলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চাহিদাপত্র বাতিলসহ আবেদনপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৭) উপ-নিয়ম (৬) এর অধীন নির্মিত পাইপলাইনের চাপ পরীক্ষণের লক্ষ্যে ঠিকাদারকে ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে টেস্ট সিডিউল জমাদান করিতে হইবে।

(৮) অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন নির্মাণের ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে কোম্পানির উপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উহার চাপ পরীক্ষা করিতে হইবে।

(৯) চাপ পরীক্ষার পর গ্রাহক, ঠিকাদার ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রতিনিধি কর্তৃক যৌথভাবে স্বাক্ষরিত কার্য সমাপনী প্রতিবেদন পূরণপূর্বক নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে এবং লোড বৃদ্ধি বা হ্রাস বা পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যের ক্ষেত্রে ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জোন বা আঞ্চলিক কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে।

(১০) গ্রাহক বা তদকর্তৃক নিয়োজিত ঠিকাদার বা প্রতিষ্ঠান বা প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সার্ভিস লাইন স্থাপনের জন্য রাস্তা খননের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করিয়া সংশ্লিষ্ট জোন বা আঞ্চলিক কার্যালয় বা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে দাখিল করিতে হইবে।

(১১) রাস্তা খননের অনুমতিপত্র জমাদানের ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে গ্রাহক ও আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানের মধ্যে গ্যাস বিক্রয় চুক্তি (নিয়ম-২৪) সম্পাদিত হইবে এবং উক্ত চুক্তি এই নিয়মাবলির অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

(১২) গ্যাস বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের পরবর্তী ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে রাইজার ঠিকাদার নিয়োজিত থাকিলে উহা রাইজার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে অথবা গ্রাহক নিয়োজিত ১.৩ ক্যাটাগরী ঠিকাদার নিয়োগ করিয়া রাইজার/হেডার/সার্ভিস লাইন/আরএমএস কোম্পানির তত্ত্বাবধানে সম্পাদন করা যাইবে। ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সার্ভিস লাইন, রাইজার বা আরএমএস নির্মাণ করিতে হইবে।

(১৩) সার্ভিস লাইন, রাইজার বা আরএমএস নির্মাণের ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে এতৎবিষয়ক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ে পৌঁছাইতে হইবে এবং তৎপরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে গ্যাস সংযোগ স্থাপন ও গ্যাস কমিশনিং (নিয়ম-২২ অনুযায়ী) করিতে হইবে।

(১৪) গ্যাস কমিশনিং বা সংযোগ প্রদানের অব্যবহিত পরই স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র, গ্যাস সংযোগ বা কমিশনিং কার্ড এবং বিল বই/অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্ড গ্রাহককে হস্তান্তর করিতে হইবে। কার্ড হারাইলে নির্ধারিত ১ (এক) শত টাকা গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধক্রমে সংগ্রহ করিতে হইবে। দ্বিতীয় বা পরবর্তী সকল বিল বই সংযোগ কার্ড বা রেকর্ডকৃত তথ্যমতে সংশ্লিষ্ট রাজস্ব শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষরে ইস্যু হইবে।

(১৫) সংশ্লিষ্ট কোম্পানি কর্তৃক গ্যাস সংযোগ প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি তাৎক্ষণিকভাবে গ্যাস সংযোগ রেজিস্টার বা ডিজিটাল মাধ্যমে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং বিলিং ব্যবস্থার জন্য রাজস্বভুক্ত বা এমআইএসভুক্ত করিতে হইবে।

(১৬) স্বল্পচাপ সম্পন্ন (লো প্রেসার) বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণের প্রয়োজন হইলে উক্ত লাইনের যাবতীয় খরচ প্রচলিত নিয়মে কোম্পানির সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক ইস্যুকৃত চাহিদাপত্র অনুযায়ী গ্রাহককে পরিশোধ করিতে হইবে।

(১৭) গ্রাহকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত আবেদন জমাদানের ক্রম এবং সংশ্লিষ্ট কাজের অগ্রগতির ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমিকভাবে সংযোগ প্রদান কার্যক্রম প্রক্রিয়া সম্পাদিত হইবে।

(১৮) আবেদনপত্র গ্রহণ, সংযোগের অনুমোদন, চাহিদাপত্র ইস্যু, মালামাল ইস্যুসহ সকল অনুমোদন ডি নথিতে সম্পন্ন হইবে। নিষ্পন্নকৃত ডি-নথির হার্ড কপি যথা নিয়মে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১১। **বাণিজ্যিক ও সিএনজি শ্রেণিতে সংযোগ সংক্রান্ত।**—বাণিজ্যিক ও সিএনজি শ্রেণিতে গ্যাস সংযোগ বা অন্য আঙ্গিনায় সংযোগ স্থানান্তরের কোন আবেদন বিবেচনা করা যাইবে না। তবে আদালত বা সরকারের আদেশ, জায়গা অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কোন বৈধ কারণে বাণিজ্যিক ও সিএনজি শ্রেণির গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ প্রদান বা অন্য আঙ্গিনায় স্থানান্তরের প্রয়োজন হইলে এই নিয়মাবলি কার্যকর হইবার পূর্বের নিয়মাবলি অনুসরণীয় হইবে।

১২। **শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার ও চা-বাগান শ্রেণির আবেদনপত্র সংগ্রহ, জমা ও গ্রহণ প্রক্রিয়া।**—(১) শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার ও চা-বাগান শ্রেণিতে গ্যাস সংযোগের জন্য নিম্নরূপে আবেদন করিতে হইবে—

(ক) আবেদনপত্র কোম্পানির সংশ্লিষ্ট কার্যালয়, গ্রাহক সেবা বুথ, ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার বা কোম্পানির ওয়েবসাইট হইতে ডাউনলোড করিয়া সংগ্রহ করা যাইবে;

(খ) আবেদন ফি 'ছক-২' অনুযায়ী প্রযোজ্য হইবে, যাহা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পুনর্নির্ধারিত হইবে। এই ফি নির্ধারিত ব্যাংক বা কোম্পানি সংশ্লিষ্ট হিসাব শাখার ক্যাশ কাউন্টারে বা অনলাইনে জমা দিতে হইবে;

(গ) আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করিয়া সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা জোন বা আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়ে জমাদান করিতে হইবে;

(ঘ) কোম্পানিসমূহ দ্রুত অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ ও নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে;

(ঙ) ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণিতে ৫ (পাঁচ) মেগাওয়াট এর বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন কোন পাওয়ার প্ল্যান্ট এর আবেদন বিবেচনা করা যাইবে না;

(চ) একই প্রাঙ্গণে/প্লটে একই গ্রাহকের একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সংযোগের আবেদন বিবেচনা করিবার ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সীমানা প্রাচীর নির্মাণপূর্বক সীমানা সুনির্দিষ্ট থাকিতে হইবে;

(ছ) একই প্রাঙ্গণে/প্লটে একই শিল্প প্রতিষ্ঠানের একাধিক আরএমএস স্থাপন বিবেচনাযোগ্য হইবে না;

(জ) একই প্রাঙ্গণে/প্লটে একাধিক গ্রাহকের শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সংযোগের আবেদন বিবেচনাযোগ্য হইবে না। তবে একই গ্রাহকের একাধিক প্লট একীভূত করিয়া একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সংযোগের আবেদন বিবেচনা করা যাইবে।

(২) নির্ধারিত আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র জমাদান/আপলোড করিতে হইবে—

(ক) আবেদনকারী বা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী বা প্রতিষ্ঠান প্রধানের পাসপোর্ট সাইজের ৩ (তিন) কপি সত্যায়িত ছবি;

(খ) আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয় পত্র বা জন্ম নিবন্ধন সনদ বা পাসপোর্টের সত্যায়িত ফটোকপি;

(গ) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত ফটোকপি;

(ঘ) টিআইএন সনদপত্র ও হালনাগাদ আয়কর পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র বা আয়কর রিটার্ন দাখিলের রসিদ;

(ঙ) নিবন্ধনকৃত কোম্পানি হইলে মেমোরেন্ডাম অব আর্টিকেলস এন্ড এসোসিয়েশন এবং সার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশন;

(চ) জমির মালিকানার দালিলিক প্রমাণ হিসাবে নিজ নামীয় দলিল বা নামজারির নিজ নামীয় পর্চা বা খতিয়ান এবং দাখিলা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের রসিদের সত্যায়িত কপি/অনলাইন কপি;

(ছ) শিল্পটি ভাড়াকৃত স্থানে বা বেসরকারি মালিকানাধীন লিজকৃত স্থানে স্থাপিত হইলে (লিজ বা ভাড়ার মেয়াদকাল কমপক্ষে ২০ (বিশ) বৎসর হইতে হইবে। ভূমির মালিকানার জন্য দফা (চ) তে বর্ণিত দালিলিক প্রমাণাদি, ভাড়া চুক্তিপত্র এবং আবেদনপত্রে প্রতিষ্ঠানের মূল মালিকের স্বাক্ষরসহ দাখিল করিতে হইবে;

(জ) শিল্প সরকারি লিজকৃত ভূমিতে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে লিজ প্রদানকারীর সহিত সম্পাদিত চুক্তিপত্র এবং দফা (চ) তে বর্ণিত প্রযোজ্য দালিলিক প্রমাণ;

(ঝ) প্রতিষ্ঠান বা কারখানার লে-আউট প্ল্যান;

(ঞ) নিয়োজিত ঠিকাদার কর্তৃক প্রণীত প্রস্তাবিত সার্ভিস লাইন, ক্ষেত্রমতে, বিতরণ লাইন, উৎস ডিআরএস/টিবিএস/স্টেশন নির্মাণ বা আপগ্রেডেশন, রাইজার বা আরএমএস, গ্যাস সরঞ্জামের ও মালামালের স্পেসিফিকেশন সংবলিত অভ্যন্তরীণ পাইপলাইনের ৪ (চার) কপি খসড়া নকশা;

(ট) স্থাপিতব্য গ্যাস সরঞ্জাম, বয়লার এবং ক্যাপটিভ পাওয়ারের জন্য জেনারেটর বা ইঞ্জিন এর স্বপক্ষে নিম্নে বর্ণিত কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে—

(অ) গ্যাস স্থাপনা বিদেশ হইতে আমদানি করা হইলে, সেই সকল স্থাপনার ক্যাটালগ:

(আ) জ্বালানি দক্ষতা সম্পন্ন (energy efficient) মর্মে ঘোষণা প্রদান এবং ক্ষেত্রমতে, প্রমাণের জন্য গ্যাস সরঞ্জামাদির কারিগরি ক্যাটালগ;

(ই) শুধু বয়লারের তাপীয় দক্ষতা ন্যূনতম ৮২%, জ্বালানি দক্ষ করিবার ব্যবস্থাদিসহ বয়লার প্লান্টের তাপীয় দক্ষতা ৮৫% এবং গ্যাস জেনারেটরের জ্বালানি দক্ষতা কো-জেনারেশন/ ট্রাইজেনারশেন এর মাধ্যমে কমপক্ষে ৭০% এ উন্নীত করিবার স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি;

(ঈ) স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত, সংযোজিত বা পুরাতন হইলে এবং তজ্জন্য সরঞ্জামাদির কারিগরি ক্যাটালগ প্রদান করা সম্ভব না হইলে উহার ড্রয়িংসহ বিস্তারিত বিবরণ;

(উ) বিদ্যমান সরঞ্জাম বা পুরাতন সরঞ্জাম এর জ্বালানি দক্ষতা নিশ্চিত করিবার জন্য সার্টিফাইড এনার্জি অডিটর রহিয়াছে এইরূপ কোনো এনার্জি অডিটিং ফার্ম বা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়নপত্র;

(ঠ) প্রস্তাবিত স্থানে চালু বা বিচ্ছিন্নকৃত গ্যাস সংযোগের বিপরীতে কোম্পানির সমুদয় পাওনা পরিশোধ সংক্রান্ত রাজস্ব ছাড়পত্র;

(ড) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের সনদ এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক প্রদত্ত ফায়ার লাইসেন্স;

(ঢ) নির্ধারিত আবেদন ফি জমাদানের রসিদ;

(ণ) ঠিকাদার নিয়োগ এবং পারিশ্রমিকের সমঝোতাপত্র;

(ত) প্রতিষ্ঠান বা কারখানা পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকার, কমিশন, সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর, সংস্থা, অথরিটি কর্তৃক নির্ধারিত পূর্বানুমতিপত্র বা সনদপত্র এর কপি।

(৩) সংশ্লিষ্ট জোন বা আঞ্চলিক কার্যালয়ে অবস্থিত গ্রাহক সেবা বুথ, ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার বা কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনপত্রের সহিত সংযোজিত সকল কাগজপত্র চেকলিস্টের সহিত মিলাইয়া আবেদনপত্র গ্রহণপূর্বক রেজিস্টার বা ডিজিটাল মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করিয়া একটি ক্রমিক নম্বর সংবলিত কম্পিউটারাইজড প্রাপ্তি স্বীকারপত্র আবেদনকারীকে প্রদান করিবে বা ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে অবহিত করিতে হইবে। অনলাইনে আবেদনকারীদের ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে অবহিত করিতে হইবে। তবে আবেদনপত্রের সহিত প্রদত্ত কাগজপত্রের ঘাটতি থাকিলে বা উপ-নিয়ম (২) এ বর্ণিত শর্তাবলি পূরণ না করিলে আবেদন গ্রহণ না করিয়া, গ্রহণ না করিবার কারণ আবেদনকারীকে তাৎক্ষণিক লিখিতভাবে বা ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে অবহিত করিতে হইবে।

(৪) গ্যাস লাইন নির্মাণের জন্য ঠিকাদার ('ছক-১৬' অনুযায়ী) নিয়োগ—

(ক) অভ্যন্তরীণ এমএস পাইপলাইনের ক্ষেত্রে কোম্পানির তালিকাভুক্ত প্রযোজ্যতা অনুযায়ী ১.২ বা ১.৩ বা ১.৪ শ্রেণি;

(খ) সার্ভিস লাইন, আরএমএস, অভ্যন্তরীণ লাইন ও ক্ষেত্রমতে বিতরণ লাইন, উৎস ডিআরএস বা গ্যাস স্টেশন আপগ্রেডেশন বা নির্মাণের জন্য কোম্পানির তালিকাভুক্ত প্রযোজ্যতা অনুযায়ী ১.৩ বা ১.৪ বা উভয় শ্রেণি; এবং

(গ) গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহ স্ব স্ব কোম্পানির তালিকাভুক্ত সকল ঠিকাদারের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রদান করিবেন।

(৫) গ্যাস সংযোগ গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণক্রমে ঠিকাদার নিয়োগ করিতে হইবে;

(ক) ঠিকাদার নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা জোন বা আঞ্চলিক কার্যালয় বা ওয়েবসাইট হইতে ডাউনলোড করিয়া প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহপূর্বক প্রাথমিকভাবে উপযুক্ত ঠিকাদার বাছাইকরণ;

(খ) প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত ঠিকাদার উপযুক্ত শ্রেণির কিনা সে বিষয়ে এবং উহার অনুকূলে হালনাগাদ ইস্যুকৃত পরিচয়পত্র সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া;

(গ) বিতরণ লাইন, সার্ভিস লাইন, আরএমএস, অভ্যন্তরীণ লাইনসহ, ক্ষেত্রমতে, উৎস গ্যাস স্টেশন আপগ্রেডেশন বা নির্মাণ সংশ্লিষ্ট বিতরণ কোম্পানির প্রাক্কলিত মূল্যের উপর ভিত্তি করিয়া নির্মাণ ব্যয়ের বিষয়ে ঠিকাদারের সহিত সমঝোতাপত্র সম্পাদন।

(৬) ঠিকাদারের সহিত সম্পাদিত সকল আর্থিক লেনদেনের কাগজাদিতে ঠিকাদারের স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক উহা সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৭) সংশ্লিষ্ট গ্যাস বিতরণ কোম্পানিকে ঠিকাদারদের হালনাগাদ তালিকা প্রতি ৬ (ছয়) মাস অন্তর অন্তর কোম্পানির ওয়েবসাইটে আপলোড করিতে হইবে ।

১৩। **শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার এবং চা-বাগান শ্রেণির গ্রাহকের আবেদন যাচাই এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রক্রিয়া।**—(১) ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, চা-বাগান অথবা সরকার কর্তৃক ভবিষ্যতে সৃজিত অন্য কোন গ্রাহক শ্রেণির গ্যাস সংযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত ও গৃহীত আবেদন সংশ্লিষ্ট জোন, কার্যালয় প্রধান বা তদকর্তৃক মনোনীত উপযুক্ত কর্মকর্তা বা টীম আবেদনপত্র প্রাপ্তির পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে প্রস্তাবিত কারখানা সরেজমিন পরিদর্শন, জরিপ পরিচালনা ও সম্ভাব্যতা যাচাই করিবেন এবং সম্ভাব্যতা যাচাইকালে জরিপকারী বা নথি পরীক্ষাকারী কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি সম্পর্কে নিশ্চিত হইবেন—

(ক) প্রস্তাবিত কারখানার সন্নিকটের গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্কের গ্যাস পাইপলাইনের অবস্থান, পাইপের ব্যাস, সক্ষমতা, প্রস্তাবিত আরএমএস বা সিএমএস হইতে দূরত্ব যা নির্মিতব্য সার্ভিস লাইনের দৈর্ঘ্য হিসাবে বিবেচিত হইবে। গ্রাহকের প্রস্তাবিত বার্নার বা সরঞ্জাম বা স্থাপনা বিদেশ হইতে আমদানিকৃত হইলে ক্যাটালগ অনুসরণক্রমে এবং দেশীয় প্রযুক্তিতে প্রস্তুতকৃত গ্যাস স্থাপনার পরিমাপ বা আয়তনের ভিত্তিতে পূর্ণ ক্ষমতা বিবেচনা করিয়া ঘন্টা প্রতি লোড নিরূপিত হইবে (নিয়ম-২৫ অনযায়ী), নিরূপিত ঘন্টা প্রতি লোডের ন্যূনতম ২৫% এর উর্ধ্বে ধরে সার্ভিস লাইন এর ব্যাস

নির্বাচন করিতে হইবে। সার্ভিস লাইন স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১ (২০০৩ সাল পর্যন্ত সংশোধিত) এর আলোকে যে সকল সমস্যা হইতে পারে তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। যে রাস্তা বা জায়গা হইতে সার্ভিস লাইন নির্মিত হইবে সেই কর্তৃপক্ষের অনুমতির বিষয়টিও বিবেচনায় আনিতে হইবে। কারিগরি কারণে একই আরএমএস এর একাধিক রেগুলেটিং ও মিটারিং রান থাকিলেও একটি সার্ভিস লাইন বিবেচনা করিতে হইবে;

(খ) প্রস্তাবিত আরএমএস বা সিএমএস সংশ্লিষ্ট কারখানার প্রধান ফটকের যে কোন পার্শ্বে ১০ (দশ) মিটারের মধ্যে ও সীমানা প্রাচীরের অভ্যন্তরে অনধিক ২ (দুই) মিটারের মধ্যে অবস্থান এবং আরএমএস পর্যন্ত যাতায়াতের রাস্তা সুগম হওয়া নিশ্চিত করিতে হইবে। প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১ (২০০৩ সাল পর্যন্ত সংশোধিত) এর আলোকে প্রস্তাবিত আরএমএস বা সিএমএস এর অবস্থান নিশ্চিত করিতে হইবে। আবেদনকারীর ঘন্টা প্রতি লোডের ন্যূনতম ২৫% এর উর্ধ্বে আরএমএস বা সিএমএস এর ডিজাইন করিতে হইবে। মিটার নির্বাচনের ক্ষেত্রে ঘন্টা প্রতি গ্যাস প্রবাহের পরিমাণের ভিত্তিতে মিটারের সর্বোচ্চ ক্ষমতার ন্যূনতম ২০% ও সর্বোচ্চ ৮০% এর মধ্যে বিবেচনা করা যাইতে পারে। গ্যাস সরঞ্জামের ব্যবহারের ধরণ ও প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া কারিগরি প্রয়োজনে একই আরএমএস বা সিএমএস এর আওতায় পৃথক মিটার নির্বাচন করা যাইবে;

(গ) একই শিল্প প্রতিষ্ঠান বা একই কারখানায় শিল্প শ্রেণি ও ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণি বা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে একই আরএমএস বা সিএমএস দ্বারা গ্যাস সংযোগ প্রদান করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে একই আরএমএস এ কারিগরি কারণে রেগুলেটিং রান এক বা যৌথ হইলেও শ্রেণিভিত্তিক পৃথক মিটারিং রান হইতে হইবে;

(ঘ) অভ্যন্তরীণ লাইন ভূ-উপরিভাগে (Above Ground) স্থাপন করিতে হইবে যা একীভূত বা আন্তঃসংযোগ করা যাইবে না;

(ঙ) নতুন গ্রাহক সৃষ্টির প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে একই নেটওয়ার্ক বা ডাউনস্ট্রীমের বিদ্যমান গ্রাহকের গ্যাস সরবরাহে বিঘ্নতা সৃষ্টি না করা বা চাপ পরিস্থিতির ভারসাম্য বজায় রাখার বিষয়টি বিবেচনা করিতে হইবে;

(চ) বিদ্যমান গ্রাহকের গ্যাস ব্যবহারে অসুবিধা সৃষ্টি হইতে পারে এরূপ কোন একক গ্রাহকের জন্য পৃথক ডিআরএস বা নেটওয়ার্ক স্থাপন করা যাইবে না।

(২) নিরূপিত ঘন্টা প্রতি লোড এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক (নিয়ম-২৬ অনুযায়ী) অনুযায়ী মাসিক লোড নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৩) জরিপকারী বা নথি পরীক্ষাকারী কর্মকর্তা জরিপ পরবর্তী একটি হাত নকশা দাখিল করিবে। নকশায় কারখানার প্রধান ফটক, আরএমএস বা সিএমএস, ক্ষেত্রমতে সিএমএস নিয়ন্ত্রণকক্ষ বা অফিস, আরএমএস বা সিএমএস কক্ষের প্রবেশ পথ, প্রস্তাবিত গ্যাস সরঞ্জামের অবস্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ থাকিবে।

(৪) আবেদন সংশ্লিষ্ট কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে উপস্থাপনের পূর্বে বিদ্যমান গ্যাস স্টেশন (সিজিএস/টিবিএস/ ডিআরএস ইত্যাদি) এবং এর আওতায় স্থাপিত গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ নেটওয়ার্ক সক্ষমতা, বিদ্যমান গ্রাহক সংখ্যা ও অনুমোদিত গ্যাস লোড, প্রতিশ্রুত লোড, গ্রাহকের প্রস্তাবিত লোড, গ্যাস স্টেশন হইতে গ্রাহকের স্থাপনার অবস্থান, প্রস্তাবিত গ্যাস সরঞ্জামাদি ও উৎপাদনের ধরণ, গ্রাহকের সার্ভিস লাইন, রাইজার ও আরএমএস বা সিএমএস এবং অভ্যন্তরীণ লাইনের কারিগরি বিষয়াদিসহ বিদ্যমান গ্যাস সরবরাহ পরিস্থিতি এবং গ্যাসের প্রাপ্যতা বিবেচনায় নিয়ে যাচাই বাছাই করিতে হইবে। গ্যাস সংযোগের জরিপ বা সম্ভাব্যতা যাচাইকালে গ্যাস সংযোগ প্রদানের অন্তরায় কোন কিছু পরিলক্ষিত হইলে যদি গ্রাহক কর্তৃক সমাধান যোগ্য হয় তাহা গ্রাহককে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে গ্রাহক তাহা সমাধান করিবেন। অন্যথায় সংযোগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হইবে না।

(৫) কোম্পানি কর্তৃক সম্ভাব্যতা যাচাইক্রমে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াদি ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিয়া গ্যাস সরবারাহযোগ্য বিবেচিত হইলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব না হইলে আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(৬) সরকার নির্ধারিত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের সহিত ওয়ানস্টপ সার্ভিসের চুক্তির আওতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সংযোগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান অনুযায়ী সংযোগ প্রক্রিয়াকরণ করিতে হইবে।

১৪। **শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার এবং চা-বাগান শ্রেণির গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ প্রদান করিবার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় প্রক্রিয়া।**—(১) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্ত আবেদনকারীকে নির্ধারিত কমিশনিং ফি (ছক-৬) এবং নিরাপত্তা জামানত (নিয়ম-২১ অনুযায়ী) বাবদ অর্থ জমাদানের জন্য পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীর অনুকূলে মঞ্জুরীপত্র ইস্যু করিতে হইবে।

(২) মঞ্জুরীপত্র ইস্যুর তারিখ হইতে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে দ্বিতীয় কপিতে সম্মতি জানিয়ে স্বাক্ষরপূর্বক সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে জমাদান করিতে হইবে এবং ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে কোম্পানি নির্ধারিত ব্যাংকে অর্থ জমাদান করিতে হইবে।

(৩) গ্রাহক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কোম্পানির তালিকাভুক্ত ঠিকাদার নিয়োগপূর্বক সার্ভিস লাইন, আরএমএস ও অভ্যন্তরীণ লাইন, ক্ষেত্রমতে উৎস ডিআরএস আপগ্রেডেশন বা নির্মাণের নকশা দাখিল করিতে হইবে এবং নকশায় কারখানার প্রধান ফটক, আরএমএস বা সিএমএস, ক্ষেত্রমতে সিএমএস নিয়ন্ত্রণকক্ষ বা অফিস, আরএমএস বা সিএমএস কক্ষের প্রবেশ পথ, প্রস্তাবিত গ্যাস স্থাপনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, গ্যাস ব্যবহারের উদ্দেশ্য ও পণ্যের নাম, উৎপাদন ক্ষমতা, গ্যাস চাহিদাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৪) জামানত সংক্রান্ত চাহিদাপত্রের অর্থ জমাদানের রসিদ প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে কোম্পানি কর্তৃক নকশা অনুমোদন করিতে হইবে। কোম্পানির জরিপকারী বা নথি পরীক্ষাকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত নকশার সহিত মিলাইয়া দেখিতে হইবে। একই শ্রেণির গ্রাহকদের মধ্যে বৈষম্যহীনতার নীতি অনুসরণকল্পে একই নেটওয়ার্কভুক্ত গ্রাহকের নকশা অনুমোদনকালে সাধারণ যন্ত্রপাতি ব্যতীত অতিরিক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি বা চাপ বৃদ্ধির জন্য বুস্টার/কম্প্রেসর/কৃত্রিম ডিভাইস ইত্যাদি যন্ত্রপাতি সার্ভিস লাইন, আরএমএস, অভ্যন্তরীণ লাইন ও গ্রাহকের সরঞ্জামাদিতে সংযোজনের আবেদন বিবেচনাযোগ্য হইবে না।

(৫) নকশা অনুযায়ী সার্ভিস লাইন, আরএমএস ও অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণের জন্য কোম্পানির অর্থ বিভাগ/দপ্তর কর্তৃক পূর্ব ঘোষিত/জারীকৃত মালামালের মূল্যহার অনুযায়ী গ্রাহককে সার্ভিস লাইন, আরএমএস ও অভ্যন্তরীণ এমএস পাইপলাইন, অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের মালামালের প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ ও কোম্পানির ভান্ডার হইতে প্রদানযোগ্য মালামালের গ্রাহক মূল্যের চাহিদাপত্র নকশা অনুমোদনের তারিখ হইতে ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে গ্রাহককে প্রদান করিতে হইবে। কোম্পানির প্রকৃত ক্রয়মূল্যের সহিত অতিরিক্ত ১৫% ওভারহেড খরচ যোগ করিয়া মালামালের গ্রাহক মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৬) যেই সকল মালামাল কোম্পানির ভান্ডার হইতে প্রদানযোগ্য হইবে না বা মজুদ না থাকিলে সেই সকল মালামাল কোম্পানির নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন গ্রাহককে বা তাহার নিয়োগকৃত ঠিকাদারকে মালামাল ইস্যুর চাহিদাপত্রের ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে সরবরাহ করিতে হইবে।

(৭) গ্রাহককে চাহিদাপত্র অনুযায়ী মালামালের অর্থ ২৮ (আটাশ) দিনের মধ্যে কোম্পানি নির্ধারিত ব্যাংকে জমাদান করিতে হইবে।

(৮) প্রদানযোগ্য মালামালের মূল্য পরিশোধের ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সার্ভিস লাইন, রাইজার বা আরএমএস ও অভ্যন্তরীণ এমএস পাইপলাইন এর মালামাল কোম্পানির ভান্ডার হইতে গ্রাহকের অনুকূলে অথোরাইজড ঠিকাদারকে মালামালের এমআইভি ইস্যু করা হইবে এবং ঠিকাদারকে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে মালামাল উত্তোলন করিতে হইবে। যেই সকল মালামাল কোম্পানির ভান্ডার হইতে প্রদান করা সম্ভব হয়নি সেই সকল মালামাল এর গুণগত মান যাচাই করিয়া গ্যাস বিতরণ কোম্পানি নিশ্চিত করিবার পর সরবরাহ করিতে হইবে।

(৯) গ্রাহক গ্যাস লাইন স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিকট হইতে রাস্তা খননের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করিয়া কোম্পানির নিকট দাখিল করিবে।

(১০) গ্রাহক বা অথোরাইজড ঠিকাদার কর্তৃক কোম্পানির ভান্ডার হইতে মালামাল উত্তোলন করিয়া ও যেই সকল মালামাল কোম্পানির ভান্ডার হইতে প্রদান করা সম্ভব হয়নি বা মজুদ নাই সেই সকল মালামালের স্পেসিফিকেশন ও গুণগতমান সঠিক রহিয়াছে নিশ্চিত হইয়া কাজের সাইটে আনিবার পর ঠিকাদার কর্তৃক কোম্পানির প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে অনুমোদিত কার্য সিডিউল অনুযায়ী সার্ভিস লাইন, আরএমএস, অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন নির্মাণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিতরণ লাইন নির্মাণ ও উৎস গ্যাস স্টেশন আপগ্রেডেশন কাজ সম্পাদন করিবেন। গ্রাহকের অভ্যন্তরীণ লাইন আবশ্যিকভাবে ভূ-উপরিস্থিত (Above Ground) হইতে হইবে।

(১১) কোন গ্রাহক বিদেশ হইতে টার্ন-কি ভিত্তিতে সিএমএস আমদানিপূর্বক স্থাপন করিতে চাহিলে সেই ক্ষেত্রে কোম্পানির অনুমোদিত ডিজাইন, স্পেসিফিকেশন ও নকশা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে এবং আমদানিকৃত স্টেশনটির ফেব্রিকেশন প্রসিডিওর, ওয়েল্ডিং এর গুণগত মান নিশ্চিত করিতে হইবে। কোম্পানির কারিগরি টিমের সার্বিক তত্ত্বাবধানে তা ব্যবহারস্থলে স্থাপন, স্থাপনপূর্বক চাপ পরীক্ষা করিয়া নিশ্চিত হইয়া গ্যাস কমিশনিং করিতে হইবে।

(১২) কোন আরএমএস বা সিএমএস পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সার্বক্ষণিক অপারেটর প্রয়োজন হইলে, সেই ক্ষেত্রে গ্রাহকের সহিত সম্পাদিত চুক্তিতে তা নিশ্চিত করিতে হইবে। সিএমএস পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গ্রাহক ন্যূনতম ২ (দুই) বৎসরের স্পেয়ার পার্টস সরবরাহ করিবে।

(১৩) পাইপলাইন ও গ্যাস স্টেশন নির্মাণের ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে কোম্পানি উপযুক্ত কর্মকর্তা বা কারিগরি টিমের উপস্থিতিতে প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১ (২০০৩ সাল পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসরণ করিয়া পাইপলাইন ও গ্যাস ষ্টেশনের চাপ পরীক্ষা করিতে হইবে।

(১৪) ঠিকাদারকে—

(ক) ৫ (পাচঁ) কার্যদিবসের মধ্যে যথা স্থাপিত নকশা (As Built Drawing) দাখিল করিতে হইবে;

(খ) যথা স্থাপিত নকশা জমা দেওয়ার পূর্বে গ্রাহক কর্তৃক কোম্পানির ডিজাইন অনুযায়ী কিছু অংশে চেইন লিংক ফেন্সিং সহযোগে বা বাহির হইতে দেখা যায় এইরূপ ব্যবস্থা সংবলিত আরএমএস বা সিএমএস কক্ষ নির্মাণ করিতে হইবে;

(গ) নকশা স্কেল অনুযায়ী হইতে হইবে এবং উহাতে সুনির্দিষ্টভাবে স্থাপনার নাম, আকার, মডেল, প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান, দেশ ও স্থাপনা সম্পর্কিত ক্ষমতার তথ্য উল্লেখ করিতে হইবে।

(১৫) এই নিয়ম এর অধীন—

(ক) ঠিকাদার, গ্রাহক ও কোম্পানির কোনো কার্য তদারককারী কর্মকর্তা কর্তৃক যৌথভাবে স্বাক্ষরিত যথা স্থাপিত নকশাসহ কার্যসমাপনী প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে;

(খ) কার্যসমাপনী প্রতিবেদন দাখিলের ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে উপযুক্ত কর্মকর্তাকে বা টীমকে কারখানা পরিদর্শনপূর্বক অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী গুণগত মান সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া উহা অনুমোদন করিতে হইবে;

(গ) অনুমোদিত নকশা হইতে স্থাপনায় কোন ব্যত্যয় করিতে হইলে উহার উপর যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে;

(ঘ) কার্যসমাপনী প্রতিবেদন অনুমোদনের পর ৫ (পাঁচ)) কার্যদিবসের মধ্যে গ্রাহকের সহিত গ্যাস বিক্রয় চুক্তি (নিয়ম-২৪) সম্পাদন করিতে হইবে।

(১৬) চুক্তি সম্পাদনের ৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে সার্ভিস লাইন, আরএমএস, অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিতরণ লাইন, ক্ষেত্রমতে, উৎস স্টেশন আপগ্রেডেশনক্রমে কমিশনিং (নিয়ম-২২ অনুযায়ী) করিতে হইবে এবং একই দিনে আরএমএস এর মিটার ও সংবেদনশীল যন্ত্রপাতি প্রয়োজনীয় সীলকরণসহ বা ক্ষেত্রমতে, আরএমএস বা মিটার ক্যাবিনেটভুক্ত করিতে হইবে এবং অনলাইন মনিটরিং এর আওতায় আনিতে হইবে।

(১৭) যেই তারিখে আরএমএস বা সিএমএস স্থাপন সম্পন্ন হইবে বা কমিশনিং করা হইবে উক্ত তারিখেই গ্যাস সরবরাহ আরম্ভ করিতে হইবে।

(১৮) গ্যাস সরবরাহ চালুর পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে কোম্পানি কর্তৃক গ্রাহককে স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র, মিটার কার্ড ও সংযোগ কার্ড প্রদান করিতে হইবে।

(১৯) গ্যাস সংযোগ প্রদান সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংযোগ রেজিস্টার ও ডিজিটাল মাধ্যমে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং বিলিং ব্যবস্থার জন্য রাজস্বভুক্ত ও এমআইএসভুক্তকরণ হইতে হইবে।

(২০) আবেদনপত্র গ্রহণ, অনুমোদন, চাহিদাপত্র ইস্যু, মালালমাল ইস্যুসহ সকল অনুমোদন ডি নথিতে সম্পন্ন হইবে। নিষ্পন্নকৃত ডি নথির হার্ড কপি যথা নিয়মে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১৫। বৃহৎ গ্রাহক হিসাবে বিদ্যুৎ, সার কারখানা এবং ভবিষ্যৎ সৃষ্ট অন্য কোন গ্রাহক।—(১) বিদ্যুৎ, সার এবং ভবিষ্যৎ সৃষ্ট অন্য কোন গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ প্রদান সংক্রান্ত কর্মপ্রক্রিয়া পেট্রোবাংলা ও সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ সাপেক্ষে বিতরণ কোম্পানি এবং গ্রাহকের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা চুক্তির ভিত্তিতে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে প্রণীত গ্যাস সরবরাহ/বিক্রয় চুক্তি (Gas Supply/Sales Agreement) অনুযায়ী সম্পন্ন করিতে হইবে।

(২) উপ-নিয়ম (১) এর বর্ণিত চুক্তিতে গ্যাস সংযোগ প্রদান প্রক্রিয়াসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) এই সকল প্রতিষ্ঠানের গ্যাস সংযোগ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ, পেট্রোবাংলা, সরকার-এর নির্দেশনা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হইবে।

(৪) নিয়মাবলির মৌলিক নিয়ম কানুন এই সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে। এই সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রে সার্ভিস লাইন, সিএমএস, অভ্যন্তরীণ লাইন, ক্ষেত্রমতে, উৎস ডিআরএস বা গ্যাস স্টেশন নির্মাণ বা আপগ্রেডেশন, বিতরণ লাইন, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ/ভবন ইত্যাদি গ্রাহক অর্থায়নে ও কোম্পানির টীম বা প্রতিনিধির তদারকিতে সম্পন্ন হইবে।

(৫) বিদ্যুৎ ও সার শ্রেণির গ্রাহকের ক্ষেত্রে নির্ধারিত হারে (নিয়ম-২১ অনুযায়ী) নিরাপত্তা জামানতের অর্থ জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৬) এই সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রে কোম্পানির বিতরণ লাইন হইতে বা ক্ষেত্রমতে, উৎস ডিআরএস বা টিবিএস বা সিজিএস হইতে গ্রাহক আঙ্গিনা পর্যন্ত বিতরণ লাইন, গ্রাহক আঙ্গিনায় সিএমএস এবং সিএমএস থেকে প্রতিষ্ঠানের গ্যাস সরঞ্জামাদির সহিত অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন মালামাল, যন্ত্রপাতি, অবকাঠামো ইত্যাদি সংগ্রহ ও নির্মাণ কার্যাদি গ্রাহক অর্থায়নে সম্পাদন করিতে হইবে। এই সকল অবকাঠামো নির্মাণে গ্রাহক ডিপজিটরী অর্থায়নে কোম্পানির মাধ্যমে সম্পাদনের ব্যবস্থা করা যাইবে। তবে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে গ্রাহক কর্তৃক কোম্পানির ১.৪ শ্রেণির ঠিকাদার ('ছক-১৬'অনুযায়ী) দ্বারা পাইপলাইন, সিএমএস এর ডিজাইন, ড্রইং ও ব্যবহৃতব্য মালামালের ও যন্ত্রপাতির স্পেসিফিকেশন সংবলিত তথ্যাদি কোম্পানির অনুকূলে দাখিল করিতে হইবে। তবে টার্ন-কি পদ্ধতিতে কোম্পানির অনুমোদিত ডিজাইন, ড্রইং ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দেশীয়, ক্ষেত্রমতে বৈদেশিক ঠিকাদার বা সরবরাহকারীর মাধ্যমে সিএমএস, মালামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানি এবং সাইটে স্থাপন, টেষ্টিং ও কমিশনিং করা যাইবে। বৈদেশিক ঠিকাদারের ক্ষেত্রে, সাইটে পাইপলাইন ও স্টেশন স্থাপন, টেষ্টিং, কমিশনিং ও আনুষঙ্গিক কাজের জন্য সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে পেট্রোবাংলার কোম্পানিসমূহের তালিকাভুক্ত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে নিযুক্ত করিতে হইবে। পাইপলাইন/গ্যাস স্টেশন নির্মাণ ও আনুষঙ্গিক কাজের জন্য পেট্রোবাংলার কোম্পানিসমূহের তালিকাভুক্ত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এবং আনুষঙ্গিক কাজের জন্য ক্ষেত্রবিশেষে উপযুক্ত স্থানীয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যাইবে। সকল কার্যাদি কোম্পানির সার্বিক তদারকিতে কারিগরি টীমের তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হইবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানও তদ্রুপভাবে গ্যাস অবকাঠামো স্থাপনের ব্যবস্থা করিবে।

(৭) সিএমএস পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সার্বক্ষণিক অপারেটর প্রয়োজন দেখা দিলে, সেই ক্ষেত্রে গ্রাহক চুক্তি অনুযায়ী সুবিধাদি নিশ্চিত করিবেন। সিএমএস পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য ন্যূনতম ২ (দুই) বৎসরের জন্য স্পেয়ার পার্টস গ্রাহক কর্তৃক সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। স্থাপিত বিতরণ লাইন ও সার্ভিস লাইন মেরামত এর যাবতীয় ব্যয় কোম্পানি বহন করিবে। আরএমএস, সিএমএস এর সাধারণ রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য স্পেয়ার পার্টস এবং মূল যন্ত্রপাতি পরিবর্তন গ্রাহক ব্যয়ে সম্পাদন করা হইবে। অভ্যন্তরীণ পাইপলাইনের যাবতীয় ব্যয় গ্রাহক বহন করিবে। তবে আপস্ট্রীমের ডিআরএস/টিবিএস/গ্যাস ষ্টেশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি/আপগ্রেডেশন ও বিতরণ পাইপলাইন সম্প্রসারনের প্রয়োজন হইলে তাহাও গ্রাহক অর্থায়নে ও কোম্পানির তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হইবে।

১৬। **কোম্পানির ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।**—(১) গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে নতুন গ্যাস সংযোগ ও লোড বৃদ্ধি, হ্রাস, পরিবর্তন এবং মালিকানা পরিবর্তন, রাইজার ও আরএমএস স্থানান্তর, মিটার পরিবর্তন, চাপ পুনর্নির্ধারণসহ অন্যান্য কার্যক্রম 'ছক-৪' এ উল্লিখিত কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(২) উপ-নিয়ম (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন—

(ক) সরকার বা কমিশন বা পেট্রোবাংলা বা কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ উক্ত ক্ষমতা পরিবর্তন করিতে পারিবে;

(খ) যেই সকল সংযোগের ক্ষেত্রে সরকার বা কমিশন বা পেট্রোবাংলা বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নীতিগত অনুমোদন বা সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হইবে সেই সকল ক্ষেত্রে উহা অনুমোদিত হইবার পর কোম্পানি প্রান্তে পরবর্তী প্রক্রিয়া আরম্ভ করিবে।

অংশ-২

পাইপলাইন ও স্টেশন নির্মাণ প্রক্রিয়া, সংযোগ/নির্মাণ ব্যয়

১৭। **গ্যাস লাইন নির্মাণ।**—সাধারণভাবে বিদ্যমান গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্কের পাইপলাইন হইতে পর্যায়ক্রমে সার্ভিস লাইন, আরএমএস, অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণপূর্বক অভ্যন্তরীণ লাইনের সহিত গ্যাসের সরঞ্জাম সংযোজন করিয়া গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হইবে। প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১ (২০০৩ সাল পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসরণ করিয়া পাইপলাইন নির্মাণ করিতে হইবে। বিতরণ লাইন না থাকিলে বা বিদ্যমান পাইপলাইন প্রয়োজনীয় ক্ষমতা সম্পন্ন না হইলে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে গ্রাহকের অবস্থান পরিকল্পিত শিল্পাঞ্চলে হইলে নিকটবর্তী সঞ্চালন/বিতরণ পাইপলাইন বা মেইন ফিডার পাইপলাইন সম্প্রসারণের মাধ্যমে পরবর্তী কার্যক্রম সম্পাদন করিতে হইবে।

১৮। **গৃহস্থালি গ্রাহকের (শুধমাত্র সরকারি হাসপাতাল, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কারাগার) সার্ভিস লাইন, আরএমএস, হেডার, রাইজার, হাউজ লাইন নির্মাণ প্রক্রিয়া।**—(১) গৃহস্থালি গ্রাহককে (শুধমাত্র সরকারি হাসপাতাল, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কারাগার) গ্যাস সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হইবে—

(ক) সাধারণভাবে গ্রাহক ব্যয়ে সকল অবকাঠামো স্থাপন/নির্মাণের জন্য গ্রাহককে সকল মালামাল সংগ্রহ বা সরবরাহ ও নির্মাণ ব্যয় বহন করিতে হইবে। গ্রাহক অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন/হাউজ লাইন নির্মাণ করিবে। অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন/হাউজ লাইন আবশ্যিকভাবে ভূ-উপরিস্থিত (Above Ground) হইতে হইবে। হাউজ লাইন Conseal Wiring করা যাইবে না;

(খ) গৃহস্থালি গ্রাহক কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যয় বা চার্জ জমাদান বা পরিশোধ সাপেক্ষে, কোম্পানি বা ক্ষেত্রমতে, গ্রাহক কর্তৃক, নিযুক্ত ঠিকাদারের মাধ্যমে কোম্পানি হইতে ক্রয়কৃত মালামাল দ্বারা নিকটবর্তী বিদ্যমান বিতরণ লাইন হইতে সার্ভিস লাইন, রাইজার বা আরএমএস নির্মাণ করিয়া গ্যাস সংযোগ প্রদান করিতে হইবে। একক রাইজারের জন্য সাধারণভাবে ২০ মিলিমিটার ব্যাসের ৩ মিটার দৈর্ঘ্যের সার্ভিস লাইন পাইপ, একটি ২০ মিলিমিটার লক-উইং-কক বা ইনসুলেটিং জয়েন্টসহ ভাল্ভ, একটি ২০ মিলিমিটার সার্ভিস-টি, ক্ষেত্রমতে, একটি ২০ মিলিমিটার ব্যাসের এমএস এলবো, প্রয়োজনীয় পরিমাণ পাইপ র‍্যাপিং, কোটিংসহ অন্যান্য সামগ্রী এবং রেগুলেটর সরবরাহ করিয়া সংযোগ ফি হিসাবে আদায় করিয়া কোম্পানির নিয়োজিত রাইজার ঠিকাদার বা ক্ষেত্রমতে, গ্রাহক কর্তৃক নিয়োজিত কোম্পানির তালিকাভুক্ত ১.৩ শ্রেণির ঠিকাদারের মাধ্যমে কোম্পানির উপযুক্ত কর্মকর্তা বা টীমের তত্ত্বাবধানে সার্ভিস লাইন, রাইজার বা আরএমএস নির্মাণ করিবে।

(গ) ২০ মিলিমিটার ব্যাসের ৩ (তিন) মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সার্ভিস লাইন নির্মাণের জন্য গ্রাহককে 'ছক-২' অনুযায়ী নির্ধারিত সংযোগ ব্যয় (সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পুনর্নির্ধারিত) কোম্পানি বরাবর পরিশোধ করিতে হইবে;

(ঘ) নির্মাণ ব্যয়সহ সার্ভিস লাইন নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত পাইপ এবং অন্য কোনো মালামাল প্রয়োজন হইলে অতিরিক্ত নির্মাণ ব্যয় ও মালামাল ব্যয়সহ প্রকৃত নির্মাণ ব্যয় গ্রাহককে পরিশোধ করিতে হইবে এবং তদুপরি কোনো প্রতিষ্ঠানের রাস্তা বা নালা, ড্রেন ও কালভার্ট কাটার ব্যয়সহ উহার মেরামত বাবদ প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয়ও গ্রাহককে বহন করিতে হইবে;

(ঙ) একক গ্রাহকের রাইজার, সার্ভিস লাইন বা হেডার সার্ভিস লাইনের দৈর্ঘ্য নিকটস্থ গ্যাস বিতরণ লাইন হইতে গ্রাহক আঙ্গিনা পর্যন্ত সর্বাধিক ৫০ (পঞ্চাশ) মিটারের মধ্যে হইতে হইবে এবং সার্ভিস লাইন ১ (এক) ইঞ্চি ব্যাসের নিম্নে হইলে উক্ত লাইন হইতে অন্য কোনো গ্রাহকের রাইজার বা সার্ভিস লাইন নির্মাণ করা যাইবে না;

(চ) সাধারণভাবে কোনো বিতরণ লাইনের সমান্তরাল বা আনুভূমিকভাবে কোনো রাইজার বা সার্ভিস লাইন নির্মাণ করা যাইবে না এবং কোনো রাইজার নির্মাণকালে রাইজার ঠিকাদার বা গ্রাহক নিয়োজিত ১.৩ ক্যাটাগরির ঠিকাদার লক-উইং-কক বা ইনসুলেটিং ভাল্ভ পর্যন্ত কার্য সম্পাদন করিবে;

(ছ) গ্যাস কমিশনিংকালে কোম্পানির সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয় বা দপ্তর কর্তৃক রাইজার বা আরএমএস এ রেগুলেটর বা মিটার সংযোজন করিতে হইবে;

(জ) অভ্যন্তরীণ হাউজ লাইন জিআই পাইপের হইতে হইবে, যাহা গ্রাহক বা তদকর্তৃক নিয়োজিত ১.১ শ্রেণির ঠিকাদার ('ছক-১৬' অনুযায়ী) সরবরাহ ও নির্মাণ করিবে। অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন এর চাপ পরীক্ষণ বাতাস দ্বারা ২০ পিএসআইজি চাপে কমপক্ষে ৬ ঘন্টা ব্যাপিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে। কোনো একক গ্রাহকের অভ্যন্তরীণ জিআই লাইনের দৈর্ঘ্য রাইজার হইতে সাধারণভাবে সর্বাধিক ১ (এক) শত মিটারের বেশী হইবে না এবং উক্ত অভ্যন্তরীণ লাইন কোনো রাস্তা বরাবর স্থাপন করা যাইবে না, যাহা গ্রাহকের নিজস্ব ভবন সংলগ্ন বা ভবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে;

(ঝ) সংযোগ প্রক্রিয়াকরণ অবস্থায় গ্রাহক কর্তৃক সংযোগ গ্রহণ করা না হইলে সংযোগ ব্যয় বাবদ গ্রাহকের জমাকৃত সংযোগ ব্যয়ের অর্থ ফেরত প্রদান করা হইবে না, তবে কোম্পানি কর্তৃক সংযোগ প্রদান করা সম্ভব না হইলে গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে সংযোগ ব্যয়সহ গ্রাহক কর্তৃক জমাকৃত সমুদয় অর্থ ফেরত প্রদান করিতে হইবে;

(ঞ) কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান বা কোনো সংস্থার কলোনী বা আবাসিক ক্যাম্পাসের গ্যাস সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সীমানার অভ্যন্তরে বিতরণ বা নেটওয়ার্ক লাইন স্থাপনপূর্বক রাইজার বা আরএমএস নির্মাণক্রমে গ্যাস সংযোগ প্রদানের যাবতীয় মালামাল ও নির্মাণ কার্যাদির ব্যয় এর ১০% সার্ভিস চার্জসহ গ্রাহককে বহন করিতে হইবে। উক্ত কার্যাদি ডিপোজিটরি ওয়ার্ক হিসাবে কোম্পানি, বা ক্ষেত্রমতে, গ্রাহক কর্তৃক নিয়োজিত কোম্পানির তালিকাভুক্ত ঠিকাদারের মাধ্যমে কোম্পানির উপযুক্ত কর্মকর্তা বা টীমের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করিতে হইবে।

১৯। **শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার এবং চা-বাগান শ্রেণির গ্রাহকের গ্যাস পাইপলাইন ও স্টেশন নির্মাণ প্রক্রিয়া।**—(১) শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার এবং চা-বাগান শ্রেণির গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হইবে—

(ক) গ্রাহকের গ্যাস লোড, সরঞ্জামাদির ও উৎপাদনের ধরণ বা কারিগরি বিষয়াদি বিবেচনাপূর্বক সার্ভিস লাইন, রাইজার ও আরএমএস বা সিএমএস এবং অভ্যন্তরীণ লাইনের ক্ষেত্রমতে, অন্যান্য অবকাঠামোর ডিজাইন ও নকশা প্রণয়ন করিতে হইবে;

(খ) গ্রাহকের নিরূপনকৃত গ্যাস লোডের ন্যূনতম ২৫% এর উর্ধ্বে সার্ভিস লাইন, আরএমএস বা সিএমএস এর ডিজাইন করিতে হইবে। মিটার নির্বাচনের ক্ষেত্রে ঘন্টা প্রতি গ্যাস প্রবাহের পরিমাণের ভিত্তিতে মিটারের সর্বোচ্চ ক্ষমতার ন্যূনতম ২০% ও সর্বোচ্চ ৮০% এর মধ্যে বিবেচনা করা যাইতে পারে। গ্যাস সরঞ্জামের ব্যবহারের ধরণ ও প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া কারিগরি প্রয়োজনে একই আরএমএস বা সিএমএস এর আওতায় পৃথক মিটার নির্বাচন করা যাইবে। তবে, সেই ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ পাইপলাইনের আন্তঃসংযোগ বিবেচনা করা যাইবে না;

(গ) প্রণীত নকশা অনুযায়ী গ্রাহকের বিতরণ লাইন, সার্ভিস লাইন, আরএমএস, অভ্যন্তরীণ এমএস লাইন নির্মাণের প্রয়োজনীয় মালামাল ও নির্মাণ ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত করিতে হইবে। তাছাড়া কোনো কাজের ডিজাইন ও ড্রইং পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকিলে বা বিস্তারিত সুনির্দিষ্টভাবে ডিজাইন, ড্রইং করা সম্ভব না হইলে বা কাজটি বাস্তবায়নে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হইলে সেই ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০% হারে কন্টিনজেন্সী হিসাবে প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহা কাজ সম্পন্ন শেষে প্রকৃত কাজের ভিত্তিতে সমন্বয়যোগ্য হইবে। মালামাল ও নির্মাণ ব্যয়ের প্রাক্কলনের উপর 'ছক-২' অনুযায়ী সার্ভিস চার্জ আদায়যোগ্য হইবে। তদনুযায়ী কোম্পানি হইতে গ্রাহক বরাবরে চাহিদাপত্র ইস্যু করিতে হইবে। কোম্পানি'র ইস্যুকৃত চাহিদাপত্র (ডিমান্ড নোট) অনুযায়ী অর্থ জমাদান সাপেক্ষে ১.৩ বা ১.৪ শ্রেণির ঠিকাদারের মাধ্যমে কোম্পানি হইতে ক্রয়কৃত মালামাল দ্বারা বিতরণ লাইন নির্মাণ করিতে হইবে;

(ঘ) গ্রাহক কোম্পানির অনুমোদিত ডিজাইন, ড্রইং ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মালামাল সংগ্রহ ও নিয়োজিত ঠিকাদার দ্বারা কোম্পানির তত্ত্বাবধানে বিতরণ লাইন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করিতে পারিবে। গ্রাহক কর্তৃক নিযুক্ত উপযুক্ত শ্রেণির ঠিকাদার দ্বারা সার্ভিস লাইন, আরএমএস, অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণ করিবার ক্ষেত্রে উক্ত কাজের সার্ভিস চার্জ বা কনসালটেন্সী চার্জ কোম্পানিকে ও অন্যান্য সমুদয় ব্যয় কোম্পানির প্রত্যয়ন সাপেক্ষে ঠিকাদারকে পরিশোধ করিতে হইবে।

(ঙ) কোম্পানির পূর্বানুমতি গ্রহণক্রমে গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠান কোম্পানির অনুকূলে ডিপোজিটরি অর্থের মাধ্যমে ও কোম্পানির নিয়োজিত ঠিকাদার দ্বারাও সার্ভিস লাইন, আরএমএস বা অভ্যন্তরীণ লাইন, ক্ষেত্রমতে, অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করানো যাইবে। এক্ষেত্রে বিতরণ লাইন, সার্ভিস লাইন ও আরএমএস বা সিএমএস এর মালামাল ও নির্মাণ ব্যয় গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠান বহন করিলেও উহার মালিকানা সংশ্লিষ্ট কোম্পানির নিকট সংরক্ষিত থাকিবে। তাছাড়া উক্ত বিতরণ লাইন থেকে বিদ্যমান গ্রাহকের চাহিদা মিটানো নিশ্চিতক্রমে ও কারিগরি সক্ষমতা থাকা সাপেক্ষে অপর গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ বিবেচনার এখতিয়ার কোম্পানির নিকট সংরক্ষণ থাকিবে;

(চ) গ্রাহক বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে কোম্পানির বিতরণ লাইন অপসারণ বা পুনর্বাসন এবং গ্রাহকের বিতরণ লাইন, সার্ভিস লাইন, আরএমএস, অভ্যন্তরীণ এমএস লাইন নির্মাণ বা পুনর্বাসনের প্রয়োজন হইলে, সেই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মালামালের জন্য কোম্পানির প্রকৃত ক্রয়মূল্যের সহিত অতিরিক্ত ১৫% ওভারহেড খরচ আদায়পূর্বক গ্রাহককে বা প্রতিষ্ঠানকে কোম্পানি হইতে মালামাল সরবরাহ করিতে হইবে, তবে কোনো মালামাল কোম্পানির ভান্ডারে মজুদ না থাকিলে পূর্বানুমতি গ্রহণক্রমে উক্তরূপ মালামাল কোম্পানির নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রাহক বা ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহযোগ্য হইবে;

(ছ) কোম্পানি কর্তৃক ঠিকাদার নিয়োগ করা হইলে প্রয়োজনীয় মালামাল কোম্পানির ভান্ডার হইতে ঠিকাদারকে কয়েক ধাপে বা কিস্তিতে সরবরাহ করিতে হইবে এবং মালামাল সরবরাহের জন্য ঠিকাদারের নিকট হইতে এই মর্মে অংগীকারনামা গ্রহণ করিতে হইবে যেন উক্ত মালামালসমূহ কাজের কারিগরি বিনির্দেশ (Technical Specification) বা ড্রইং অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কাজেই ব্যবহৃত হইবে এবং উদ্বৃত্ত (অকেজো বা নষ্টসহ) মালামাল কোম্পানিকে আবশ্যিকভাবে ফেরত প্রদান করিতে হইবে;

(জ) কোনো মালামাল নষ্ট বা অকেজো হইলে বা হারাইয়া গেলে উহার মূল্যমানের ৩ (তিন) গুণ মূল্য ঠিকাদারের, ক্ষেত্রমতে, গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে এবং প্রয়োজনে ঠিকাদারের বিল হইতে উহা কর্তন বা সমন্বয়যোগ্য হইবে। তবে, ঠিকাদারের গাফিলতির কারণে মালামাল নষ্ট বা হারাইলে ক্ষতিপূরণ আদায়সহ কোম্পানি কর্তৃক ঠিকাদার তালিকাভুক্তি বাতিল বা স্থগিতের ব্যবস্থা গৃহীত হইবে;

(ঝ) কোনো মালামাল নষ্ট বা অকেজো হইলে বা হারাইয়া গেলে ঠিকাদারি তালিকাভুক্তির শর্ত অনুযায়ী অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে, তবে গ্রাহকের অর্থায়নে কাজের ক্ষেত্রে গ্রাহক কর্তৃক ঠিকাদারকে মালামাল প্রদানের সম্মতিপত্র প্রদান করিতে হইবে এবং উহা কার্য বাস্তবায়নকারী কোম্পানির সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক প্রত্যায়িত হইলে ভান্ডার হইতে মালামাল গ্রাহকের পক্ষে ঠিকাদার বা ক্ষেত্রমতে, গ্রাহককে সরাসরি সরবরাহ করিতে হইবে;

(ঞ) পাইপলাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১ (২০০৩ সাল পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসরণ করিতে হইবে। পাইপলাইনের ক্যাথডিক প্রটেকশন (সিপি) ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। আরএমএস নির্মাণের ক্ষেত্রে গ্যাস প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য রেগুলেটিং, গ্যাস ফিল্ট্রেশন ও পরিমাপের জন্য মিটারিংসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্বাচনে কোম্পানি নির্ধারিত ডিজাইন, স্পেসিফিকেশন ও নকশা অনুসরণ করিতে হইবে। সিএমএস স্থাপনের ক্ষেত্রে নক-আউট ড্রাম, গ্যাস প্রি-হিটিং, রেগুলেটিং ব্যবস্থা, গ্যাস ফিল্ট্রেশন, তরল বর্জ্য বা কনডেনসেট পৃথকীকরণ যন্ত্র, কনডেনসেট সংগ্রহের ব্যবস্থা, মিটারিং ব্যবস্থা, স্টেশন হইতে ডাটা কন্ট্রোল রুমে ট্রান্সফারের ব্যবস্থা, হিটিং ভ্যালু পরিমাপের ব্যবস্থা, চাপ ও তাপমাত্রা পরিমাপের ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইত্যাদি আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি সমন্বয়ে গ্যাস ব্যবহারের প্রকৃত পরিমাপ নিরূপণের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(ট) সরকার, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান-এর মালিকানাধীন ন্যূনতম ৭ (সাত) ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট রাস্তা/সড়ক বরাবর বিতরণ লাইন স্থাপনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুমতিক্রমে স্থাপন হইবে, সার্ভিস লাইন স্থাপনের ক্ষেত্রে বিতরণ বা উৎস লাইন হইতে আড়াআড়ি রাস্তা কাটার অনুমতিক্রমে গ্রাহকের আঙ্গিনায় রাইজার বা আরএমএস পর্যন্ত গ্রাহকের নিজস্ব মালিকানার ভূমি বরাবর, রাইজার বা আরএমএস গ্রাহকের নিজস্ব আঙ্গিনার সীমানার ভিতরে নির্ধারিত জায়গায় এবং আরএমএস হইতে গ্যাস সরঞ্জামাদির সহিত যুক্তক্রমে অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন গ্রাহকের নিজস্ব ভূমিতে স্থাপনের বিষয়টি নিশ্চিত করিতে হইবে।

২০। **শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, চা-বাগান, বিদ্যুৎ ও সার শ্রেণির গ্রাহকের বিতরণ লাইন, সার্ভিস লাইন, অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণ ব্যয়।**—(১) বিতরণ লাইন, সার্ভিস লাইন, রাইজার বা অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণের জন্য—

(ক) অভ্যন্তরীণ লাইন এমএস হইলে উহার মালামালের মূল্য কোম্পানির অনুকূলে এবং নির্মাণ ব্যয় গ্রাহক নিয়োজিত ঠিকাদারের অনুকূলে গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধযোগ্য হইবে;

(খ) সার্ভিস লাইন, অভ্যন্তরীণ লাইন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিতরণ লাইনের, ক্ষেত্রমতে, উৎস গ্যাস স্টেশন মালামালের কোম্পানি মূল্য এবং ইহার উপর নির্ধারিত সার্ভিস চার্জ গ্রাহককে কোম্পানির অনুকূলে জমা করিতে হইবে। ডিপোজিটরি ওয়ার্ক হিসাবে কোম্পানি কর্তৃক বিতরণ লাইন নির্মাণের প্রয়োজন হইলে মালামাল মূল্যের সহিত ঠিকাদারের নির্মাণ ব্যয়ও কোম্পানির অনুকূলে জমা করা যাইবে;

(গ) মালামাল এবং নির্মাণ ব্যয়ের মূল্য যথাক্রমে কোম্পানি ও পেট্রোবাংলা কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। মালামাল মূল্যহার নির্ধারণে কোম্পানির অর্থ দপ্তর সময়ে সময়ে সার্কুলার জারি করিবে এবং উহার ভিত্তিতে প্রাক্কলন করিয়া বিপণন ডিভিশন/সংশ্লিষ্ট দপ্তর চাহিদাপত্র ইস্যু করিবে;

(ঘ) সংযোগ ব্যয়ের সহিত মালামাল ও নির্মাণ ব্যয়ের প্রাক্কলনের উপর চাহিদাপত্রের মাধ্যমে 'ছক-২' অনুযায়ী নির্ধারিত সার্ভিস চার্জ (সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পুনর্নির্ধারিত) গ্রাহকের নিকট হইতে কোম্পানি কর্তৃক আদায়যোগ্য হইবে। কোনো বিদ্যমান পাইপলাইন বা গ্যাস অবকাঠামো পুনর্বাসন বা স্থানান্তর বা পরিবর্তন বা অপসারণ ইত্যাদি কাজের ক্ষেত্রে মালামাল ও নির্মাণ ব্যয়ের প্রাক্কলনের উপর 'ছক-২' এ নির্ধারিত সার্ভিস চার্জ সেবা প্রত্যাশীকে পরিশোধ করিতে হইবে;

(ঙ) গ্রাহক কর্তৃক বিতরণ লাইনের ক্ষেত্রমতে, উৎস স্টেশনের মালামাল ও নির্মাণ ব্যয় এবং সার্ভিস লাইন ও অভ্যন্তরীণ লাইন স্থাপনের মালামাল ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয়ের অর্থ গ্রাহক কর্তৃক এককালীন প্রদেয় হইবে, তবে কোম্পানির ভান্ডারে মালামাল মজুদ ও বাজেট সংস্থান থাকা সাপেক্ষে শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার আরএমএস এর মালামাল ব্যয় গ্রাহক কর্তৃক কিস্তিতে পরিশোধ করা যাইবে।

অংশ-৩

নিরাপত্তা জামানত

২১। **নিরাপত্তা জামানত।**—(১) গৃহস্থালি গ্রাহকের নিরাপত্তা জামানত নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নির্ধারণ ও কোম্পানির অনুকূলে জমাদান করিতে হইবে—

(ক) মিটারবিহীন গৃহস্থালি গ্রাহকের জামানত নির্ধারণ—

মিটারবিহীন গৃহস্থালি গ্রাহকদের ক্ষেত্রে দৈত চুলার সংখ্যা হিসাবে ফ্লাট রেইটের ভিত্তিতে নিজস্ব বা সরকারি ভূমির লিজ গ্রহীতার ক্ষেত্রে ৩ (তিন) মাসের এবং বেসরকারি ভূমি/ভবনের লিজ/ভাড়া গ্রহীতার ক্ষেত্রে ৬ (ছয়) মাসের বিলের সমপরিমাণ অর্থ নিরাপত্তা জামানত হিসাবে জমা করিতে হইবে। তবে গ্যাসের ট্যারিফ বৃদ্ধি পাইলে বর্ধিত নিরাপত্তা জামানত কোম্পানি আদায় করিতে পারিবে;

(খ) মিটারযুক্ত গৃহস্থালি গ্রাহকের জামানত নির্ধারণ—

(অ) মিটারযুক্ত (পোস্টপেইড) গৃহস্থালি গ্রাহকের জন্য অনুমোদিত ঘন্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ অনুযায়ী মাসিক অনুমোদিত লোডের ভিত্তিতে নিজস্ব বা সরকারি ভূমি লিজ গ্রহীতার ক্ষেত্রে ৩ (তিন) মাসের এবং বেসরকারি ভূমি লিজ গ্রহীতার ক্ষেত্রে ৬ (ছয়) মাসের সমপরিমাণ অর্থ নিম্নবর্ণিত সূত্র মোতাবেক হিসাব করিয়া নিরাপত্তা জামানত হিসাবে গ্রাহককে জমাদান করিতে হইবে:

$$\text{মাসিক অনুমোদিত লোড (SCM)} = \frac{\text{ঘন্টা প্রতি লোড (SCFH)}}{৩৫.৩১৪৭} \times \text{বার্নার সংখ্যা} \times \text{দৈনিক কর্মঘন্টা} \times \text{মাসিক কার্যদিবস} \times \text{ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর}$$

এখানে, SCM বলিতে স্ট্যান্ডার্ড কিউবিক মিটার এবং SCFH বলিতে স্ট্যান্ডার্ড কিউবিক ফিট/ঘন্টা বুঝাইবে।

নিরাপত্তা জামানত (টাকা)=মাসিক অনুমোদিত লোড (SCM) × গ্যাস ট্যারিফ (টাকা/ঘনমিটার) × ৩ মাস, তবে বেসরকারি ভূমির লিজ হইলে ৩ (তিন) মাসের পরিবর্তে ৬ (ছয়) মাস।

(আ) গ্যাসের ট্যারিফ যেই তারিখ হইতে বৃদ্ধি পাইবে সেই তারিখের পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে নতুন হারে জামানত পুনর্নির্ধারণ করিয়া সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়/শাখা/জোন/জোবিঅ বা দপ্তর প্রধানের অনুমোদনক্রমে উহার চাহিদাপত্র গ্রাহকের নিকট সরবরাহ করিতে হইবে এবং পরবর্তী ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ সমান সংখ্যক ২ (দুই) কিস্তিতে কোম্পানির নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে:

(গ) প্রি-পেইড মিটারের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা জামানত—

বিদ্যমান মিটারবিহীন গৃহস্থালি গ্রাহককে প্রি-পেইড মিটারের আওতায় আনা হইলে গ্রাহকের নিরাপত্তা জামানত সমন্বয়ের প্রয়োজন হইবে না। নতুন স্মার্ট প্রি-পেইড মিটারযুক্ত গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ও নিরাপত্তা জামানত প্রযোজ্য হইবে না।

(২) বিদ্যমান বাণিজ্যিক গ্রাহকের জন্য;

(ক) অনুমোদিত ঘন্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ অনুযায়ী মাসিক অনুমোদিত লোডের ভিত্তিতে নিজস্ব বা সরকারি ভূমির লিজ গ্রহীতার বা সরকারি/বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল/রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল/বিসিক শিল্প নগরী/হাইটেক পার্ক (বেজা, বেপজা, বিসিক, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (BHTPA) ইত্যাদি) ক্ষেত্রে ৩ (তিন) মাসের এবং ভাড়াকৃত/বেসরকারি ভূমির লিজ গ্রহীতার ক্ষেত্রে ৪ (চার) মাসের সমপরিমাণ বিল নিম্নবর্ণিত সূত্র অনুযায়ী হিসাব করিয়া সমুদয় অর্থ, নগদ বা পে-অর্ডার বা ডিডি আকারে, জমা প্রদান করিতে হইবে:

মাসিক অনুমোদিত লোড (SCM) = $\frac{\text{ঘন্টা প্রতি লোড (SCFH)}}{৩৫.৩১৪৭}$ × দৈনিক কর্মঘন্টা × মাসিক কার্যদিবস × ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর

এখানে, SCM বলিতে স্ট্যান্ডার্ড কিউবিক মিটার এবং SCFH বলিতে স্ট্যান্ডার্ড কিউবিক ফিট/ঘন্টা বুঝাইবে।

নিরাপত্তা জামানত (টাকা)=মাসিক অনুমোদিত লোড (SCM) × গ্যাস ট্যারিফ (টাকা/ঘনমিটার) × ৩ মাস, তবে বেসরকারি ভূমির লিজ বা ভাড়াকৃত স্থানে হইলে ৩ (তিন) মাসের পরিবর্তে ৪ (চার) মাস।

(খ) গ্যাসের ট্যারিফ যেই তারিখ হইতে বৃদ্ধি পাইবে সেই তারিখের পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে নতুন হারে আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয় কর্তৃক জামানত পুনর্নির্ধারণ করিয়া সংশ্লিষ্ট উপমহাব্যবস্থাপক (বিপণন/বিক্রয়) এর অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়/শাখা/জোন/জোবিঅ বা দপ্তর প্রধানের স্বাক্ষরে চাহিদাপত্র গ্রাহকের নিকট সরবরাহ করিতে এবং উহা পরবর্তী সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ সমান ২ (দুই) কিস্তিতে কোম্পানির নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। তবে পূর্বে অতিরিক্ত জামানত জমা থাকিলে উহার সহিত সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট পরিমাণ আদায়যোগ্য হইবে।

(৩) শিল্প, চা-বাগান, ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণির গ্রাহকের জন্য—

(ক) অনুমোদিত ঘন্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ অনুসারে নির্ধারিত মাসিক অনুমোদিত লোডের ভিত্তিতে নিজস্ব বা সরকারি ভূমি লিজ গ্রহীতার বা সরকারি/বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল/রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল/বিসিক শিল্প নগরী/হাইটেক পার্ক (বেজা, বেপজা, বিসিক, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (BHTPA) ইত্যাদি) ক্ষেত্রে ৩ (তিন) মাস এবং উল্লিখিত অঞ্চল/এলাকার বাহিরে ভাড়াকৃত বা বেসরকারি ভূমির লিজকৃত স্থানে হইলে ৪ (চার) মাসের সমপরিমাণ বিল নিম্নবর্ণিত সূত্র অনুযায়ী হিসাব করিয়া মোট নিরাপত্তা জামানতের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইবে:

মাসিক অনুমোদিত লোড (SCM) = $\frac{\text{ঘন্টা প্রতি লোড (SCFH)}}{৩৫.৩১৪৭}$ × দৈনিক কর্মঘন্টা × মাসিক কার্যদিবস × ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর

এখানে, SCM বলিতে স্ট্যান্ডার্ড কিউবিক মিটার এবং SCFH বলিতে স্ট্যান্ডার্ড কিউবিক ফিট/ঘন্টা বুঝাইবে।

নিরাপত্তা জামানত=মাসিক অনুমোদিত লোড (SCM)×(টাকা) গ্যাস ট্যারিফ (টাকা/ঘনমিটার)× ৩ মাস, তবে বেসরকারি ভূমির লিজ বা ভাড়াকৃত স্থানে হইলে ৩ (তিন) মাসের পরিবর্তে ৪ (চার) মাস। এক্ষেত্রে লিজ বা ভাড়ার মেয়াদকাল থাকিতে হইবে কমপক্ষে ২০ (বিশ) বৎসর।

(খ) জামানতের ৫০% নগদ, ডিডি বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে এবং অবশিষ্ট ৫০% তফসিলী ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য গ্রহণযোগ্য ব্যাংক গ্যারান্টি অথবা লিয়েনে FDR, সঞ্চয়পত্র, সেভিংস সার্টিফিকেট বা অন্য কোন প্রকার বন্ড এর মাধ্যমে জমা দেওয়া যাইবে। গ্রাহক ইচ্ছা করিলে নগদ আকারেও নিরাপত্তা জামানত প্রদান করিতে পারিবে;

(গ) গ্যাসের ট্যারিফ যেই তারিখ হইতে বৃদ্ধি পাইবে সেই তারিখের পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে নতুন হারে অতিরিক্ত বা ব্যালেন্স নিরাপত্তা জামানত আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়/দপ্তর কর্তৃক পুনর্নির্ধারণ করিয়া সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপক (বিপণন)/উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর অনুমোদনক্রমে চাহিদাপত্র সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়/ শাখা/জোন/জোবিঅ বা দপ্তর প্রধানের স্বাক্ষরে গ্রাহকের নিকট সরবরাহ করা হইবে এবং তা পরবর্তী সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ সমান ৬ (ছয়) কিস্তিতে কোম্পানির নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। তবে পূর্বে অতিরিক্ত জামানত জমা থাকিলে উহার সহিত সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট পরিমাণ আদায়যোগ্য হইবে।

(৪) বিদ্যমান সিএনজি শ্রেণির গ্রাহকের জন্য;

(ক) গ্রাহকের জন্য অনুমোদিত ঘন্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ অনুসারে নির্ধারিত মাসিক অনুমোদিত লোডের ভিত্তিতে নিজস্ব বা সরকারি ভূমি লিজ গ্রহীতার ক্ষেত্রে ২ (দুই) মাস এবং ভাড়াকৃত বা বেসরকারি ভূমির লিজকৃত স্থানে হইলে ৩ (তিন) মাসের সমপরিমাণ বিল নিম্নবর্ণিত সূত্র অনুযায়ী হিসাব করিয়া মোট নিরাপত্তা জামানতের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইবে;

মাসিক অনুমোদিত লোড (SCM) = $\frac{\text{ঘন্টা প্রতি লোড (SCFH)}}{৩৫.৩১৪৭}$ × দৈনিক কর্মঘন্টা × মাসিক কার্যদিবস × ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর

এখানে, SCM বলিতে স্ট্যান্ডার্ড কিউবিক মিটার এবং SCFH বলিতে স্ট্যান্ডার্ড কিউবিক ফিট/ঘন্টা বুঝাইবে।

নিরাপত্তা জামানত (টাকা)=মাসিক অনুমোদিত লোড (SCM)×গ্যাস ট্যারিফ (টাকা/ঘনমিটার)×২ (দুই) মাস, তবে বেসরকারি ভূমির লিজ বা ভাড়াকৃত স্থানে হইলে ৩ (তিন) মাস।

(খ) নিরূপিত জামানতের অর্থ তফসিলী ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য গ্রহণযোগ্য ব্যাংক গ্যারান্টি অথবা লিয়েনে FDR, সঞ্চয়পত্র, সেভিংস সার্টিফিকেট বা অন্য কোনো প্রকার গ্রহণযোগ্য বন্ড এর মাধ্যমে জমা দেওয়া যাইবে। গ্রাহক ইচ্ছা করিলে নগদ আকারেও নিরাপত্তা জামানত প্রদান করিতে পারিবে;

(গ) গ্যাসের ট্যারিফ যেই তারিখ হইতে বৃদ্ধি পাইবে সেই তারিখের পরবর্তী ২ (দুই) মাসের মধ্যে নতুন হারে অতিরিক্ত জামানত বা ব্যালেন্স নিরাপত্তা জামানত সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়/দপ্তর কর্তৃক পুনর্নির্ধারণ করিয়া মহাব্যবস্থাপক(বিপণন)/ উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর অনুমোদনক্রমে চাহিদাপত্র সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়/ শাখা/জোন/জোবিঅ বা দপ্তর প্রধানের স্বাক্ষরে গ্রাহকের নিকট সরবরাহ করিতে হইবে এবং তদনুযায়ী গ্রাহক পরবর্তী ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ব্যালেন্স নিরাপত্তা জামানত দফা (খ) অনুযায়ী বা নগদ প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বোর্চ্চ ৬ (ছয়) কিস্তিতে কোম্পানির নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে বর্ধিত জামানতের অর্থ প্রদান করিতে পারিবে;

(৫) বিদ্যুৎ ও সার কারখানা গ্রাহকের ক্ষেত্রে মাসিক অনুমোদিত লোডের ২ (দুই) মাসের সমপরিমাণ গ্যাস বিল অনুযায়ী নিরূপিত জামানতের অর্থ তফসিলী ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য গ্রহণযোগ্য ব্যাংক গ্যারান্টি অথবা লিয়েনে FDR, সঞ্চয়পত্র, সেভিংস সার্টিফিকেট বা অন্য কোনো প্রকার গ্রহণযোগ্য বন্ড এর মাধ্যমে কোম্পানির অনুকূলে জমা দিতে হইবে। গ্রাহক ইচ্ছা করিলে নগদ আকারেও নিরাপত্তা জামানত প্রদান করিতে পারিবে।

২২। **গ্যাস কমিশনিং ও কমিশনিং ব্যয়**।—(১) নিয়ম-১৯ এ বর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া বিতরণ লাইন হইতে আরএমএস পর্যন্ত সার্ভিস লাইন ও আরএমএস হইতে সরঞ্জামসমূহ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণ করিতে হইবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান বা কারখানার মেইন গেইটের বাহিরে পিটসহ ভাল্ভ স্থাপন করিতে হইবে। ভাল্ভ টি, সার্ভিস টি, টি (টাই-ইন করিয়া) দ্বারা বিতরণ লাইন ও সার্ভিস লাইন এর সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে। আরএমএস বা সিএমএস নির্মাণের পর আরএমএস বা সিএমএস এ রেগুলেটর, মিটার, রিলিফ ভাল্ব স্থাপন করিতে হইবে। ভাল্ভ টি, সার্ভিস টি ড্রিল করিয়া মেইন গেইটের বাহিরে ভাল্ব চালু করিয়া পর্যায়ক্রমে গ্যাস কমিশনিং করিতে হইবে। প্রথমে মেইন লাইন হইতে আরএমএস পর্যন্ত সার্ভিস লাইন সতর্কতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করিয়া গ্যাস কমিশনিং করিতে হইবে। এরপর আরএমএস এর ইনলেট ভাল্ব খুলিয়া স্থাপিত রেগুলেটর ও মিটার এর সুরক্ষা নিশ্চিত করিয়া সতর্কতা ও নিরাপত্তার সহিত রেগুলেটর ও রিলিফ ভাল্ব এর চাপ সেট করিয়া আরএমএস কমিশনিং করিতে হইবে। আরএমএস এর আউটলেট ভাল্ব খুলিয়া সরঞ্জাম বা বার্নার পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ লাইনে গ্যাস কমিশনিং করিতে হইবে। অভ্যন্তরীণ লাইন কমিশনিং এর পর গ্রাহকের গ্যাস সরঞ্জাম বা বার্নার ফায়ারিং বা কমিশনিং করিতে হইবে।

(২) গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ কমিশনিংকালে স্থাপিত সরঞ্জামের লোড পরীক্ষা করিয়া সংশ্লিষ্ট কমিশনিং টিমের ব্যবস্থাপক বা উপব্যবস্থাপক পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক আবেদনপত্রের সহিত ঘোষিত বা ক্যাটালগে উল্লিখিত লোড সর্ম্পকে নিশ্চিত হইয়া কমিশনিং কার্ডে স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) উপ-নিয়ম (২) এর অধীন পরীক্ষাকালে ঘন্টা প্রতি লোড কম পাওয়া গেলে অনুমোদিত লোড রেকর্ডভুক্ত হইবে এবং লোড বেশী পরিলক্ষিত হইলে সরঞ্জাম প্রতিস্থাপন বা সরঞ্জাম হ্রাসক্রমে অনুমোদিত লোডের মধ্যে কমিশনিং করিতে হইবে।

(৪) গ্যাস সরবরাহের জন্য 'ছক-৬' অনুযায়ী নির্ধারিত কমিশনিং ব্যয় (সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পুনর্নির্ধারিত) গ্রাহক কর্তৃক কোম্পানির অনুকূলে জমা দিতে হইবে।

২৩। **প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় সংযোগ গ্রহণ না করিবার ক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ কর্তন।**—গ্যাস সংযোগ প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় কোনো গ্রাহক গ্যাস সংযোগ গ্রহণ না করিলে 'ছক-৫' অনুযায়ী গ্রাহকের জমাকৃত অর্থ হইতে নির্ধারিত সার্ভিস চার্জ কর্তন (সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পুনর্নির্ধারিত) করিতে হইবে, তবে কোনো কারণে কোম্পানি গ্যাস সংযোগ প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে গ্রাহকের জমাকৃত অর্থ হইতে সার্ভিস চার্জ কর্তন করা যাইবে না।

চতুর্থ অধ্যায়

গ্যাস সরবরাহ চুক্তি

২৪। **গ্যাস সরবরাহ চুক্তি।**—(১) পেট্রোবাংলা প্রণীত অভিন্ন গ্যাস বিক্রয় চুক্তিপত্রের নির্ধারিত ফরম্যাট অনুযায়ী গৃহস্থালি, শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার ও চা-বাগান বা সরকার কর্তৃক ভবিষ্যতে সৃষ্ট এইরূপ অন্যান্য গ্রাহক শ্রেণির জন্য গ্যাস বিতরণ কোম্পানির সহিত কার্যসমাপনী প্রতিবেদন দাখিল ও অনুমোদনের পর গ্রাহকের সহিত গ্যাস বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে। বিদ্যমান সকল শ্রেণির গ্রাহককে পর্যায়ক্রমে অভিন্ন গ্যাস বিক্রয় চুক্তিপত্রের আওতায় আনয়ন করিতে হইবে। সরাসরিভাবে গ্যাস ব্যবহারকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান গ্রাহক হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং চুক্তি সম্পাদনকারী বলিয়া গণ্য হইবে। অভিন্ন গ্যাস বিক্রয় চুক্তিপত্রটি পেট্রোবাংলা ও সংশ্লিষ্ট গ্যাস বিপণন কোম্পানির ওয়েবসাইটে আপলোড থাকিতে হইবে।

(২) একই শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কারখানায় শিল্প ও ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণি বা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে একই আরএমএস বা সিএমএস দ্বারা গ্যাস সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে উক্ত গ্রাহকের সহিত প্রত্যেক শ্রেণির জন্য পৃথক পৃথক চুক্তি সম্পাদন করিতে বা থাকিতে হইবে।

(৩) বিদ্যুৎ ও সার শ্রেণি বা সরকার কর্তৃক ভবিষ্যতে সৃষ্ট এরূপ অন্যান্য গ্রাহক শ্রেণির ক্ষেত্রে প্রযোজ্যতা অনুযায়ী হিটিং ভ্যালু, আরএমএস/সিএমএস-এর ইনলেট ও বহির্গমন চাপ এবং অন্যান্য শর্তাদিসহ পেট্রোবাংলা প্রণীত অভিন্ন ফরম্যাটে গ্যাস সরবরাহ/বিক্রয় চুক্তি/ Gas Supply/Sales Agreement (GSA) স্বাক্ষর করিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, পেট্রোবাংলার সুপারিশের প্রেক্ষিতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সম্মতিপূর্বক কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন থাকিতে হইবে। গ্যাস সরবরাহ চুক্তি এই নিয়মাবলির অবিচ্ছেদ্য অংশ হইবে।

(৪) উপ-নিয়ম (১) (২) (৩) এর অধীন স্বাক্ষরিত চুক্তিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা, গ্রাহক সংকেত, গ্যাস সংযোগস্থলের ঠিকানা, গ্যাসের সরঞ্জামাদির বিবরণ, ঘন্টা প্রতি বা দৈনিক বা মাসিক অনুমোদিত লোড, অনুমোদিত চাপ, মিটারিং ব্যবস্থা, বিলিং পদ্ধতি, নিরাপত্তা জামানত অন্যান্য আবশ্যকীয় তথ্যাবলি সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

(৫) কোনো গ্রাহকের গ্যাস লোড বৃদ্ধি, হ্রাস বা পরিবর্তন হইলে সেইক্ষেত্রে কোম্পানির সহিত গ্রাহকের সম্পূরক চুক্তি স্বাক্ষর করিতে হইবে এবং উহা পূর্ববর্তী চুক্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) সংযোগ বিদ্যমান অবস্থায় মালিকানা পরিবর্তন করা হইলে নতুন মালিকের সহিত পুনরায় গ্যাস সরবরাহ চুক্তি স্বাক্ষর করিতে হইবে। অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকৃত গ্রাহককে পুনঃসংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে মালিকানা হস্তান্তর হইয়া থাকিলে নিয়মানুযায়ী মালিকানা পরিবর্তন সাপেক্ষে নতুন চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে।

(৭) বিসিক/বেপজা/বেজা/হাইটেক পার্ক/বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলের আওতাধীন এলাকায় স্থাপিত/স্থাপিতব্য প্রতিষ্ঠান বা কারখানা স্বত্ত্বাধিকারী সরাসরিভাবে গ্যাস ব্যবহারকারী গ্রাহক হিসাবে বিবেচিত হইয়া বিতরণ কোম্পানির সাথে চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে।

(৮) এই নিয়মাবলি কার্যকর হইবার পূর্বে বিদ্যমান গ্যাস সংযোগের স্বাক্ষরিত সকল চুক্তির ক্ষেত্রে এবং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এই নিয়মাবলি প্রযোজ্য হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

গ্যাস সরঞ্জামের লোড, বহির্গমন চাপ ও জ্বালানি দক্ষতা নির্ধারণ

২৫। **গ্যাস স্থাপনা বা সরঞ্জামের ঘণ্টা প্রতি লোড নির্ধারণ।**—(১) সঠিকভাবে সার্ভিস লাইন, আরএমএস বা সিএমএস, অভ্যন্তরীণ লাইন ডিজাইন এবং জামানতের পরিমাণ নির্ধারণের লক্ষ্যে সকল শ্রেণিভুক্ত গ্রাহকের প্রস্তাবিত বা স্থাপিত গ্যাস স্থাপনার সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ঘণ্টা প্রতি লোড নির্ধারণ করিতে হইবে।

(২) গ্যাস স্থাপনা বিদেশ হইতে আমদানি করা হইলে, সেই সকল স্থাপনার ক্যাটালগ যথাযথভাবে পরীক্ষাপূর্বক উহার ভিত্তিতে ঘণ্টা প্রতি লোড নির্ধারণ করা হইবে। দেশীয় প্রযুক্তিতে স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত বা সংযোজিত ও পুরাতন সরঞ্জামাদির কারিগরি ক্যাটালগ প্রদান করা সম্ভব না হইলে ড্রইংসহ বিস্তারিত বিবরণ কোনো স্বীকৃত বা উপযুক্ত সংস্থা কর্তৃক বা কোম্পানির কারিগরি কমিটি কর্তৃক যথাযথভাবে পরীক্ষাপূর্বক নিশ্চয়কৃত (authenticated) করা হইলে উহার ভিত্তিতে বা সংশ্লিষ্ট স্থাপনার আকার বা আয়তনের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা হিসাব করিয়া তদনুযায়ী ঘণ্টা প্রতি লোড নির্ধারণ বা পুনর্নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৩) উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে লোড নির্ধারণ করা সম্ভব না হইলে গ্যাস স্থাপনার ক্ষেত্রে 'ছক-৭' এ উল্লিখিত পদ্ধতি মোতাবেক ঘণ্টা প্রতি লোড এবং বহির্গমণ চাপ নির্ধারণ বা পুনর্নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৪) উপ-নিয়ম (২) ও (৩) এ বর্ণিত স্থাপনার বাহিরে যে কোনো স্থাপনার লোড নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাপ সঞ্চালন ও তাপ গতিবিদ্যার তত্ত্বসমূহ প্রয়োগ করিয়া স্থাপনার লোড নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৫) রি-রোলিং, সিলিকেট, কাঁচ, চুন, সিরামিক এবং এ্যানেলিং ফার্নেসের ঘণ্টা প্রতি লোড ১০০ (একশত) এবং লবণ কারখানার ঘণ্টা প্রতি লোড ৫০ (পঞ্চাশ) এর গুণিতক হিসাবে নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৬) বয়লার ও জেনারেটরের ঘণ্টা প্রতি লোড নিম্নবর্ণিতরূপে নির্ধারিত হইবে—

(ক) বয়লার এর ক্যাটালগ যথাযথভাবে পরীক্ষাপূর্বক এবং কোম্পানির নির্ধারিত হিটিং ভ্যালুর সাথে সামঞ্জস্য আনয়নপূর্বক উহার ভিত্তিতে ঘণ্টা প্রতি লোড নির্ধারণ করিতে হইবে, তবে ক্যাটালগ পাওয়া না গেলে বয়লারের ক্ষেত্রে প্রতি কেজি সমতুল্য বাষ্প ক্ষমতার জন্য ৩ (তিন) SCF বা বয়লারের হিটিং সারফেস এর ভিত্তিতে প্রতি বর্গফুটের জন্য ১২ (বারো) SCF এর ভিত্তিতে নির্ধারণ করা যাইতে পারে।

(খ) বয়লার এর ক্যাটালগ যথাযথভাবে পরীক্ষাপূর্বক এবং কোম্পানির নির্ধারিত হিটিং ভ্যালুর সাথে সামঞ্জস্য আনয়নপূর্বক উহার ভিত্তিতে ঘণ্টা প্রতি লোড নির্ধারণ করিতে হইবে জেনারেটরের ক্ষেত্রে প্রতি কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ১২ (বার) SCF এর ভিত্তিতে ঘণ্টা প্রতি লোড নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৭) নিম্নবর্ণিত সমীকরণের মাধ্যমে Atmospheric Burner এর ক্ষমতা নিরূপণ করিতে হইবে—

$$Q = 1658.5 \times K \times A \times \sqrt{h/G}$$

যেখানে,

Q = Discharge in SCFH

A = Area of orifice in square inches

h = Differential Pressure in inches of water column

G = Specific Gravity of gas using air at 1.0

K = Coefficient of discharge (যাহার মান ০.৭-০.৮৫)

২৬। **মাসিক লোড নির্ধারণ।**—(১) বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহক কর্তৃক যে উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার করা হয় তাহার ধরন বা প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করিয়া সংশ্লিষ্ট শ্রেণি বা উপ-শ্রেণির আওতাভুক্ত গ্রাহকদের মাসিক লোড, অনুমোদিত লোড নির্ধারণ ও নিরাপত্তা জামানতের হিসাব নিরূপণের লক্ষ্যে সরঞ্জাম/বার্নার এর ঘণ্টা প্রতি লোড, ন্যূনতম চালনাধাঁচ ও ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর ধরিয়া নিম্নরূপভাবে মাসিক লোড নির্ধারণ করিতে হইবে এবং লোড বৃদ্ধি প্রক্রিয়াকালে একইভাবে সরঞ্জাম/বার্নার এর ঘণ্টা প্রতি লোড বিদ্যমান চালনাধাঁচ ও ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর ধরিয়া লোড পুনর্নির্ধারণ করিতে হইবে—

(ক) গৃহস্থালি গ্রাহক: গ্রাহকের মাসিক লোড নির্ধারণ ও তদনুযায়ী গ্রাহক কর্তৃক যে উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার করা হইবে উহার ধরন বা প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করিয়া নিরাপত্তা জামানতের পরিমাণ নির্ধারণের লক্ষ্যে চালনাধাঁচ ও ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর (বিচ্যুতি গুণনীয়ক) নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে এবং গ্রাহক উপ-শ্রেণি অনুযায়ী চালনাধাঁচ এবং ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর **'ছক-৮'** (সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পুনর্নির্ধারিত) অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে;

(খ) বাণিজ্যিক গ্রাহক: বাণিজ্যিক শ্রেণি বা উপ-শ্রেণির আওতাভুক্ত গ্রাহকদের গ্যাস ব্যবহারের ধরন বা প্রক্রিয়ার আলোকে চালনাধাঁচ এবং ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর **'ছক-৯'** (সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পুনর্নির্ধারিত) অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে;

(গ) শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সিএনজি, চা-বাগান গ্রাহক শ্রেণি বা উপ-শ্রেণির আওতাভুক্ত গ্রাহকদের গ্যাস ব্যবহারের ধরন বা প্রক্রিয়ার আলোকে চালনাধাঁচ এবং ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর **'ছক-১০'** (সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পুনর্নির্ধারিত) অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে;

(ঘ) বিদ্যুৎ ও সার শ্রেণির আওতাভুক্ত গ্রাহকদের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত বা স্থাপিত প্ল্যান্টের ধরন ও উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে চালনাধাঁচ দিনে ২৪ ঘণ্টা ও মাসে ৩০ দিন এবং ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর ০.৯০ বিবেচনা করিয়া নির্ধারিত হইবে।

২৭। **বহির্গমন চাপ নির্ধারণ বা পুনর্নির্ধারণ।**—(১) গ্রাহক শ্রেণি ভিত্তিক রাইজার/আরএমএস/সিএমএস এর বহির্গমন চাপ নিম্নরূপ হইবে—

গ্রাহক শ্রেণি	রাইজার/আরএমএস/সিএমএস এর বহির্গমন চাপ (পিএসআইজি)
মিটারবিহীন/প্রি-পেইড মিটারযুক্ত গৃহস্থালি	সর্বোচ্চ ০.৫
মিটারযুক্ত (পোস্টপেইড) গৃহস্থালি	সর্বোচ্চ ৫.০
বাণিজ্যিক	০.৫-৫.০
শিল্প/সিএনজি/চা-বাগান	৫.০-১৫.০
ক্যাপটিভ পাওয়ার	৫.০-২০.০
বিদ্যুৎ/সার	১৫০.০

(২) বৃহৎ গ্রাহকদের জন্য ১৫০.০ পিএসআইজি চাপ-কে গ্যাস টারবাইন বা অন্য কোনো সরঞ্জামে পরিচালনা উপযোগী চাপে উন্নীত করিতে অভ্যন্তরীণ লাইনে বুস্টার ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যাইবে। কারিগরি কারণে নির্ধারিত চাপের অতিরিক্ত চাপে গ্যাস সংযোগের ক্ষেত্রে গ্যাসের প্রাপ্যতা সাপেক্ষে পেট্রোবাংলার সম্মতি ও কোম্পানি বোর্ডের অনুমোদনক্রমে বিবেচনা করা যাইবে।

২৮। **গ্যাস সরঞ্জামের জ্বালানি দক্ষতা।**—(১) গ্রাহকের প্রস্তাবিত ও পুরাতন সরঞ্জামাদি নিম্নে বর্ণনা অনুযায়ী জ্বালানি দক্ষতা সম্পন্ন (Energy Efficient) হইতে হইবে—

(ক) স্থাপিতব্য বয়লার এবং জেনারেটর আবশ্যিকভাবে জ্বালানি দক্ষতা সম্পন্ন (Energy Efficient) হইতে হইবে। এইক্ষেত্রে শুধুমাত্র বয়লারের ন্যূনতম তাপীয় দক্ষতা ৮২%, জ্বালানি দক্ষ করিবার ব্যবস্থাদি গ্রহণপূর্বক ন্যূনতম তাপীয় দক্ষতা ৮৫% তে উন্নীত করিতে হইবে। জেনারেটরের ক্ষেত্রে কো-জেনারেশন/ট্রাই-জেনারেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম জ্বালানি দক্ষতা ৭০% হইলে জ্বালানি দক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইবে;

(খ) ফার্নেস-কে জ্বালানি দক্ষ করিবার ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিয়া ন্যূনতম তাপীয় দক্ষতা ৭০% এ উন্নীত করিতে হইবে;

(গ) গ্যাস সরঞ্জামাদির জ্বালানি দক্ষতা নিশ্চিত করিবার জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সার্টিফাইড এনার্জি অডিটিং ফার্ম যাহার সার্টিফাইড এনার্জি অডিটর রহিয়াছে এইরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়নপত্র থাকিতে হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মিটার রিডিং/ডাটা গ্রহণ/সংগ্রহ, বিল প্রস্তুতকরণ, বিল পৌঁছানো ও প্রি-পেইড মিটার রিচার্জকরণ, মিটার ভাড়া আদায়, বিল পরিশোধের সময়সীমা, বিলম্ব মাশুল ও ডিমান্ড চার্জ

অংশ-১

মিটার রিডিং/ডাটা গ্রহণ/সংগ্রহ

২৯। **মিটার রিডিং/মিটার ডাটা গ্রহণ/সংগ্রহ**।—মিটারযুক্ত (পোস্টপেইড) গৃহস্থালি, বাণিজ্যিক, সিএনজি, শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার এবং চা-বাগান শ্রেণির গ্রাহকের গ্যাস বিল প্রস্তুতের জন্য গ্রাহক আঙ্গিনায় উপস্থিত হয়ে বা অনলাইন সিস্টেমে নিম্নরূপে মিটার রিডিং গ্রহণ/সংগ্রহ করিতে হইবে—

(১) মিটার রিডিং প্রতি মাসের শেষ ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয় বা শাখা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) মিটার রিডিং গ্রহণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক মিটার রিডিং গ্রহণকালে মিটার রিডিং বই ও কোম্পানি/গ্রাহকের নিকট সংরক্ষিত মিটার কার্ডে মিটার পাঠ, গ্যাসের চাপ, সিলিং অবস্থা ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়া কোম্পানির ও গ্রাহক/গ্রাহক প্রতিনিধির যৌথ স্বাক্ষর নিশ্চিত করিবে। মিটারের কোনো বিরূপ অবস্থা পরিলক্ষিত হইলে উহা গ্রাহককে ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে অবহিত করিতে হইবে।

(৩) মিটার রিডিং গ্রহণের সময় মিটার সচল না বিকল তা মিটার রিডিং গ্রহণকারী কর্মকর্তা বাহ্যিকভাবে পরিদর্শন করিবেন।

(৪) উপ-নিয়ম (৩) এর অধীন গ্রাহকের হস্তক্ষেপজনিত কারণ ব্যতীত মিটার বিকল মর্মে শনাক্ত হইলে পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে তা প্রতিস্থাপন করিতে হইবে। গ্রাহকের হস্তক্ষেপজনিত কারণে মিটার বিকলের ক্ষেত্রে মিটার তাৎক্ষণিকভাবে অপসারণ সাপেক্ষে মিটার পরীক্ষাকরণ, দায়-দায়িত্ব নিরূপণ এবং প্রাপ্য দেনা-পাওনা আদায়পূর্বক স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য না হইলে মিটার প্রতিস্থাপন করা যাইবে।

(৫) সঠিকভাবে গ্যাস বিল প্রণয়নের লক্ষ্যে মিটার বিকলের বিষয়টি মিটার পাঠ গ্রহণকারীকে বিল প্রণয়নকারী দপ্তর বা বিভাগকে যথাসময়ে অবহিত করিতে হইবে।

(৬) গ্যাস বিল প্রস্তুত ছাড়াও কারিগরি প্রয়োজনে বা গ্যাস ব্যবহারের চালনাধাঁচ বা গ্যাস সরবরাহ পরিস্থিতির কারণে বা গ্যাস ট্যারিফ বৃদ্ধি পাইলে বা অন্য যে কোনো বিশেষ কারণে যে কোনো সময়ে কোম্পানি কর্তৃক মিটার রিডিং গ্রহণ করা যাইবে।

(৭) পর্যায়ক্রমে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সকল গ্যাস মিটারকে অনলাইন মনিটরিং এর আওতায় আনিতে হইবে। অনলাইন সিস্টেমে প্রাপ্ত ডাটা অনুযায়ী গ্যাস বিল প্রণয়ন করিতে হইবে। প্রাপ্ত মিটার ডাটা গ্রাহককে ক্ষুদে বার্তা, ইমেইল বা WhatsApp এ প্রেরণ করিতে হইবে যাহা গ্রাহক acknowledge করিবে।

অংশ-২

বিল প্রস্তুতকরণ

৩০। **বিল প্রস্তুতকরণ**।—(১) বিল প্রস্তুতের সময়—

(ক) কোম্পানির মিটার রিডিং গ্রহণকারী শাখা বা দপ্তর বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রিডিং চক্র অনুযায়ী সংগৃহীত মিটার রিডিং এর ব্যবধানকে চাপ শুদ্ধিগুণক এবং তাপমাত্রা গুণক, ১৫ (পনের) ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বিবেচনাক্রমে, ১ (এক) দ্বারা গুণ করিয়া আদর্শ আয়তন হিসাবে গ্যাস ব্যবহার নিরূপণ বা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে আদর্শ আয়তন নিরূপণ করিয়া প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারকে গ্যাসের ট্যারিফ দ্বারা গুণ করিয়া বিল প্রণয়নকারী শাখা বা বিভাগ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত গ্যাস বিল প্রস্তুত করিবে। এক্ষেত্রে, চাপ শুদ্ধিগুণক নিম্নবর্ণিত রাশিমালার মাধ্যমে নির্ণীত হইবে—

$$\text{চাপ শুদ্ধিগুণক} = \frac{\text{পিএসিআইজি এককে গ্যাস সরবরাহ চাপ} + ১৪.৭৩}{১৪.৭৩}$$

এখানে, Base Pressure =Atmospheric Pressure = ১৪.৭৩ Psig

১ পিএসআইজি =২৭.৬৯ ইঞ্চি ওয়াটার কলাম

সরবরাহ চাপ বলতে সেট প্রেসার বা যে বহির্গমন চাপে রেগুলেটরটি সেট করা হয়েছে তাহা বুঝাইবে। প্রতিমাসের বিলের সাথে কমিশন/সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত হারে ডিমান্ড চার্জ আরোপিত হইবে এবং বকেয়া পাওনা মাসিক বিলে অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(খ) কোম্পানির বিল প্রণয়নকারী শাখা বা বিভাগ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত গ্যাস বিল প্রস্তুত করিয়া পরবর্তী মাসের ৫ (পাঁচ) তারিখের (সিএনজি শ্রেণির ক্ষেত্রে ৩ (তিন) তারিখ) মধ্যে গ্রাহকের নিকট বিল পৌঁছানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত শাখা বা বিভাগ বা দপ্তর বরাবর প্রেরণ করিবে;

(গ) ম্যানুয়াল চার্ট রেকর্ডার বা ফ্লো কম্পিউটার সম্বলিত অরিফিস মিটার/টারবাইন মিটার বা আলট্রাসোনিক মিটার বা ইভিসিযুক্ত টারবাইন মিটার/রোটারী মিটার বা উন্নততর কম্পিউটারাইজড/ইলেকট্রনিক মিটারিং ব্যবস্থার সুযোগ থাকিলে, সেই সকল ক্ষেত্রে আদর্শ অবস্থায় গ্যাস ব্যবহার পরিমাপ করিয়া বিল প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা যাইবে;

(ঘ) জাতীয় দুর্যোগ অথবা দৈব দুর্বিপাকের কারণে মিটার রিডিং গ্রহণ করা সম্ভব না হইলে মিটার রিডিং গ্রহণকারী দপ্তর উহার যুক্তিসংগত কারণ ব্যাখ্যাপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বিগত স্বাভাবিক ৩ (তিন) মাসের গড়ের ভিত্তিতে গ্যাস ব্যবহার নির্ণয় করিবে এবং সেই অনুযায়ী বিল প্রস্তুত করিতে হইবে;

(ঙ) ইভিসিযুক্ত মিটার এর ক্ষেত্রে Electronic Volume Corrector (EVC) মিটার স্থাপনের গাইডলাইন ২০১৪ (২০১৯ ও ২০২৫ সালে সংশোধিত) মোতাবেক মিটার স্থাপন ও বিলিং কার্যক্রম সম্পাদন করিতে হইবে। ইভিসি যুক্ত মিটারে Pulse Missing হইলে বা ইভিসি নষ্ট হইলে বা ডাটা না থাকিলে টারবাইন মিটারের যান্ত্রিক ইনডেক্স এর রিডিং এর ভিত্তিতে বিল করা যাইবে এবং ইভিসি মিটার স্থাপনের গাইডলাইন ২০১৪ (২০১৯ ও ২০২৫ সংশোধিত) অনুযায়ী বিলিং নিষ্পত্তি হইবে;

(চ) গ্রাহকের সহিত কোম্পানির সম্পাদিত গ্যাস সরবরাহ চুক্তিতে হায়ার হিটিং ভ্যালু (Higher Heating Value) বিবেচনা করিবার বিষয়টি উল্লেখ থাকিলে সাধারণ মিটারিং ব্যবস্থার পাশাপাশি হায়ার হিটিং ভ্যালু (Higher Heating Value) বিবেচনা করিয়া মাসিক মোট বিল প্রণীত হইবে এবং বিলে মিটার রিডিং এ প্রাপ্ত গ্যাসের পরিমাপ এবং হায়ার হিটিং ভ্যালুর বিপরীতে প্রাপ্ত সমতুল্য পরিমাপ আলাদাভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে ও সেই অনুযায়ী বিল আদায় করিতে হইবে। তবে হায়ার হিটিং ভ্যালুর সমতুল্য পরিমাণ গ্যাসের নির্ণিত পরিমাপ কোম্পানির গ্যাসের ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে সমন্বয়যোগ্য হইবে না এবং এমআইএস-এ অন্তর্ভুক্ত হইবে না। তাছাড়া গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে নির্ণীত কনডেনসেট এর সমতুল্য পরিমাণ গ্যাস মোট গ্যাসের পরিমাণ এর সাথে সমন্বয় করিতে হইবে।

(২) গৃহস্থালি গ্রাহকের ক্ষেত্রে মিটার বিকলকালীন সময়ের জন্য নিম্নরূপভাবে মাসিক বিল প্রস্তুত করিতে হইবে—

(ক) অপারেশনাল বা কারিগরি কারণে মিটার বিকল হইলে এবং অনুমোদিত লোড অপরিবর্তীত থাকিলে বিগত স্বাভাবিক ৩ (তিন) মাসের গড় ব্যবহারের ভিত্তিতে;

(খ) অপারেশনাল বা কারিগরি কারণে মিটার বিকল হইলে, বিগত স্বাভাবিক ৩ (তিন) মাসের গড় ব্যবহার পাওয়া না গেলে সেই ক্ষেত্রে অনুমোদিত লোড অনুযায়ী মাসিক সাময়িক বিল প্রণীত হইবে। তবে, মিটার পরিবর্তনের পর ৩ (তিন) মাসের গড় ব্যবহারের ভিত্তিতে পরবর্তীতে মাসিক সাময়িক বিল সমন্বয় করা হইবে;

(গ) অনুমোদনের অতিরিক্ত সরঞ্জাম স্থাপনের কারণে মিটার বিকল হইলে স্বাভাবিক সময়ে বিগত ৩ (তিন) মাসের গড় ব্যবহারের সাথে চালানাধীচ অনুযায়ী সংযোজিত অতিরিক্ত সরঞ্জামের লোড ধার্য করিয়া যোগ করিয়া;

(ঘ) গ্যাস বিল প্রস্তুতের ক্ষেত্রে অনুমোদিত চাপ ও তাপমাত্রা শুদ্ধিগুণক প্রযোজ্য হইবে।

(৩) গৃহস্থালি ব্যতীত অন্যান্য গ্রাহকের ক্ষেত্রে, অপারেশনাল বা প্রাকৃতিক বা কারিগরি কারণে মিটার বিকল হইলে এবং বিকলের ৩ (তিন) মাস পূর্ব হইতে অপসারণ পূর্ববর্তী সময়ে লোড অপরিবর্তীত থাকিলে সকল শ্রেণির গ্রাহকের ক্ষেত্রে মিটার বিকলের পূর্ববর্তী স্বাভাবিক ৩ (তিন) মাসের বিলের গড় গ্যাস ব্যবহারের ভিত্তিতে বিল প্রস্তুত করিতে হইবে। মিটার বিকলের পূর্ববর্তী ৩ (তিন) মাসের গ্যাসের ব্যবহার পাওয়া না গেলে সেই ক্ষেত্রে অনুমোদিত লোডের ভিত্তিতে মিটার বিকলকালীন সময়ে সাময়িক বিল প্রণয়ন করা হইবে। পরবর্তীতে, সকল শ্রেণির গ্রাহকের মিটার পরিবর্তন পরবর্তী ৩ (তিন) মাস লোড অপরিবর্তীত থাকিলে বিলকৃত গড় ব্যবহারের ভিত্তিতে চূড়ান্ত বিল প্রস্তুত করিয়া পূর্বের প্রস্তুতকৃত বিল সমন্বয় করিতে হইবে।

(৪) মিটার বিকলকালে লোড পুনর্নির্ধারিত হইলে বা অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড অতিক্রম করিয়া অতিরিক্ত স্থাপনায় গ্যাস ব্যবহারের কারণে মিটার বিকল হইলে সেইক্ষেত্রে সকল শ্রেণির গ্রাহকের পুনর্নির্ধারিত অনুমোদিত লোডের ভিত্তিতে কোম্পানিকে সাময়িক বিল প্রস্তুত করিতে হইবে। পরবর্তীতে, সকল শ্রেণির গ্রাহকের মিটার পরিবর্তন পরবর্তী ৩ (তিন) মাস বিলকৃত গড় ব্যবহারের ভিত্তিতে চূড়ান্ত বিল প্রস্তুত করিয়া পূর্বের প্রস্তুতকৃত বিল সমন্বয় করিতে হইবে।

অংশ-৩

বিল পৌঁছানো, প্রি-পেইড মিটার রিচার্জ, আরএমএস বা সিএমএস নির্মাণ ব্যয় ও ভাড়া, প্রি-পেইড মিটারের ভাড়া নির্ধারণ, গ্যাস বিল পরিশোধ ও পরিশোধের সময়সীমা,বকেয়া গ্যাস বিল বা পাওনাদির উপর বিলম্ব মাশুল, ডিমান্ড চার্জ

৩১। **বিল পৌঁছানো**।—(১) কোম্পানির ই-সার্ভিস সেবার মাধ্যমে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে গ্রাহকের নিকট নির্ধারিত সময়ে বিল প্রেরণ করা হইবে।

(২) নিয়ম-৩০ এর অধীন প্রস্তুতকৃত বিল নিম্নরূপভাবে নির্ধারিত সময়ে গ্রাহকের নিকট কোম্পানি কর্তৃক প্রেরণ করিতে হইবে—

(ক) মিটারযুক্ত (পোস্টপেইড) গৃহস্থালি গ্রাহকের প্রতি মাসের বিল পরবর্তী মাসের ১৫ (পনের) তারিখের মধ্যে গ্রাহকের নিকট পৌঁছাইতে হইবে এবং কোনো কারণে গ্রাহক সময়মত বিল প্রাপ্ত না হইলে তিনি কোম্পানির সংশ্লিষ্ট দপ্তর হইতে ডুপ্লিকেট বিল সংগ্রহ করিতে পারিবেন;

(খ) মিটারবিহীন গৃহস্থালি গ্রাহকের সংযোগকালীন সরবরাহকৃত বিল বই দ্বারা একক বা দ্বৈত চুলার জন্য কমিশন/সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে গ্রাহককে নিজ উদ্যোগে বিল পরিশোধ করিতে হইবে। কোম্পানিসমূহ মিটারবিহীন গৃহস্থালি গ্রাহকের বিপরীতে মাসিক বিল সৃষ্টি করিবে। প্রথম বিল বইয়ের পরবর্তী সকল বিল বই কোম্পানির জোন বা আঞ্চলিক কার্যালয়, নির্ধারিত ব্যাংক বা বিল-পে-সেন্টার হইতে কোম্পানির সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক তথ্যাদি রেকর্ডক্রমে নির্ধারিত মূল্যে সংগ্রহ করা যাইবে। মিটারবিহীন কোনো বিল কোম্পানির কার্যালয় হইতে প্রস্তুতের ক্ষেত্রে প্রতি মাসের বিল পরবর্তী মাসের ১৫ (পনের) তারিখের মধ্যে গ্রাহকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। তবে গ্রাহক তাহার আইডি এর বিপরীতে কোম্পানির ওয়েবসাইট থেকে বিল বই ফরম সংগ্রহ করিতে পারিবেন;

(গ) প্রি-পেইড মিটারযুক্ত গৃহস্থালি গ্রাহকগণ নির্ধারিত মূল্যে ক্রয়কৃত কার্ডের সমপরিমাণ গ্যাস সরকার/কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যহার অনুযায়ী ব্যবহার করিতে পারিবেন। তবে, ক্রয়কৃত এই গ্যাস সম্পূর্ণ ব্যবহারের পর গ্রাহকের জন্যে নির্ধারিত পরিমাণ অতিরিক্ত গ্যাস জরুরি ব্যবহারের সুযোগ থাকিবে, যাহার মূল্য পরবর্তীতে রিচার্জের সময় সমন্বয় করা হইবে।

(৩) সিএনজি শ্রেণির গ্রাহকদের ক্ষেত্রে প্রতিমাসের গ্যাস বিল পরবর্তী মাসের ৫ (পাঁচ) তারিখের মধ্যে গ্রাহকের নিকট পৌঁছাইতে হইবে এবং কোনো কারণে গ্রাহক সময়মত বিল না পাইলে কোম্পানির সংশ্লিষ্ট দপ্তর হইতে ডুপ্লিকেট বিল সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

(৪) মিটারবিহীন গৃহস্থালি ও সিএনজি ব্যতীত অন্যান্য সকল গ্রাহকদের ক্ষেত্রে প্রতিমাসের বিল পরবর্তী মাসের ১৫ (পনেরো) তারিখের মধ্যে গ্রাহকের নিকট পৌঁছাইতে হইবে এবং কোনো কারণে গ্রাহক সময়মত বিল না পাইলে কোম্পানির সংশ্লিষ্ট দপ্তর হইতে ডুপ্লিকেট বিল সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

৩২। **প্রি-পেইড/স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার রিচার্জ।**—প্রি-পেইড মিটারযুক্ত সকল গ্রাহক, কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত ভেন্ডরের নিকট হইতে মূল্যের বিনিময়ে কার্ড রিচার্জ করিয়া গ্যাস ব্যবহার করিবেন। স্মার্ট প্রি-পেইড মিটারযুক্ত গ্রাহকগণ স্মার্টফোনের মাধ্যমে বিভিন্ন পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করে কার্ড রিচার্জ করিতে পারিবেন।

৩৩। **আরএমএস বা সিএমএস নির্মাণ ব্যয় ও ভাড়া, প্রি-পেইড মিটারের ভাড়া নির্ধারণ।**—(১) কোম্পানি মিটারযুক্ত গ্রাহকের ক্ষেত্রে আরএমএস বা সিএমএস দ্বারা মূলত গ্যাস সরবরাহের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ও পরিমাপ নিরূপণ করা হয়। গ্রাহক ভান্ডার হইতে ইস্যুযোগ্য মালামালের মূল্য এককালীন পরিশোধ করিয়া কোম্পানির নিকট হইতে মালামাল গ্রহণপূর্বক সংশ্লিষ্ট কোম্পানির তত্ত্বাবধানে আরএমএস বা সিএমএস স্থাপনের ব্যবস্থা করিবে। যে সকল মালামাল ভান্ডার হইতে সরবরাহ করা সম্ভব নয় বা মজুদ নাই সে সকল মালামাল কোম্পানির পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিয়া যথাযথ স্পেসিফিকেশন ও গুণগতমান নিশ্চিত করিয়া আরএমএস ও সিএমএস নির্মাণে ব্যবহার করা যাইবে।

(২) কোম্পানির ভান্ডারে মজুদ না থাকিলে গ্রাহক নিজস্ব অর্থায়নে আরএমএস বা সিএমএস স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। এই ক্ষেত্রে, আরএমএস বা সিএমএস এর ডিজাইন, ড্রইং ও প্রয়োজনীয় মালামালের স্পেসিফিকেশন-এর কোম্পানির পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে এবং মিটারসহ সকল মালামাল স্থাপনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিতরণ কোম্পানি কর্তৃক গুণগত মান নিশ্চিত করিতে হইবে। কোম্পানির সার্বিক তত্ত্বাবধানে কোম্পানির তালিকাভুক্ত নিয়োজিত ঠিকাদার দ্বারা নির্মাণ এবং গ্যাস কমিশনিং করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে ন্যূনতম ২ (দুই) বৎসরের স্পেয়ারপার্টস সার্বক্ষণিকভাবে গ্রাহককে সংরক্ষণ করিতে হইবে। সকল ক্ষেত্রে আরএমএস বা সিএমএস এর মালিকানা কোম্পানির থাকিবে।

(৩) এই নিয়মাবলি কার্যকর হওয়ার পূর্বে বলবৎ নিয়মাবলি অনুসারে যে সকল গ্রাহকের আরএমএস বা সিএমএস বা মিটার এর মূল্যের সহিত অতিরিক্ত ১০% হারে ওভারহেডসহ নির্ধারিত ভাড়া গ্রাহক সর্বোচ্চ ৮৪ (চুরাশি)টি কিস্তিতে পরিশোধ করিতেছে তাহা সমুদয় কিস্তি পরিশোধ শেষ হইলে আরএমএস বা সিএমএস বা মিটার ভাড়া প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) লোড হ্রাস বা বৃদ্ধি কিংবা অন্য কোনো কারণে আরএমএস বা সিএমএস সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক মডিফিকেশন/ প্রতিস্থাপন করা হইলে নতুনভাবে সংযোজিত মালামালের মূল্য গ্রাহককে এককালীন পরিশোধ করিতে হইবে।

(৫) মিটার নষ্ট বা অকেজো হইলে গ্রাহক এককালীন মিটারের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে সশ্লিষ্ট গ্যাস বিতরণ কোম্পানির ভান্ডার হইতে উত্তোলনপুর্বক মিটার প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা করিবে এবং পূর্বে স্থাপিত মিটারের কিস্তি অবশিষ্ট থাকিলে তাহাও গ্রাহককে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৬) গ্যাস বিতরণ কোম্পানি নিজ ব্যয়ে প্রতি বৎসর ন্যূনতম একবার আরএমএস বা সিএমএস রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং গ্রাহকের আবেদনক্রমে আরএমএস একবারের অধিক রক্ষণাবেক্ষণ করিবার প্রয়োজন হইলে প্রতিবার গ্রাহক কর্তৃক কোম্পানির অনুকূলে 'ছক-২' অনুযায়ী নির্ধারিত আরএমএস/সিএমএস রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় (সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পুনর্নির্ধারিত) জমাদান করিতে হইবে। তবে, গ্রাহক অর্থায়নে নির্মিত বিশেষায়িত আরএমএস বা সিএমএস যাহা পরিচালনার জন্য সার্বক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির জনবল নিয়োজিত থাকিলে সেই ক্ষেত্রে 'ছক-২' অনুযায়ী আরএমএস/সিএমএস রক্ষণাবেক্ষণ মাসিক সার্ভিস চার্জ (সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পুনর্নির্ধারিত) প্রতি মাসের গ্যাস বিলের সহিত গ্রাহককে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৭) সকল শ্রেণির গ্রাহকের ক্ষেত্রে রাইজার বা আরএমএস বা সিএমএস রক্ষণাবেক্ষণ বা মেরামতের জন্য কোনো মালামালের প্রয়োজন হইলে গ্রাহক উহার মূল্য এককালীন পরিশোধ করিবেন। তবে যেই সকল মালামাল কোম্পানির ভান্ডারে মজুদ নেই, সেই সকল মালামাল গ্রাহক কোম্পানির অনুমোদনক্রমে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গুণগতমান নিশ্চিত করিয়া সরবরাহ করিতে পারিবেন।

(৮) মেরামতের পর অপসারিত বা উদ্বৃত্ত মালামাল কোম্পানির ভান্ডারে ফেরতযোগ্য হইবে। তবে, উদ্বৃত্ত মালামালের মূল্য গ্রাহক পরিশোধ করিলে অর্থ ফেরত বা সমন্বয় হইবে।

(৯) প্রি-পেইড মিটারযুক্ত গ্রাহকদের নিকট হইতে সময়ে সময়ে সরকার নির্ধারিত হারে মিটার ভাড়া আদায় করা হইবে। মিটার নষ্ট বা অকেজো হইলে গ্রাহককে মিটারের গ্রাহক মুল্য এককালীন পরিশোধ সাপেক্ষে কোম্পানি হইতে মিটার স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং পূর্বের মিটারের কিস্তি অবশিষ্ট থাকিলে তাহাও গ্রাহককে পরিশোধ করিতে হইবে। গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত গ্রাহক মূল্যের ১০% Down payment এর মাধ্যমে গ্রাহককে মিটার সরবরাহ করিতে হইবে এবং অবশিষ্ট অর্থ সর্বোচ্চ ৯৬ (ছিয়ানব্বই) কিস্তিতে গ্রাহককে পরিশোধ করিতে হইবে।

৩৪। **গ্যাস বিল পরিশোধ ও পরিশোধের সময়সীমা**।—(১) সকল শ্রেণির গ্রাহককে নির্ধারিত ব্যাংক বা ডিজিটাল মাধ্যম যেমন-মোবাইল ফিনানশিয়াল সার্ভিস (এমএফএস), অনলাইন ব্যাংকিং, ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি মাধ্যমে গ্যাস বিল ও অন্যান্য পাওনাদি পরিশোধ করিতে হইবে। নিয়মিত গ্যাস বিল পরিশোধের সময়সীমা হইবে নিম্নরূপ—

(ক) মিটারবিহীন গৃহস্থালি গ্রাহকগণ—

(অ) মিটারবিহীন গৃহস্থালি গ্রাহকগণ কোম্পানির নির্ধারিত বিল বই বা ইলেকট্রনিক বিলের মাধ্যমে, বা ক্ষেত্রমতে, অফিস হইতে প্রস্তুতকৃত ও প্রেরণকৃত, প্রতি বিল মাসের গ্যাস বিল পরবর্তী মাসের শেষ তারিখের মধ্যে কোনো প্রকার বিলম্ব মাশুল ছাড়া পরিশোধ করিতে পারিবেন এবং তৎপরবর্তী হইতে বিলম্ব মাশুল আরোপিত হইবে। বিলম্ব মাশুল আরোপের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে বিলম্ব মাশুলসহ গ্যাস বিল পরিশোধ না করিলে সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হইবে। মিটারবিহীন গৃহস্থালি গ্রাহকগণ অগ্রিম বিলও প্রদান করিতে পারিবেন;

(আ) সরকারি তহবিল হইতে পরিশোধকারী মিটারবিহীন গৃহস্থালি গ্রাহকগণ কোম্পানির নির্ধারিত বিল বই বা ইলেকট্রনিক বিলের মাধ্যমে, বা ক্ষেত্রমতে, অফিস হইতে প্রস্তুতকৃত ও প্রেরণকৃত, প্রতি বিল মাসের গ্যাস বিল পরবর্তী দ্বিতীয় মাসের ১৫ (পনের) তারিখের মধ্যে কোনো প্রকার বিলম্ব মাশুল ছাড়া পরিশোধ করিতে পারিবেন এবং তৎপরবর্তী হইতে বিলম্ব মাশুল আরোপিত হইবে। বিলম্ব মাশুল আরোপ শুরু হইতে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে বিলম্ব মাশুলসহ গ্যাস বিল পরিশোধ না করিলে সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হইবে।

(খ) মিটারযুক্ত গৃহস্থালি, শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার ও চা-বাগান শ্রেণির গ্রাহকগণ প্রতি বিল মাসের গ্যাস বিল পরবর্তী মাসের শেষ তারিখের মধ্যে কোনো প্রকার বিলম্ব মাশুল ছাড়া পরিশোধ করিতে পারিবেন এবং তৎপরবর্তী হইতে বিলম্ব মাশুল আরোপ শুরু হইবে। বিলম্ব মাশুল আরোপের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে বিলম্ব মাশুলসহ গ্যাস বিল পরিশোধ না করিলে তৎপরবর্তী হইতে সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হইবে;

(গ) সরকারি তহবিল হইতে বিল পরিশোধকারী মিটারযুক্ত গৃহস্থালি গ্রাহকগণ কোম্পানির নির্ধারিত বিল বই বা ইলেকট্রনিক বিলের মাধ্যমে, বা ক্ষেত্রমতে, অফিস হইতে প্রস্তুতকৃত ও প্রেরণকৃত, প্রতি বিল মাসের গ্যাস বিল পরবর্তী দ্বিতীয় মাসের ১৫ (পনের) তারিখের মধ্যে কোন প্রকার বিলম্ব মাশুল ছাড়া পরিশোধ করিতে পারিবেন এবং তৎপরবর্তী হইতে বিলম্ব মাশুল আরোপিত হইবে। বিলম্ব মাশুল আরোপ শুরু হইতে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে বিলম্ব মাশুলসহ গ্যাস বিল পরিশোধ না করিলে সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হইবে;

(ঘ) সিএনজি শ্রেণির গ্রাহকগণ প্রতি বিল মাসের গ্যাস বিল পরবর্তী মাসের ১৫ (পনের) তারিখের মধ্যে কোন প্রকার বিলম্ব মাশুল ছাড়া পরিশোধ করিতে পারিবেন এবং তৎপরবর্তী হইতে বিলম্ব মাশুল আরোপিত হইবে। বিলম্ব মাশুল আরোপের ৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে বিলম্ব মাশুলসহ গ্যাস বিল পরিশোধ না করিলে তৎপরবর্তী হইতে সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হইবে;

(ঙ) বিদ্যুৎ ও সার শ্রেণির গ্রাহকগণ প্রতি বিল মাসের গ্যাস বিল পরবর্তী দ্বিতীয় মাসের ১৫ (পনের) তারিখের মধ্যে পরিশোধ করিবেন। তৎপরবর্তী হইতে বিলম্ব মাশুল আরোপিত হইবে। বিলম্ব মাশুল আরোপের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে বিলম্ব মাশুলসহ গ্যাস বিল পরিশোধ না করিলে সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হইবে। তবে ইতোমধ্যে সম্পাদিত গ্যাস সরবরাহ চুক্তিতে বর্ণিত শর্তানুযায়ী গ্যাস বিল, বিলম্ব মাশুল আরোপ ও গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ সংক্রান্ত বিষয়াদি বলবৎ থাকিবে;

(চ) বিল পরিশোধের সর্বশেষ তারিখ সাপ্তাহিক বা সরকারি ছুটির দিন হইলে পরবর্তী কার্যদিবসে বিলম্ব মাশুল আরোপ ব্যতিরেকে গ্রাহক কর্তৃক বিল পরিশোধ করা যাইবে;

(ছ) প্রি-পেইড মিটারের ক্ষেত্রে প্রি-পেইড মিটার ব্যবহারের নীতিমালা/নির্দেশনা অনুযায়ী বিল পরিশোধ করিতে হইবে।

৩৫। **বকেয়া গ্যাস বিল বা পাওনাদির উপর বিলম্ব মাশুল।**—(১) মিটারবিহীন গৃহস্থালি গ্রাহকের বিল পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ অতিক্রম করিবার পর বিল পরিশোধকালে গ্রাহককে বকেয়া বিলের জন্য একমুখী ও দ্বি-মুখী চুলা নির্বিশেষে প্রত্যেক বকেয়া বিল মাসের জন্য বিলম্ব মাশুল আরোপের মাস হইতে বিল পরিশোধকালীন মাস পর্যন্ত প্রতি চুলার জন্য মাসিক ১০ (দশ) টাকা হারে আলাদাভাবে বিলম্ব মাশুল হিসাব করিয়া মোট বিলম্ব মাশুল পরিশোধ করিতে হইবে। এই বিলম্ব মাশুল সরকার সময়ে সময়ে পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উদাহরণ: একটি একমুখী বা দ্বি-মুখী চুলার জন্য কোনো গ্রাহকের জানুয়ারি হইতে জুন মাস পর্যন্ত বকেয়া বিল জুলাই মাসের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করিলে জানুয়ারি-জুন পর্যন্ত স্বাভাবিক মাসিক গ্যাস বিলের সাথে বিলম্ব মাশুল হিসাবে জানুয়ারি মাসের জন্য ১০×৫=৫০.০০ টাকা, ফেব্রুয়ারি মাসের জন্য ১০×৪=৪০.০০ টাকা, মার্চ মাসের জন্য ১০×৩ =৩০.০০ টাকা, এপ্রিল মাসের জন্য ১০×২=২০.০০ টাকা এবং মে মাসের জন্য ১০×১=১০.০০ টাকা বিলম্ব মাশুল হিসাবে অতিরিক্ত পরিশোধ করিতে হইবে। অর্থাৎ এই গ্রাহককে ছয় মাসের মূল গ্যাস বিলের সাথে মোট বিলম্ব মাশুল বাবদ (৫০+৪০+৩০+২০+১০)= ১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) সরকারি বা বেসরকারি মিটারযুক্ত গৃহস্থালি, বাণিজ্যিক, শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সিএনজি, চা-বাগান, বিদ্যুৎ, সার কারখানা শ্রেণির আওতায় কোনো গ্রাহকের বিল পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ অতিক্রম করিবার পর হইতে বিল পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ১২% (**সরল সুদে**) হারে বিলম্ব মাশুল পরিশোধ করিতে হইবে। এই বিলম্ব মাশুল সরকার সময়ে সময়ে পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) যেই সকল গ্রাহকের সাথে Gas Sales Agreement (GSA) রহিয়াছে সেই ক্ষেত্রে GSA অনুযায়ী বিলম্ব মাশুল প্রযোজ্য হইবে।

(৪) বিলম্ব মাশুল কোনো অবস্থাতেই মূল বিলের ৫০% এর অধিক হইবে না।

(৫) সমন্বয় বিল, অতিরিক্ত বিল ও নিয়মবহির্ভূত কার্যকলাপের জন্য আরোপিত ক্ষতিপূরণের উপর কোনো বিলম্ব মাশুল আরোপযোগ্য হইবে না। তবে, নির্ধারিত তারিখের মধ্যে এ জাতীয় বিল গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধ করা না হইলে গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হইবে।

৩৬। **ডিমান্ড চার্জ**।—সকল শ্রেণির গ্রাহকের ক্ষেত্রে কমিশন/সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত হারে ডিমান্ড চার্জ আরোপিত হইবে, যাহা মাসিক বিলের সাথে আদায় করিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

গ্রাহক আঙ্গিনা পরিদর্শন ও ভিজিল্যান্স কার্যক্রম, অনলাইন মনিটরিং

৩৭। **গ্রাহক আঙ্গিনা পরিদর্শন**।—(১) সংশ্লিষ্ট জোন/জোবিঅ/আবিকা কর্তৃক স্থানীয়ভাবে গঠিত ভিজিল্যান্স টিম/পরিদর্শন টিম (ন্যূনতম তিন সদস্য বিশিষ্ট) স্ব স্ব এলাকায় গ্রাহক আঙ্গিনা পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করিবেন এবং অনলাইন প্লাটফর্মে নিয়মিত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(ক) গৃহস্থালি গ্রাহকের রাইজার, সার্ভিস লাইন ও অভ্যন্তরীণ পাইপলাইনের অবস্থান, সংযোগ অবস্থা, লিকেজ বা অন্য কোনো ধরনের ত্রুটি, অবৈধ কার্যকলাপ, ব্যবহৃত গ্যাস সরঞ্জাম, গ্যাস বিল পরিশোধের অবস্থা এবং খেলাপি গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য ভিজিল্যান্স টিম/পরিদর্শন টিম যে কোনো সময় গ্রাহকের আঙ্গিনা পরিদর্শন করিতে পারিবে। তবে, বৎসরে ন্যূনতম একবার গ্রাহকের আঙ্গিনা পরিদর্শনের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে। মাসিক মিটার রিডিং গ্রহণকালেও গ্রাহকের আঙ্গিনা পরিদর্শন করা যাইবে।

(খ) গৃহস্থালি গ্রাহক ব্যতীত অন্যান্য গ্রাহকের আঙ্গিনা স্থানীয়ভাবে বা কেন্দ্রীয়ভাবে বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত ভিজিল্যান্স টীম/পরিদর্শন টীম কর্তৃক নিম্নবর্ণিত সময়সীমার মধ্যে পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে:

(অ)	বাণিজ্যিক গ্রাহক	:	১ (এক) বৎসরে ন্যূনতম একবার।
(আ)	শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সিএনজি	:	যে সকল গ্রাহকের ঘণ্টা প্রতি লোড ৪ (চার) হাজার ঘনফুট বা এর উর্ধ্বে তাহাদের ক্ষেত্রে প্রতি ২ (দুই) মাসে ন্যূনতম একবার; যে সকল গ্রাহকের ঘণ্টা প্রতি লোড ৪ (চার) হাজার ঘনফুটের নিম্নে তাহাদের ক্ষেত্রে প্রতি ৪ (চার) মাসে ন্যূনতম একবার।
(ই)	চা-বাগান	:	প্রতি বছরে ন্যূনতম দুইবার।
(ঈ)	বিদ্যুৎ ও সার কারখানা	:	প্রতি ২ (দুই) মাসে ন্যূনতম একবার।

(গ) গ্রাহকের আঙ্গিনা পরিদর্শনকালে রাইজার, আরএমএস, অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন ও ব্যবহৃত গ্যাস সরঞ্জাম এ লিকেজ বা অন্য কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে গ্রাহক কর্তৃক নিজ ব্যয়ে কোম্পানির অনুমোদিত ঠিকাদার/জনবল দ্বারা মেরামত করিতে হইবে;

(ঘ) এছাড়াও প্রতি ২ (দুই) বছরে ন্যূনতম একবার গ্রাহক নিজ উদ্যোগ ও ব্যয়ে কোম্পানির অনুমোদিত ঠিকাদার/জনবল দ্বারা অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন ও ব্যবহৃত গ্যাস সরঞ্জাম পরীক্ষা করিবে এবং লিকেজ বা অন্য কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে তাহা মেরামত করিতে হইবে।

(৩) ভিজিল্যান্স/পরিদর্শন টীম গ্রাহক আঙ্গিনায় স্থাপিত রাইজার, আরএমএস, অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন, ব্যবহৃত গ্যাস সরঞ্জাম, সার্ভিস লাইন ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং মিটার রিডিং বই/কার্ড যাচাই-বাছাই করিয়া পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে। পরিদর্শন প্রতিবেদনে পরিদর্শন দলের সদস্যবৃন্দের এবং গ্রাহক/গ্রাহক প্রতিনিধির যৌথ স্বাক্ষর নিশ্চিত করিয়া নিয়ন্ত্রণকারী অফিসে বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে। পরিদর্শন পরবর্তী গ্রাহকের কোনো করণীয় থাকিলে তাহা সংশ্লিষ্ট অফিসের মাধ্যমে গ্রাহককে অবহিত করিতে হইবে।

(৪) নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে গ্রাহকদের মিটার রিডিং গ্রহণকালে উক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া প্রয়োজনে পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাইবে। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট জোন/জোবিঅ/আবিকা প্রধান তাহার অফিসের কর্মকর্তা সহযোগে গ্রাহক আঙ্গিনা পরিদর্শন করিতে পারিবে এবং ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন প্রস্তুত করিয়া তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার নিকট পেশ করিবে।

(৫) কোম্পানির কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স ডিভিশন/ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক কোম্পানির সকল এলাকা/অঞ্চল/জোবিঅ এর আওতায় গ্রাহকদের আঙ্গিনা ও গ্যাস স্থাপনা পরিদর্শন করিবেন, খেলাপি গ্রাহক চিহ্নিত করিবেন, অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত বা কম হারে গ্যাস ব্যবহার, অবৈধ গ্যাস ব্যবহার এবং অবৈধ পাইপলাইন ও স্থাপনা স্থাপন ইত্যাদি হইতেছে কিনা বা হয়েছে কিনা তা যাচাইকরণ, পর্যবেক্ষণ, পরিদর্শন করিবেন এবং প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন।

(৬) প্রয়োজনে কোম্পানির উপযুক্ত প্রতিনিধি বা ভিজিল্যান্স টীম এবং পেট্রোবাংলা বা কোম্পানি পরিচালনা পর্ষদ বা সরকার কর্তৃক মনোনীত/নিয়োগকৃত প্রতিনিধি বা কমিশন কর্তৃক ভিজিল্যান্স টীম/কর্মকর্তা যে কোনো সময় যে কোনো গ্রাহক আঙ্গিনা বা স্থাপনা পরিদর্শন করিতে পারিবে।

(৭) মিটারে ইভিসি স্থাপিত থাকিলে এবং তাহা অনলাইন মনিটরিং এর আওতায় থাকিলে যে কোনো বিরুপ মেসেজ পাওয়ার সাথে সাথে কোম্পানির উপযুক্ত প্রতিনিধি/টীমকে মিটারিং স্টেশন টি ভিজিট করিতে হইবে ও ডাটা ডাউনলোডপূর্বক গ্যাস ব্যবহার পরিবীক্ষণ করিতে হইবে। অনলাইন মনিটরিং এর আওতায় না থাকিলে ন্যূনতম প্রতি ৪ (চার) মাস অন্তর ডাটা ডাউনলোডপূর্বক গ্যাস ব্যবহার পরিবীক্ষণ করিতে হইবে।

(৮) পরিচয় পত্রসহ কোম্পানির/সরকারি/পেট্রোবাংলার বৈধ প্রতিনিধি পরিদর্শনের সময় গ্রাহক তাহাকে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকিবেন এবং গ্রাহক বাধা প্রদান করিলে অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ১৬ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(৯) অনুমোদিত লোকবল ব্যতীত অন্য কেহ গ্রাহক আঙ্গিনা পরিদর্শন করিতে পারিবেন না। কোম্পানির ভিতর বা বাহির হইতে অননুমোদিত কোন ব্যক্তি গ্রাহক আঙ্গিনা পরিদর্শন করিয়া গ্রাহক হয়রানি করিতেছে কিনা তাহা নজরদারিতে রাখিতে হইবে এবং তাহাদেরকে চিহ্নিত করিয়া আইনের আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে। এ বিষয়ে গ্রাহকদের সচেতনতা ও অবহিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(১০) পরিদর্শন প্রতিবেদনে কোম্পানির মনোনীত প্রতিনিধি এবং গ্রাহক বা গ্রাহক প্রতিনিধিকে যৌথভাবে স্বাক্ষর করিতে হইবে। তবে, পরিদর্শন প্রতিবেদনে গ্রাহক বা গ্রাহক প্রতিনিধি স্বাক্ষর না করিলে পরিদর্শন পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যাবলি রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে/বিশেষ বাহক মারফত/ইলেকট্রনিক মাধ্যমে গ্রাহককে অবহিত করিতে হইবে। যদি গ্রাহক গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে গ্রাহক আঙ্গিনায় ঝুলাইয়া দিতে হইবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে।

৩৮। **অনলাইন মনিটরিং।**—গ্রাহক কত চাপ ও তাপমাত্রায় কি পরিমাণ গ্যাস ব্যবহার করিতেছে এবং ঘন্টা প্রতি, দৈনিক, মাসিক গ্যাস ব্যবহার মনিটরিং এর জন্য অনলাইন মনিটরিং সিস্টেম চালু করিতে হইবে। স্মার্ট প্রি-পেইড মিটারের মাধ্যমে গৃহস্থালি গ্রাহকদের গ্যাস ব্যবহার মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে। একইভাবে সকল শ্রেণির গ্রাহকদের পর্যায়ক্রমে অনলাইন মনিটরিং এর আওতায় আনয়ন করিতে হইবে। সকল কোম্পানি অনলাইন মনিটরিং কন্ট্রোল রুম স্থাপন করিবে। ২৪ ঘন্টা রাউন্ড দা ক্লক মনিটরিং এর আওতায় থাকিবে। গ্রাহককে চুক্তি অনুযায়ী অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহার করিতে দেয়া যাইবে না। গ্যাস মিটারিং স্টেশনসমূহে অবৈধ হস্তক্ষেপ ও অননুমোদিত অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। অনলাইন মনিটরিং এর মাধ্যমে এলাকা ও গ্রাহক শ্রেণি ভিত্তিক গ্যাস সরবরাহ ও ভোগ হিসাব করিয়া এলাকা ও শ্রেণিভিত্তিক হিসাব বর্হিভূত গ্যাস এর পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

নিয়ম বহির্ভূত কার্যক্রম ও ক্ষতিপূরণ আদায়

অংশ-১

অতিরিক্ত লোড

৩৯। **অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহার।**— নির্ধারিত মাসিক লোড হইতে বেশী হারে গ্যাস ব্যবহার করা যাইবে না। অনুমোদিত মাসিক লোড হইতে বেশী হারে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ১২(২) অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

অংশ-২

গ্যাস কারচুপি ও ক্ষতিপূরণ আদায়

৪০। **গ্যাস কারচুপি বা নিয়ম বহির্ভূত কার্যক্রমের জন্য অতিরিক্ত বিল ও ক্ষতিপূরণ আদায়।**—বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর অধ্যায় ৬ এর ধারা (১০), (১১) ও (১২) অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের কতিপয় অপরাধসমূহ চিহ্নিত করে বিভিন্ন পরিমাণে অর্থদণ্ড বা কারাদণ্ডের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। ২০২৬ সালে ধারা ১০ সংশোধন করা হয়েছে। উক্ত আইনের ধারা (২০) অনুযায়ী উক্ত অর্থদণ্ড বা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবার কারণে গ্যাস বিতরণকারী কোম্পানিসমূহের কারচুপিকৃত গ্যাসের মূল্য ও গ্যাস সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ক্ষতিপূরণ আদায়ের দাবির দায়-দায়িত্ব ব্যাহত বা ক্ষুন্ন করে না। কারচুপিকৃত হিসাব বহির্ভূত (Uncounted) গ্যাসের পরিমাণ ও মূল্য নির্ধারণে নিম্নের গাইডলাইন অনুসরণ করিতে হইবে। গ্যাস কোম্পানিসমূহের নিকট গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগের জন্য গ্যাস লাইন নির্মাণ বা গ্যাস লাইন কমিশনিং বা চুলা/সরঞ্জাম বর্ধিতকরণের বা রেগুলেটরের চাপ সেটকরণ ও সিলকরণ বা পূর্বে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের বা সর্বশেষ পরিদর্শনের এবং অবৈধ সংযোগ শনাক্তকরণ ও শনাক্তকরণ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন বা নিয়মিত করিবার তারিখ/সময় এর তথ্যাদি রেকর্ডভুক্ত করিতে হইবে। উক্ত রেকর্ড এর ভিত্তিতে নিম্নরূপে বিল/অতিরিক্ত বিল ও ক্ষতিপুরণ আদায় করিতে হইবে—

(১) মিটারবিহীন গৃহস্থালি শ্রেণির গ্রাহক অবৈধ গ্যাস ব্যবহারকারী হিসাবে গ্যাস কারচুপি বা বিধি বহির্ভূত কার্যক্রম গ্রহণ করিলে অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণসহ আরোপযোগ্য বিল/অতিরিক্ত বিল ও ক্ষতিপূরণ হিসাব করিয়া দাবীকৃত পাওনাদি (বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ২০ অনুযায়ী এই আইনে দণ্ডিত হওয়ার কারণে গ্যাস বিতরণ বা সরবরাহকারীর পাওনা অর্থ পরিশোধের দায়-দায়িত্ব ব্যাহত বা ক্ষুন্ন করে না) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায় করিতে হইবে—

(ক) **সরবরাহ লাইন বা অন্য কোনো গ্রাহকের লাইন বা রাইজার বা আরএমএস বা সরঞ্জাম বা স্থাপনা হইতে বা অবৈধ বিতরণ লাইন হইতে সংযোগ স্থাপন করিয়া অথবা পাইপলাইন, আরএমএস, রাইজার বা অন্য উপায়ে অবৈধভাবে স্থাপন করিয়া নিজে বা ঠিকাদার বা অন্য কাহারও সহায়তায় বা প্ররোচনায় গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে** সংশ্লিষ্ট গ্যাস লাইনের নির্মাণ বা কমিশনিং বা পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসরের** গ্রাহকের স্থাপিত সকল গ্যাস সরঞ্জামের বিপরীতে ফ্লাট রেইটে এবং অন্যান্য সরঞ্জামের ক্ষেত্রে, যদি থাকে, প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড নির্ধারণ করিয়া গ্যাস বিল এবং বিধি বহির্ভূত কার্যক্রমের জন্য অতিরিক্ত হিসাবে আরও **১ (এক) বৎসরের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে। অনাদায়ে বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ২০ (২) ও ২২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। অবৈধ সংযোগ শনাক্তকরণের ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে এবং পাশাপাশি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করিয়া কোম্পানির অনুকূলে গ্যাস পাইপলাইন মালামালসহ ব্যবহৃত গ্যাস সরঞ্জামাদি জব্দ করিতে হইবে;

(খ) **গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত কোনো শর্ত ভঙ্গের কারণে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণের পর অননুমোদিত বা অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে** পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ বা অবৈধ গ্যাস ব্যবহার শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত এবং উক্তরূপ শনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহকের অনুমোদিত ও সংযোজিত সরঞ্জামাদির মোট ফ্লাট রেইটে হিসাবকৃত বিলের মধ্যে যাহা অধিক হইবে উহার ভিত্তিতে গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত সরঞ্জামাদির ভিত্তিতে **২ (দুই) বৎসরের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে। অনাদায়ে বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ২০ (২) ও ২২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এক্ষেত্রে সংযোগটি স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হইবে এবং পাশাপাশি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করিয়া কোম্পানির অনুকূলে গ্যাস পাইপলাইন মালামালসহ ব্যবহৃত গ্যাস সরঞ্জামাদি জব্দ করিতে হইবে;

(গ) **রেগুলেটর অননুমোদিতভাবে বা অবৈধভাবে বা পুনঃস্থাপন বা চাপ পুনর্নির্ধারণ করিয়া নির্ধারিত চাপের অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে** পূর্বে চাপ সেটকরণ বা রেগুলেটর সীলকরণ বা সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখে সীল সঠিক পাওয়া গেলে, ঐ তারিখ হইতে কারচুপি শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত এবং উক্তরূপ শনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা অনুমোদিত চাপে পুনঃসেটকরণ পূর্বক রেগুলেটর সীলকরণ বা নিয়মিতকরণের সময় পর্যন্ত রেগুলেটর সর্বোচ্চ যেই চাপে সেট করা সম্ভব সেই চাপের ভিত্তিতে স্থাপিত গ্যাস সরঞ্জামের ক্ষমতা হিসাব করিয়া তদনুযায়ী আনুপাতিক হারে ফ্লাট রেইটের ভিত্তিতে অতিরিক্ত বিল এবং অনুমোদিত সরঞ্জামাদির ভিত্তিতে **১ (এক) বৎসরের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে;

(ঘ) **অনুমোদিত সংখ্যার অতিরিক্ত চুলা ব্যবহার বা অননুমোদিত ডিভাইস (বুস্টার/কম্প্রেসর ইত্যাদি) স্থাপনপূর্বক গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে** গ্যাস লাইন কমিশনিং এর তারিখ বা চুলা বর্ধিতকরণের তারিখ বা সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ বা গ্যাস লাইন পুনঃসংযোগের তারিখ বা চুলা স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বন্ধকরণের তারিখ হইতে শুরু করিয়া কারচুপি শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত এবং উক্তরূপ শনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত স্থাপনার বিপরীতে ফ্লাট রেইটের ভিত্তিতে গ্যাস বিল এবং পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **১ (এক) বৎসরের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে এবং অননুমোদিত স্থাপনা জব্দ করিতে হইবে;

(ঙ) **পরিত্যক্ত রাইজার হইতে অননুমোদিত বা অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ করিয়া গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে** ইতঃপূর্বে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হইতে কারচুপি শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত এবং উক্তরূপ শনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত পরিদর্শনে প্রাপ্ত একক বা দ্বৈত চুলার মোট সংখ্যা অনুযায়ী ফ্লাট রেইটের ভিত্তিতে এবং অন্যান্য সরঞ্জামের ক্ষেত্রে, যদি থাকে, প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড নির্ধারণ করিয়া গ্যাস বিল এবং প্রাপ্ত সকল সরঞ্জামাদির ভিত্তিতে **২ (দুই) বৎসরের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে। অনাদায়ে বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ২০ (২) ও ২২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

(চ) **যেই উদ্দেশ্যে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে** ইতঃপূর্বে কোম্পানির কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন বা গ্যাস লাইন পুনঃসংযোগ বা সরঞ্জাম বর্ধিতকরণ বা কমিশনিং এর তারিখ হইতে ভিন্ন উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর** এবং উক্তরূপ শনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত যেই উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার পাওয়া যাইবে উহার জন্য প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুযায়ী হিসাব করিয়া মাসিক লোডের ভিত্তিতে অতিরিক্ত বিল এবং অনুমোদিত সরঞ্জামাদির বিপরীতে ফ্লাট রেইটে **২ (দুই) বৎসরের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে। অনাদায়ে বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ২০ (২) ও ২২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

(ছ) কোনো গ্রাহক কর্তৃক একই সময়ে একাধিক অপরাধ সংঘটিত হইলে, সংঘটিত অপরাধসমূহের জন্য প্রযোজ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ অতিরিক্ত বিল এবং সকল অপরাধের জন্য প্রযোজ্য ক্ষতিপূরণ আরোপযোগ্য হইবে;

(জ) সরকারি/কোম্পানির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাময়িক গ্যাস ব্যবহার বন্ধকালীন সময়ে গ্যাস ব্যবহার করিলে, ৫০০ (পাঁচশত) টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানি অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে।

(২) **মিটারযুক্ত গৃহস্থালি (প্রি-পেইড ও পোস্ট পেইড)** গ্রাহক গ্যাস কারচুপি বা অননুমোদিত গ্যাস ব্যবহার করিলে অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণসহ আরোপযোগ্য বিল ও ক্ষতিপূরণ হিসাব করিয়া (বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ২০ অনুযায়ী এই আইনে দন্ডিত হওয়ার কারনে গ্যাস বিতরণ বা সরবরাহকারীর পাওনা অর্থ পরিশোধের দায়-দায়িত্ব ব্যাহত বা ক্ষুন্ন করে না) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায় করিতে হইবে—

(ক) **মিটার বাইপাস বা প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করিয়া গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে** সংশ্লিষ্ট গ্যাস লাইনের নির্মাণ বা কমিশনিং বা পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর** এবং উক্তরূপ শনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহকের অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক হইবে সেই লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোড অনুযায়ী অতিরিক্ত বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **১ (এক) বৎসরের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে;

(খ) **মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপ বা বিপরীতমুখী বা উল্টোভাবে মিটার স্থাপন অথবা মিটার বা আরএমএস বা রাইজারের সীল বা যান্ত্রিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিয়া গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে** ইতঃপূর্বে কোম্পানির কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন বা গ্যাসলাইন পুনঃসংযোগ বা সরঞ্জাম বর্ধিতকরণ বা কমিশনিং এর তারিখ হইতে গ্যাস কারচুপি শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত, **সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর** এবং উক্তরূপ শনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা মিটার সীলকরণ বা মিটার পরিবর্তনের তারিখ পর্যন্ত সময়ে প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক সেই লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোড হিসাবে অতিরিক্ত বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **১ (এক) বৎসরের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে;

(গ) **সরবরাহ লাইন বা অন্য কোনো গ্রাহকের লাইন বা আরএমএস বা সরঞ্জাম বা স্থাপনা হইতে বা অবৈধ বিতরণ লাইন হইতে সংযোগ স্থাপন করিয়া অথবা পাইপলাইন, আরএমএস, রাইজার বা অন্য উপায়ে অবৈধভাবে স্থাপন করিয়া নিজে বা ঠিকাদার বা অন্য কাহারও সহায়তায় বা প্ররোচনায় গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে** সংশ্লিষ্ট গ্যাস লাইনের নির্মাণ বা কমিশনিং বা পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর** এবং উক্তরূপ শনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহকের সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড হিসাব করিয়া উহার ভিত্তিতে গ্যাস বিল এবং সংযোজিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **১ (এক) বৎসরের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে। অনাদায়ে বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ২০ (২) ও ২২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করিয়া কোম্পানির অনুকূলে গ্যাস পাইপলাইন মালামালসহ ব্যবহৃত গ্যাস সরঞ্জামাদি জব্দ করিতে হইবে;

(ঘ) **গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত কোনো শর্ত ভঙ্গের কারণে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণের পর অননুমোদিত বা অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে** পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা পরিদর্শনের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ বা অবৈধ গ্যাস ব্যবহার শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর** এবং উক্তরূপ শনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক হইবে উক্ত লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড নির্ধারণ করিয়া তদনুযায়ী গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **১ (এক) বৎসরের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে। অনাদায়ে বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ২০ (২) ও ২২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এক্ষেত্রে সংযোগটি স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হইবে এবং পাশাপাশি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করিয়া কোম্পানির অনুকূলে গ্যাস পাইপলাইন মালামালসহ ব্যবহৃত গ্যাস সরঞ্জামাদি জব্দ করিতে হইবে;

(ঙ) **রেগুলেটর বা রেগুলেটরের চাপ অননুমোদিতভাবে বা অবৈধভাবে পরিবর্তন বা পুনঃস্থাপন বা পুনর্নির্ধারণ করিয়া নির্ধারিত চাপের অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে** পূর্বে চাপ সেটকরণের তারিখ বা রেগুলেটর সীলকরণের তারিখ বা সর্বশেষ পরিদর্শনে সীল সঠিক পাওয়ার তারিখ হইতে কারচুপি শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর** এবং উক্তরূপ শনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা অনুমোদিত চাপে পুনঃসেটকরণ পূর্বক রেগুলেটর সীলকরণ বা নিয়মিতকরণের সময় পর্যন্ত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চাপের ভিত্তিতে হিসাব করিয়া সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুসারে পুনর্নির্ধারিত লোডের ৫০% নির্ধারণ করিয়া এবং সর্বোচ্চ চাপের ভিত্তিতে নির্ণেয় প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারের মধ্যে যাহা অধিক হইবে উহার ভিত্তিতে অতিরিক্ত বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **৩ (তিন) মাসের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে;

(চ) **অনুমোদিত ঘন্টা প্রতি লোড অতিক্রম করিয়া গ্যাস ব্যবহার বা কৃত্রিম ডিভাইস (বুস্টার/কম্প্রেসর ইত্যাদি) স্থাপনপূর্বক গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে** উক্ত প্রতিষ্ঠানের সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুযায়ী মাসিক লোড পুনর্নির্ধারণ করিতে হইবে। গ্যাস লাইন কমিশনিং বা সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ হইতে শুরু করিয়া অনুমোদিত ঘন্টা প্রতি লোড অতিক্রম বা বুস্টার/কম্প্রেসর শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সর্বোচ্চ **১ (এক) বৎসর** এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্তরূপ শনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে গ্যাস বিল সংশোধন করিয়া অতিরিক্ত বিল

আদায়যোগ্য হইবে। অধিকন্তু, পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **৩ (তিন) মাসের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে এবং অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড অতিক্রম করা স্থাপনা, বুস্টার বা কম্প্রেসর জব্দ করিতে হইবে। তবে, অনুমোদিত স্থাপনার বিপরীতে কোনো হস্তক্ষেপ ব্যতীত ঘণ্টা প্রতি লোড অতিরিক্ত পাওয়া গেলে এবং উহা মিটার ক্ষমতার মধ্যে ও মাসিক গ্যাস ব্যবহার অনুমোদিত লোডের মধ্যে থাকিলে সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ শনাক্তকরণের তারিখ হইতে ১ (এক) মাসের মধ্যে দীর্ঘদিন ব্যবহারজনিত কারণে অতিরিক্ত ক্ষমতার সরঞ্জাম প্রতিস্থাপন/ পরিবর্তন না করিলে গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে এবং প্রযোজ্যমতে অতিরিক্ত বিল ও ক্ষতিপূরণ ধার্য হইবে;

(ছ) **পরিত্যক্ত রাইজার বা পরিত্যক্ত আরএমএস হইতে অননুমোদিত বা অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ করিয়া গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে** ইতঃপূর্বে সম্পাদিত পরিদর্শন বা সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর** এবং উক্তরূপ শনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক হইবে উক্ত লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড নির্ধারণ করিয়া তদনুযায়ী গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **১ (এক) বৎসরের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে। অনাদায়ে বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ২০ (২) ও ২২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

(জ) **যেই উদ্দেশ্যে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে** ইতঃপূর্বে কোম্পানির কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন বা গ্যাস লাইন পুনঃসংযোগ বা সরঞ্জাম বর্ধিতকরণ বা কমিশনের তারিখ হইতে ভিন্ন উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর** এবং উক্তরূপ শনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত যেই উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার পাওয়া যাইবে উহার জন্য প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুযায়ী হিসাব করিয়া পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে অতিরিক্ত বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **১ (এক) বৎসরের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে। অনাদায়ে বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ২০ (২) ও ২২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

(ঝ) কোনো গ্রাহক কর্তৃক একই সময়ে একাধিক অপরাধ সংঘটিত হইলে, সংঘটিত অপরাধসমূহের জন্য প্রযোজ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ অতিরিক্ত বিল এবং সকল অপরাধের জন্য প্রযোজ্য ক্ষতিপূরণ আরোপযোগ্য হইবে;

(ঞ) সরকারি/কোম্পানির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্যাস ব্যবহার বন্ধকালীন সময়ে গ্যাস ব্যবহার করিলে ১ (এক) হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানি অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে;

(ট) মিটার বিকলকালীন সময়ে অনুমোদন অতিরিক্ত ঘণ্টা প্রতি লোড সম্পন্ন স্থাপনা সংযোজন করিলে বা অনুমোদন অতিরিক্ত ঘণ্টা প্রতি লোড সম্পন্ন স্থাপনা সংযোজনের ফলে মিটার বিকল হইলে, ইতঃপূর্বে কোম্পানির কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন/গ্যাস লাইন পুনঃসংযোগ/সরঞ্জাম বর্ধিতকরণ/ কমিশনিংয়ের তারিখ হইতে গ্যাস কারচুপি শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বৎসর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/মিটার সীলকরণ/মিটার পরিবর্তনের তারিখ পর্যন্ত সময়ে সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোড হিসাবে অতিরিক্ত বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ২ (দুই) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

(৩) বাণিজ্যিক গ্রাহক গ্যাস কারচুপি বা অননুমোদিত গ্যাস ব্যবহার করিলে অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণসহ আরোপযোগ্য বিল ও ক্ষতিপূরণ হিসাব করিয়া (বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ২০ অনুযায়ী এই আইনে দন্ডিত হওয়ার কারণে গ্যাস বিতরণ বা সরবরাহকারীর পাওনা অর্থ পরিশোধের দায়-দায়িত্ব ব্যাহত বা ক্ষুন্ন করে না) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায় করিতে হইবে—

(ক) **মিটার বাইপাস বা প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করিয়া গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে** সংশ্লিষ্ট গ্যাস লাইনের নির্মাণ বা কমিশনিং বা পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর** এবং উক্তরূপ শনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক হইবে সেই লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোড অনুযায়ী অতিরিক্ত বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **১ (এক) বৎসরের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে;

(খ) **মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপ বা বিপরীতমুখী বা উল্টোভাবে মিটার স্থাপন অথবা মিটার বা আরএমএস বা রাইজার এর সীল বা যান্ত্রিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিয়া গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে** ইতঃপূর্বে কোম্পানির কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন বা গ্যাস লাইন পুনঃসংযোগ বা সরঞ্জাম বর্ধিতকরণ বা কমিশনিং এর তারিখ হইতে গ্যাস কারচুপি শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় **সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর**

এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা মিটার সীলকরণ বা মিটার পরিবর্তনের তারিখ পর্যন্ত সময়ে প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক সেই লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোড হিসাবে অতিরিক্ত বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **১ (এক) বৎসরের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে;

(গ) **সরবরাহ লাইন বা অন্য কোনো গ্রাহকের স্থাপনা বা সরঞ্জাম বা সার্ভিস লাইন বা অভ্যন্তরীণ লাইন বা অন্য উৎস হইতে বা অবৈধ বিতরণ লাইন হইতে সংযোগ স্থাপন করিয়া অথবা পাইপলাইন, আরএমএস, রাইজার বা অন্য উপায়ে অবৈধভাবে স্থাপন করিয়া বা পরিবহন করিয়া নিজে বা ঠিকাদার বা অন্য কাহারও সহায়তায় বা প্ররোচনায় গ্যাস ব্যবহার করিলে** সংশ্লিষ্ট গ্যাস সরবরাহ লাইনের নির্মাণ বা কমিশনিং বা পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর** এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত শনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠান বা অবৈধ গ্যাস ব্যবহারকারীর জন্য সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড নির্ধারণ করিয়া তাহার ভিত্তিতে গ্যাস বিল এবং সংযোজিত লোডের ভিত্তিতে **১ (এক) বৎসরের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে। অনাদায়ে বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ২০ (২) ও ২২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করিয়া কোম্পানির অনুকূলে গ্যাস পাইপলাইন মালামালসহ ব্যবহৃত গ্যাস সরঞ্জামাদি জব্দ করিতে হইবে;

(ঘ) **গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত কোনো শর্ত ভঙ্গের কারণে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণের পর অননুমোদিত বা অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে** পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা পরিদর্শনের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ বা অবৈধ গ্যাস ব্যবহার শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর** এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত শনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক হইবে সেই লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড নির্ধারণ করিয়া সেই অনুযায়ী গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **১ (এক) বৎসরের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে। অনাদায়ে বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ২০ (২) ও ২২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এক্ষেত্রে সংযোগটি স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হইবে এবং পাশাপাশি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করিয়া কোম্পানির অনুকূলে গ্যাস পাইপলাইন মালামালসহ ব্যবহৃত গ্যাস সরঞ্জামাদি জব্দ করিতে হইবে;

(ঙ) **রেগুলেটর বা রেগুলেটরের চাপ অননুমোদিতভাবে বা অবৈধভাবে পুনঃস্থাপন/ পরিবর্তন বা পুনর্নির্ধারণ করিয়া নির্ধারিত চাপের অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে**—

(অ) **গ্রাহক কর্তৃক অননুমোদিতভাবে বা অবৈধভাবে রেগুলেটর পুনঃস্থাপন/ পরিবর্তন এর মাধ্যমে অনুমোদিত চাপের চেয়ে অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার পরিলক্ষিত হইলে** ইতঃপূর্বে চাপ সেটকরণ বা রেগুলেটর সীলকরণ বা সর্বশেষ পরিদর্শনের (সীল সঠিক পাওয়া গেলে) তারিখ হইতে কারচুপি শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর** এবং উক্ত শনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা অনুমোদিত চাপে পুনঃসেটকরণপূর্বক রেগুলেটর সীলকরণ বা নিয়মিতকরণের সময় পর্যন্ত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চাপের ভিত্তিতে হিসাবকৃত সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও প্রযোজ্য চালনাধীচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুসারে **দৈনিক গ্যাস ব্যবহারের সময় ১৬ ঘণ্টার নিম্নে এরূপ গ্রাহকের ক্ষেত্রে পুনর্নির্ধারিত লোডের ৫০% এবং দৈনিক গ্যাস ব্যবহারের সময় ১৬ ঘণ্টা বা ১৬ ঘণ্টার উর্ধ্বে হইলে এরূপ গ্রাহকের ক্ষেত্রে পুনর্নির্ধারিত লোডের ৬০% নির্ধারণ** করিয়া এবং সর্বোচ্চ চাপের ভিত্তিতে নির্ণেয় প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারের মধ্যে যাহা অধিক তাহার ভিত্তিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **১ (এক) বৎসরের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে;

(আ) গ্রাহক কর্তৃক রেগুলেটরে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অনুমোদিত চাপের চেয়ে অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার পরিলক্ষিত হইলে সর্বশেষ চাপ সেটকরণ বা রেগুলেটর সীলকরণ বা সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ হইতে অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর** এবং শনাক্তকরণের তারিখ হইতে অনুমোদিত চাপে পুনঃসেট করিয়া রেগুলেটর সীলকরণ বা চাপ নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহারজনিত কারণে গ্যাস বিল সংশোধন করিয়া অতিরিক্ত বিল এবং **১ (এক) বৎসরের** সংশোধিত বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে;

(ই) রেগুলেটরে হস্তক্ষেপ না করিয়া অনুমোদিত চাপের চেয়ে অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার পরিলক্ষিত হইলে সর্বশেষ চাপ সেটকরণ বা রেগুলেটর সীলকরণ বা সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ হইতে উচ্চচাপে গ্যাস ব্যবহার শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর** এবং উক্তরূপ শনাক্তকরণের তারিখ হইতে অনুমোদিত চাপে পুনঃসেট করিয়া রেগুলেটর সীলকরণ বা চাপ নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহারজনিত কারণে গ্যাস বিল সংশোধন করিয়া অতিরিক্ত বিল গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

(চ) **অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড অতিক্রম করিয়া গ্যাস ব্যবহার বা কৃত্রিম ডিভাইস (বুস্টার/কম্প্রেসর ইত্যাদি) স্থাপনপূর্বক গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে** প্রতিষ্ঠানের সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুযায়ী মাসিক লোড পুনর্নির্ধারণ করিতে হইবে। গ্যাস লাইন কমিশনিং বা সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ হইতে শুরু করিয়া অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড অতিক্রম বা বুস্টার/কম্প্রেসর শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর** এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্তরূপ শনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে গ্যাস বিল সংশোধন করিয়া অতিরিক্ত বিল আদায়যোগ্য হইবে। অধিকন্তু, পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **৩ (তিন) মাসের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে এবং অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড অতিক্রম করা স্থাপনা বা বুস্টার/কম্প্রেসর জব্দ করিতে হইবে। তবে, অনুমোদিত স্থাপনার বিপরীতে হস্তক্ষেপ ব্যতীত ঘণ্টা প্রতি লোড অতিরিক্ত পাওয়া গেলে এবং উহা মিটার ক্ষমতার মধ্যে ও মাসিক গ্যাস ব্যবহার অনুমোদিত লোডের মধ্যে থাকিলে সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ শনাক্তকরণের তারিখ হইতে **১ (এক) মাসের** মধ্যে দীর্ঘদিন ব্যবহারজনিত কারণে অতিরিক্ত ক্ষমতার সরঞ্জাম প্রতিস্থাপন/পরিবর্তন না করিলে গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন হইবে এবং প্রযোজ্যমতে অতিরিক্ত বিল ও ক্ষতিপূরণ ধার্য হইবে;

(ছ) **পরিত্যক্ত রাইজার বা পরিত্যক্ত আরএমএস হইতে অননুমোদিত বা অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ করিয়া গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে** ইতঃপূর্বে সম্পাদিত পরিদর্শন বা সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর** এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্তরূপ শনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক হইবে সেই লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড নির্ধারণ করিয়া সেই অনুযায়ী গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **১ (এক) বৎসরের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে। অনাদায়ে বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ২০ (২) ও ২২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

(জ) **যেই উদ্দেশ্যে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে** গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হবে। ইতঃপূর্বে কোম্পানির কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন/গ্যাস লাইন পুনঃসংযোগ/সরঞ্জাম বর্ধিতকরণ/কমিশনের তারিখ হইতে ব্যবসার ধরন পরিবর্তন/ব্যবহারের ধরন পরিবর্তন/শ্রেণি বা উপ-শ্রেণি পরিবর্তন/

সরঞ্জামের গ্যাস ব্যবহারে বিভক্তি ইত্যাদি শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় **সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর** এবং উক্তরূপ শনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণ/নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত যেই উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার পাওয়া যাইবে তাহার জন্য প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড হিসাব করিয়া অনুমোদিত মাসিক লোড অপেক্ষা বেশী হইলে সেই ক্ষেত্রে পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে অতিরিক্ত বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **৩ (তিন) মাসের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে। অনাদায়ে বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ২০ (২) ও ২২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

(ঝ) কোনো গ্রাহক কর্তৃক একই সময়ে একাধিক অপরাধ সংঘটিত হইলে, সংঘটিত অপরাধসমূহের জন্য প্রযোজ্য অনুযায়ী **সর্বোচ্চ অতিরিক্ত বিল** এবং সকল অপরাধের জন্য **প্রযোজ্য ক্ষতিপূরণ** আরোপযোগ্য হইবে;

(ঞ) সরকারি/কোম্পানির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্যাস ব্যবহার বন্ধকালীন সময়ে গ্যাস ব্যবহার করিলে **২০ (বিশ) হাজার টাকা** ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানি অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে;

(ট) মিটার বিকলকালীন সময়ে অনুমোদন অতিরিক্ত ঘন্টা প্রতি লোড সম্পন্ন স্থাপনা সংযোজন করিলে বা অনুমোদন অতিরিক্ত ঘন্টা প্রতি লোড সম্পন্ন স্থাপনা সংযোজনের ফলে মিটার বিকল হইলে, ইতঃপূর্বে কোম্পানির কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন/গ্যাস লাইন পুনঃসংযোগ/সরঞ্জাম বর্ধিতকরণ/ কমিশনিংয়ের তারিখ হইতে গ্যাস কারচুপি শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সর্বোচ্চ **৩ (তিন) বৎসর** এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/মিটার সীলকরণ/মিটার পরিবর্তনের তারিখ পর্যন্ত সময়ে সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোড হিসাবে অতিরিক্ত বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **২ (দুই) মাসের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

(৪) শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার ও চা-বাগান গ্রাহক (ঘন্টা প্রতি লোড ৪ (চার) হাজার ঘনফুটের নিম্নে) গ্যাস কারচুপি বা অননুমোদিত গ্যাস ব্যবহার করিলে অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণসহ আরোপযোগ্য বিল ও ক্ষতিপূরণ হিসাব করিয়া (বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ২০ অনুযায়ী এই আইনে দন্ডিত হওয়ার কারনে গ্যাস বিতরণ বা সরবরাহকারীর পাওনা অর্থ পরিশোধের দায়-দায়িত্ব ব্যাহত বা ক্ষুণ্ন করে না)সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়ের করিতে হইবে—

(ক) **মিটার বাইপাস বা প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করিয়া গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে** সংশ্লিষ্ট গ্যাস লাইনের নির্মাণ বা কমিশনিং বা পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর** এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্তরূপ শনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন বা নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদিত ঘন্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক হইবে সেই লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোড অনুযায়ী অতিরিক্ত বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **১ (এক) বৎসরের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে;

(খ) **মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপ বা বিপরীতমুখী মিটার স্থাপন অথবা মিটার বা আরএমএস বা রাইজার এর সীল বা যান্ত্রিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিয়া গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে** ইতঃপূর্বে কোম্পানির কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন বা গ্যাস লাইন পুনঃসংযোগ বা সরঞ্জাম বর্ধিতকরণ বা কমিশনের তারিখ হইতে গ্যাস কারচুপি শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় **সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর** এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্তরূপ শনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা মিটার সীলকরণ বা মিটার পরিবর্তনের তারিখ পর্যন্ত সময়ে প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ঘন্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক সেই লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোড হিসাবে অতিরিক্ত বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **১ (এক) বৎসরের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে;

(গ) **সরবরাহ লাইন বা অন্য কোনো গ্রাহকের স্থাপনা বা সরঞ্জাম বা সার্ভিস লাইন বা অভ্যন্তরীণ লাইন বা অন্য উৎস হইতে বা অবৈধ বিতরণ লাইন হইতে সংযোগ স্থাপন করিয়া অথবা পাইপলাইন, আরএমএস, রাইজার বা অন্য উপায়ে অবৈধভাবে স্থাপন করিয়া বা অননুমোদিতভাবে পরিবহন করিয়া নিজে বা ঠিকাদার বা অন্য কাহারও সহায়তায় বা প্ররোচনায় গ্যাস ব্যবহার করিলে** সংশ্লিষ্ট গ্যাস লাইনের নির্মাণ বা কমিশনিং বা পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর** এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্তরূপ শনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠান বা অবৈধ গ্যাস ব্যবহারকারীর জন্য সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড হিসাব করিয়া তাহার ভিত্তিতে গ্যাস বিল এবং সংযোজিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **১ (এক) বৎসরের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে। অনাদায়ে বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ২০ (২) ও ২২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করিয়া কোম্পানির অনুকূলে গ্যাস পাইপলাইন মালামালসহ ব্যবহৃত গ্যাস সরঞ্জামাদি জব্দ করিতে হইবে;

(ঘ) **গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত কোনো শর্ত ভঙ্গের কারণে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণের পর অননুমোদিত বা অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে** পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা পরিদর্শনের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ বা অবৈধ গ্যাস ব্যবহার শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর** এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত শনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ঘন্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক হইবে সেই লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড নির্ধারণ করিয়া সেই অনুযায়ী গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **১ (এক) বৎসরের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে। অনাদায়ে বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ২০ (২) ও ২২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এক্ষেত্রে সংযোগটি স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হইবে এবং পাশাপাশি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করিয়া কোম্পানির অনুকূলে গ্যাস পাইপলাইন মালামালসহ ব্যবহৃত গ্যাস সরঞ্জামাদি জব্দ করিতে হইবে;

(ঙ) **রেগুলেটর বা রেগুলেটরের চাপ অননুমোদিতভাবে বা অবৈধভাবে পুনঃস্থাপন/ পরিবর্তন বা পুনর্নির্ধারণ করিয়া নির্ধারিত চাপের অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে—**

(অ) **গ্রাহক কর্তৃক অননুমোদিতভাবে বা অবৈধভাবে রেগুলেটর পুনঃস্থাপন/ পরিবর্তন এর মাধ্যমে অনুমোদিত চাপের চেয়ে অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার পরিলক্ষিত হইলে** পূর্বে চাপ সেটকরণ বা রেগুলেটর সীলকরণ বা সর্বশেষ পরিদর্শনের (সীল সঠিক পাওয়া গেলে) তারিখ হইতে কারচুপি শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর** এবং উক্তরূপ শনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা অনুমোদিত চাপে পুনঃসেটকরণপূর্বক রেগুলেটর সীলকরণ বা নিয়মিতকরণের সময় পর্যন্ত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চাপের ভিত্তিতে হিসাবকৃত সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোড ও প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুসারে **দৈনিক গ্যাস ব্যবহারের সময় ১৬ ঘন্টার নিম্নে হইলে পুনর্নির্ধারিত লোডের ৫০% এবং দৈনিক গ্যাস ব্যবহারের সময় ১৬ ঘন্টা বা ১৬ ঘন্টার উর্ধ্বে হইলে পুনর্নির্ধারিত লোডের ৬০% নির্ধারণ** করিয়া এবং সর্বোচ্চ চাপের ভিত্তিতে নির্ণেয় প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারের মধ্যে যাহা অধিক তাহার ভিত্তিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **১ (এক) বৎসরের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে;

(আ) গ্রাহক কর্তৃক রেগুলেটরে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অনুমোদিত চাপের চেয়ে অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার পরিলক্ষিত হইলে সর্বশেষ চাপ সেটকরণ বা রেগুলেটর সীলকরণ বা সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ হইতে উচ্চচাপে গ্যাস ব্যবহার শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর** এবং শনাক্তকরণের তারিখ হইতে অনুমোদিত চাপে পুনঃসেট করিয়া রেগুলেটর সীলকরণ বা চাপ নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহারজনিত কারণে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গ্যাস বিল সংশোধন করিয়া অতিরিক্ত বিল এবং **৩ (তিন) মাসের** সংশোধিত বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে;

(ই) রেগুলেটরে হস্তক্ষেপ না করিয়া অনুমোদিত চাপের চেয়ে অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার পরিলক্ষিত হইলে সর্বশেষ চাপ সেটকরণ বা রেগুলেটর সীলকরণ বা সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ হইতে উচ্চচাপে গ্যাস ব্যবহার শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর** এবং শনাক্তকরণের তারিখ হইতে অনুমোদিত চাপে পুনঃসেট করিয়া রেগুলেটর সীলকরণ বা চাপ নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহারজনিত কারণে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গ্যাস বিল সংশোধন করিয়া অতিরিক্ত বিল গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

(চ) **অনুমোদিত ঘন্টা প্রতি লোড অতিক্রম করিয়া গ্যাস ব্যবহার বা সার্ভিস লাইন বা আরএমএস বা অভ্যন্তরীণ লাইনে অননুমোদিত ডিভাইস (বুস্টার/কম্প্রেসর ইত্যাদি) স্থাপনপূর্বক গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে** প্রতিষ্ঠানের সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধীচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুযায়ী মাসিক লোড পুনর্নির্ধারণ করিতে হইবে। গ্যাস লাইন কমিশনিং বা সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ হইতে শুরু করিয়া অনুমোদিত ঘন্টা প্রতি লোড অতিক্রম বা বুস্টার/কম্প্রেসর শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর** এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্তরূপ শনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে গ্যাস বিল সংশোধন করিয়া অতিরিক্ত বিল আদায়যোগ্য হইবে। অধিকন্তু, পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **৩ (তিন) মাসের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে এবং অনুমোদিত ঘন্টা প্রতি লোড অতিক্রম করা স্থাপনা বা বুস্টার/কম্প্রেসর জব্দ করিতে হইবে। তবে, অনুমোদিত স্থাপনার বিপরীতে হস্তক্ষেপ ব্যতীত ঘন্টা প্রতি লোড অতিরিক্ত পাওয়া গেলে এবং উহা মিটার ক্ষমতার মধ্যে ও মাসিক গ্যাস ব্যবহার অনুমোদিত লোডের মধ্যে থাকিলে সেইক্ষেত্রে কোম্পানি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অতিরিক্ত ক্ষমতার সরঞ্জাম প্রতিস্থাপন/পরিবর্তন না করিলে গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন হইবে এবং প্রযোজ্যমতে অতিরিক্ত বিল ও ক্ষতিপূরণ ধার্য হইবে;

(ছ) **পরিত্যক্ত রাইজার বা পরিত্যক্ত আরএমএস হইতে অননুমোদিত বা অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ করিয়া গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে** ইতঃপূর্বে সম্পাদিত পরিদর্শন বা সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর** এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত শনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদিত ঘন্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক হইবে সেই লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড নির্ধারণ করিয়া সেই অনুযায়ী গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **১ (এক) বৎসরের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে। অনাদায়ে বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ২০ (২) ও ২২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

(জ) **যেই উদ্দেশ্যে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে** ইতঃপূর্বে কোম্পানির কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন/গ্যাস লাইন পুনঃসংযোগ/সরঞ্জাম বর্ধিতকরণ/কমিশনিং এর তারিখ হইতে ব্যবসার ধরণ পরিবর্তন/ব্যবহারের ধরণ পরিবর্তন/শ্রেণি বা উপ-শ্রেণি পরিবর্তন/সরঞ্জামের গ্যাস ব্যবহারে বিভক্তি ইত্যাদি শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় **সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর** এবং উক্ত শনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণ/নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত যেই উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার পাওয়া যাইবে তাহার জন্য প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড হিসাব করিয়া অনুমোদিত মাসিক লোড অপেক্ষা বেশী হইলে সেই ক্ষেত্রে পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে অতিরিক্ত বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **৩ (তিন) মাসের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ যাহা, **সর্বনিম্ন ১ (এক) লক্ষ টাকা** পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে। অনাদায়ে বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ২০ (২) ও ২২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

(ঝ) **ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণিভুক্ত গ্রাহক কর্তৃক অবৈধভাবে বাণিজ্যিক বা গৃহস্থালি কাজে বা চা-বাগান বা সিএনজি স্টেশন বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে** অবৈধ গ্যাস ব্যবহার শনাক্তকরণের সময় প্রাপ্ত বার্নার বা সরঞ্জামের ঘণ্টা প্রতি লোড এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুসারে মাসিক লোড নির্ধারণপূর্বক উক্ত লোডের ভিত্তিতে গ্যাস লাইন কমিশনিং এর তারিখ বা লোড বর্ধিতকরণের তারিখ বা সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ বা গ্যাস লাইন পুনঃসংযোগের তারিখ হইতে শুরু করিয়া গ্যাস কারচুপি শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময়ে, গৃহস্থালি ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের জন্য **সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর** এবং শিল্প বা সিএনজি স্টেশন

বা চা-বাগান শ্রেণির জন্য সর্বোচ্চ ৪ (চার) মাস এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্তরূপ শনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা নিয়মিতকরণ এর তারিখ পর্যন্ত নির্ধারিত হারে অতিরিক্ত বিল এবং সকল ক্ষেত্রে অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **৩ (তিন) মাসের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ যাহা **সর্বনিম্ন ১ (এক) লক্ষ টাকা** পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে। অনাদায়ে বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ২০ (২) ও ২২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

(ঞ) সিএমএস/আরএমএস এর বিভিন্ন রান বা অভ্যন্তরীণ পাইপলাইনের মধ্যে আন্তঃসংযোগের মাধ্যমে গ্যাস ব্যবহার করিলে প্রাপ্ত সকল স্থাপনার ভিত্তিতে পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **১ (এক) বৎসরের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে এবং অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে;

(ট) কোনো গ্রাহক কর্তৃক একই সময়ে একাধিক অপরাধ সংঘটিত হইলে, সংঘটিত অপরাধসমূহের জন্য প্রযোজ্য অনুযায়ী **সর্বোচ্চ অতিরিক্ত বিল** এবং সকল অপরাধের জন্য **প্রযোজ্য ক্ষতিপূরণ** আরোপযোগ্য হইবে;

(ঠ) সরকারি/কোম্পানির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্যাস ব্যবহার বন্ধকালীন সময়ে গ্যাস ব্যবহার করিলে, **১ (এক) লক্ষ টাকা** ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানি অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে;

(ড) মিটার বিকলকালীন সময়ে অনুমোদন অতিরিক্ত ঘণ্টা প্রতি লোড সম্পন্ন স্থাপনা সংযোজন করিলে বা অনুমোদন অতিরিক্ত ঘণ্টা প্রতি লোড সম্পন্ন স্থাপনা সংযোজনের ফলে মিটার বিকল হইলে, ইতঃপূর্বে কোম্পানির কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন/গ্যাস লাইন পুনঃসংযোগ/সরঞ্জাম বর্ধিতকরণ/কমিশনিংয়ের তারিখ হইতে গ্যাস কারচুপি শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বৎসর** এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/মিটার সীলকরণ/মিটার পরিবর্তনের তারিখ পর্যন্ত সময়ে সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোড হিসাবে অতিরিক্ত বিল এবং **১ (এক) লক্ষ টাকা** অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

(৫) শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার ও চা-বাগান গ্রাহক (ঘণ্টা প্রতি লোড ৪,০০০ ঘনফুট ও ইহার উর্ধ্বে) গ্যাস কারচুপি বা অননুমোদিত গ্যাস ব্যবহার করিলে অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণসহ আরোপযোগ্য বিল ও ক্ষতিপূরণ হিসাব করিয়া (বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ২০ অনুযায়ী এই আইনে দন্ডিত হওয়ার কারনে গ্যাস বিতরণ বা সরবরাহকারীর পাওনা অর্থ পরিশোধের দায়-দায়িত্ব ব্যাহত বা ক্ষুণ্ন করে না) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়ের করিতে হইবে—

(ক) **মিটার বাইপাস বা প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করিয়া গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে** সংশ্লিষ্ট গ্যাস লাইনের নির্মাণ বা কমিশনিং বা পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর** এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত শনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদিত ঘন্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক হইবে সেই লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোড অনুযায়ী অতিরিক্ত বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **৬ (ছয়) মাসের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে;

(খ) **মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপ বা বিপরীতমুখী মিটার স্থাপন অথবা মিটার বা আরএমএস বা রাইজার এর সীল বা যান্ত্রিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিয়া গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে** ইতঃপূর্বে কোম্পানির কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন বা গ্যাস লাইন পুনঃসংযোগ বা সরঞ্জাম বর্ধিতকরণ বা কমিশনের তারিখ হইতে গ্যাস কারচুপি শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস** এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্তরূপ শনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা মিটার সীলকরণ বা মিটার পরিবর্তনের তারিখ পর্যন্ত সময়ে প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ঘন্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক সেই লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোড হিসাবে অতিরিক্ত বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **৬ (ছয়) মাসের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে;

(গ) **সরবরাহ লাইন বা অন্য কোনো গ্রাহকের স্থাপনা বা সরঞ্জাম বা সার্ভিস লাইন বা অভ্যন্তরীণ লাইন বা অন্য উৎস হইতে বা অবৈধ বিতরণ লাইন হইতে সংযোগ স্থাপন করিয়া অথবা পাইপলাইন, আরএমএস, রাইজার বা অন্য উপায়ে অবৈধভাবে স্থাপন করিয়া বা পরিবহন করিয়া নিজে বা ঠিকাদার বা অন্য কাহারও সহায়তায় বা প্ররোচনায় গ্যাস ব্যবহার করিলে** সংশ্লিষ্ট গ্যাস লাইনের নির্মাণ বা কমিশনিং বা পূর্বের সংযোগ শনাক্তকরণের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর** এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত শনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠান বা অবৈধ গ্যাস ব্যবহারকারীর জন্য সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড হিসাব করিয়া উহার ভিত্তিতে গ্যাস বিল এবং সংযোজিত লোডের ভিত্তিতে **৬ (ছয়) মাসের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে। অনাদায়ে বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ২০ (২) ও ২২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করিয়া কোম্পানির অনুকূলে গ্যাস পাইপলাইন মালামালসহ ব্যবহৃত গ্যাস সরঞ্জামাদি জব্দ করিতে হইবে;

(ঘ) **গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত কোনো শর্ত ভঙ্গের কারণে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণের পর অননুমোদিত বা অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে** পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা পরিদর্শনের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ বা অবৈধ গ্যাস ব্যবহার শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর** এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্তরূপ শনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ঘন্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক হইবে সেই লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড নির্ধারণ করিয়া সেই অনুযায়ী গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **৬ (ছয়) মাসের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে। অনাদায়ে বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ২০ (২) ও ২২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এক্ষেত্রে সংযোগটি স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হইবে এবং পাশাপাশি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করিয়া কোম্পানির অনুকূলে গ্যাস পাইপলাইন মালামালসহ ব্যবহৃত গ্যাস সরঞ্জামাদি জব্দ করিতে হইবে;

(ঙ) **রেগুলেটর বা রেগুলেটরের চাপ অননুমোদিতভাবে বা অবৈধভাবে পুনঃস্থাপন/ পরিবর্তন বা পুনর্নির্ধারিত করিয়া নির্ধারিত চাপের অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে—**

(অ) **গ্রাহক কর্তৃক অননুমোদিতভাবে বা অবৈধভাবে রেগুলেটর পুনঃস্থাপন/ পরিবর্তন এর মাধ্যমে অনুমোদিত চাপের চেয়ে অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার পরিলক্ষিত হইলে** পূর্বে চাপ সেটকরণ বা রেগুলেটর সীলকরণ বা সর্বশেষ পরিদর্শনের (সীল সঠিক পাওয়া গেলে) তারিখ হইতে কারচুপি শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস** এবং উক্তরূপ শনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা অনুমোদিত চাপে পুনঃসেটকরণপূর্বক রেগুলেটর সীলকরণ বা নিয়মিতকরণের সময় পর্যন্ত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চাপের ভিত্তিতে হিসাবকৃত সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোড ও প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুসারে **দৈনিক গ্যাস ব্যবহারের সময় ১৬ ঘণ্টার নিম্নে হইলে পুনর্নির্ধারিত লোডের ৫০% এবং দৈনিক গ্যাস ব্যবহারের সময় ১৬ ঘণ্টা বা ১৬ ঘণ্টার উর্ধ্বে হইলে পুনর্নির্ধারিত লোডের ৬০% নির্ধারণ** করিয়া এবং সর্বোচ্চ চাপের ভিত্তিতে নির্ণেয় প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারের মধ্যে যাহা অধিক উহার ভিত্তিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **৩ (তিন) মাসের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে;

(আ) গ্রাহক কর্তৃক রেগুলেটরে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অনুমোদিত চাপের চেয়ে অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার পরিলক্ষিত হইলে সর্বশেষ চাপ সেটকরণ বা রেগুলেটর সীলকরণ বা সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ হইতে উচ্চচাপে গ্যাস ব্যবহার শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস** এবং শনাক্তকরণের তারিখ হইতে অনুমোদিত চাপে পুনঃসেটকরণ করিয়া রেগুলেটর সীলকরণ বা চাপ নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহারজনিত কারণে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গ্যাস বিল সংশোধন করিয়া অতিরিক্ত বিল এবং ১ (এক) মাসের সংশোধিত বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে;

(ই) রেগুলেটরে হস্তক্ষেপ না করিয়া অনুমোদিত চাপের চেয়ে অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার পরিলক্ষিত হইলে সর্বশেষ চাপ সেটকরণ বা রেগুলেটর সীলকরণ বা সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ হইতে উচ্চচাপে গ্যাস ব্যবহার শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস** এবং শনাক্তকরণের তারিখ হইতে অনুমোদিত চাপে পুনঃসেটকরণ করিয়া রেগুলেটর সীলকরণ বা চাপ নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহারজনিত কারণে অতিরিক্ত বিল গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

(চ) **অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড অতিক্রম করিয়া গ্যাস ব্যবহার বা সার্ভিস লাইন বা আরএমএস বা অভ্যন্তরীণ লাইনে অননুমোদিত ডিভাইস (বুস্টার/কম্প্রেসর ইত্যাদি) স্থাপনপূর্বক গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে** প্রতিষ্ঠানের সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধীচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুযায়ী মাসিক লোড পুনর্নির্ধারণ করিতে হইবে। গ্যাস লাইন কমিশনিং বা সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ হইতে শুরু করিয়া অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড অতিক্রম বা বুস্টার/কম্প্রেসর শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস** এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্তরূপ শনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে গ্যাস বিল সংশোধন করিয়া অতিরিক্ত বিল আদায়যোগ্য হইবে। অধিকন্তু, পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **১ (এক) মাসের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে এবং অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড অতিক্রম করা স্থাপনা বা বুস্টার/কম্প্রেসর জব্দ করিতে হইবে। তবে, অনুমোদিত স্থাপনার বিপরীতে হস্তক্ষেপ ব্যতীত ঘণ্টা প্রতি লোড অতিরিক্ত পাওয়া গেলে এবং উহা মিটার ক্ষমতার মধ্যে ও মাসিক গ্যাস ব্যবহার অনুমোদিত লোডের মধ্যে থাকিলে সেইক্ষেত্রে কোম্পানি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অতিরিক্ত ক্ষমতার সরঞ্জাম প্রতিস্থাপন/পরিবর্তন না করিলে গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে এবং প্রযোজ্যমতে অতিরিক্ত বিল ও ক্ষতিপূরণ ধার্য হইবে;

(ছ) **পরিত্যক্ত রাইজার বা পরিত্যক্ত আরএমএস হইতে অননুমোদিত বা অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ করিয়া গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে** ইতঃপূর্বে সম্পাদিত পরিদর্শন বা সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর** এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত শনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদিত ঘন্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক হইবে সেই লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড নির্ধারণ করিয়া সেই অনুযায়ী গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **১ (এক) বৎসরের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে। অনাদায়ে বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ২০ (২) ও ২২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

(জ) **যেই উদ্দেশ্যে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে** ইতঃপূর্বে কোম্পানির কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন/গ্যাস লাইন পুনঃসংযোগ/সরঞ্জাম বর্ধিতকরণ/কমিশনিং এর তারিখ হইতে ব্যবসার ধরণ পরিবর্তন/ব্যবহারের ধরণ পরিবর্তন/শ্রেণি বা উপ-শ্রেণি পরিবর্তন/সরঞ্জামের গ্যাস ব্যবহারে বিভক্তি ইত্যাদি শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস** এবং উক্তরূপ শনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণ/নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত যেই উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার পাওয়া যাইবে তাহার জন্য প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড হিসাব করিয়া অনুমোদিত মাসিক লোড অপেক্ষা বেশী হইলে সেই ক্ষেত্রে পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে অতিরিক্ত বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **১ (এক) মাসের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে। অনাদায়ে বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ২০ (২) ও ২২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

(ঝ) **ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণিভুক্ত গ্রাহক কর্তৃক অবৈধভাবে বাণিজ্যিক বা গৃহস্থালি কাজে বা চা-বাগান বা সিএনজি স্টেশন বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে** অবৈধ গ্যাস ব্যবহার শনাক্তকরণের সময় প্রাপ্ত বার্নার বা সরঞ্জামের ঘন্টা প্রতি লোড এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুসারে মাসিক লোড নির্ধারণপূর্বক উক্ত লোডের ভিত্তিতে গ্যাস লাইন কমিশনিং এর তারিখ বা লোড বর্ধিতকরণের তারিখ বা সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ বা গ্যাস লাইন পুনঃসংযোগের তারিখ হইতে শুরু করিয়া গ্যাস কারচুপি শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময়, গৃহস্থালি ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের জন্য **সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর** এবং শিল্প বা সিএনজি স্টেশন বা চা-বাগান শ্রেণির জন্য **সবোচ্চ ২ (দুই) মাস** এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্তরূপ

শনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা নিয়মিতকরণ এর তারিখ পর্যন্ত নির্ধারিত হারে অতিরিক্ত বিল এবং সকল ক্ষেত্রে অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **১ (এক) মাসের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে। অনাদায়ে বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ২০ (২) ও ২২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

(ঞ) সিএমএস/আরএমএস এর বিভিন্ন রান বা অভ্যন্তরীণ পাইপলাইনের মধ্যে আন্তঃসংযোগের মাধ্যমে গ্যাস ব্যবহার করিলে প্রাপ্ত সকল স্থাপনার ভিত্তিতে পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **১ (এক) বৎসরের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে এবং অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে;

(ট) কোনো গ্রাহক কর্তৃক একই সময়ে একাধিক অপরাধ সংঘটিত হইলে, সংঘটিত অপরাধসমূহের জন্য প্রযোজ্য অনুযায়ী **সর্বোচ্চ অতিরিক্ত বিল** এবং সকল অপরাধের জন্য **প্রযোজ্য ক্ষতিপূরণ** আরোপযোগ্য হইবে;

(ঠ) সরকারি/কোম্পানির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্যাস ব্যবহার বন্ধকালীন সময়ে গ্যাস ব্যবহার করিলে, **১ (এক) লক্ষ টাকা** ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানি অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে;

(ড) মিটার বিকলকালীন সময়ে অনুমোদন অতিরিক্ত ঘন্টা প্রতি লোড সম্পন্ন স্থাপনা সংযোজন করিলে বা অনুমোদন অতিরিক্ত ঘন্টা প্রতি লোড সম্পন্ন স্থাপনা সংযোজনের ফলে মিটার বিকল হইলে, ইতঃপূর্বে কোম্পানির কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন/গ্যাস লাইন পুনঃসংযোগ/সরঞ্জাম বর্ধিতকরণ/ কমিশনিংয়ের তারিখ হইতে গ্যাস কারচুপি শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বৎসর** এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/ মিটার সীলকরণ/মিটার পরিবর্তনের তারিখ পর্যন্ত সময়ে সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোড হিসাবে অতিরিক্ত বিল এবং **১ (এক) লক্ষ টাকা** অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

(৬) সিএনজি গ্রাহক: অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণসহ নিম্নরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হইবে—

(ক) উপ-নিয়ম (৪) ও (৫) এর দফা (চ) ব্যতীত (যাহা অনুমোদিত ঘন্টা প্রতি লোড অতিক্রম করিয়া গ্যাস ব্যবহার বা সার্ভিস লাইন বা আরএমএস বা অভ্যন্তরীণ লাইনে অননুমোদিত ডিভাইস (বুস্টার/কম্প্রেসর ইত্যাদি) স্থাপনপূর্বক গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্র ব্যতীত) অন্যান্য ক্ষেত্রে শিল্প শ্রেণির গ্রাহকদের অনুরূপ;

(খ) **অনুমোদিত ঘন্টা প্রতি লোড অতিক্রম করিয়া গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে** সিএনজি শ্রেণির গ্রাহক কর্তৃক মিটার কারচুপির সাথে সম্পৃক্ত না হইয়া অনুমোদন অতিরিক্ত ঘন্টা প্রতি লোড সম্পন্ন কম্প্রেসর সংযোজন করা হইলে সর্বশেষ পরিদর্শন (অনিয়ম পাওয়া না গেলে) বা গ্যাস লাইন কমিশনিং এর তারিখ হইতে শুরু করিয়া অবৈধ কার্যকলাপ শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ২ (দুই) মাস** এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্তরূপ শনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে অতিরিক্ত বিল ও ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হইবে।

অনুমোদিত ও অতিরিক্ত ঘন্টা প্রতি লোডের আনুপাতিক হারে মাসিক গ্যাস ব্যবহারকে বিভাজন করিয়া যেই সকল মাসের গ্যাস ব্যবহার অতিরিক্ত মাসিক লোডের ৬০% এর কম হইবে সেই সকল মাসের গ্যাস বিল উক্ত ধার্যকৃত অতিরিক্ত মাসিক লোডের ৬০% এর ভিত্তিতে সংশোধন করিয়া অতিরিক্ত বিল এবং মোট সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোডের ভিত্তিতে মাসিক লোড অনুযায়ী ১৫ (পনেরো) দিনের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে। তবে অনুমোদিত স্থাপনার বিপরীতে হস্তক্ষেপ ব্যতীত সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোড অতিরিক্ত পাওয়া গেলে এবং উহা মিটার ক্ষমতার মধ্যে ও মাসিক গ্যাস ব্যবহার অনুমোদিত লোডের মধ্যে থাকিলে সেই ক্ষেত্রে কোম্পানি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অতিরিক্ত ক্ষমতার সরঞ্জাম প্রতিস্থাপন/পরিবর্তন না করিলে গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন হইবে এবং প্রযোজ্যমতে অতিরিক্ত বিল ও ক্ষতিপূরণ ধার্য হইবে যাহা গ্রাহককে পরিশোধ করিতে হইবে;

(গ) **সিএনজি শ্রেণিভুক্ত গ্রাহক কর্তৃক অবৈধভাবে বাণিজ্যিক বা গৃহস্থালি কাজে বা চা-বাগান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে** অবৈধ গ্যাস ব্যবহার শনাক্তকরণের সময় প্রাপ্ত বার্নার বা সরঞ্জাম-এর ঘন্টা প্রতি লোড এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুসারে মাসিক লোড নির্ধারণপূর্বক উক্ত লোডের ভিত্তিতে গ্যাস লাইন কমিশনিং এর তারিখ বা লোড বর্ধিতকরণের তারিখ বা সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ বা গ্যাস লাইন পুনঃসংযোগের তারিখ হইতে শুরু করিয়া অবৈধ গ্যাস ব্যবহার শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময়ে, গৃহস্থালি ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের জন্য **সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর** এবং শিল্প বা চা-বাগান শ্রেণির জন্য ঘন্টা প্রতি লোড ৪ (চার) হাজার ঘনফুটের নিচে **সর্বোচ্চ ৪ (চার) মাস** এবং ঘন্টা প্রতি লোড ৪ (চার) হাজার ঘনফুট ও এর উর্ধ্বে **সর্বোচ্চ ২ (দুই) মাস** এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত শনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত নির্ধারিত হারে অতিরিক্ত বিল এবং সকল ক্ষেত্রে অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **১ (এক) মাসের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে;

(ঘ) সিএমএস/আরএমএস এর বিভিন্ন রান বা অভ্যন্তরীণ পাইপলাইনের মধ্যে আন্তঃসংযোগের মাধ্যমে গ্যাস ব্যবহার করিলে প্রাপ্ত সকল স্থাপনার ভিত্তিতে পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে **২ (দুই) মাসের** গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে এবং অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে;

(ঙ) কোনো গ্রাহক কর্তৃক একই সময়ে একাধিক অপরাধ সংঘটিত হইলে, সংঘটিত অপরাধসমূহের জন্য প্রযোজ্য অনুযায়ী **সর্বোচ্চ অতিরিক্ত বিল** এবং সকল অপরাধের জন্য **প্রযোজ্য ক্ষতিপূরণ** আরোপযোগ্য হইবে;

(চ) সরকারি/কোম্পানির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্যাস ব্যবহার বন্ধকালীন সময়ে গ্যাস ব্যবহার করিলে, **১ (এক) লক্ষ টাকা** ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানি অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে;

(ছ) মিটার বিকলকালীন সময়ে অনুমোদন অতিরিক্ত ঘন্টা প্রতি লোড সম্পন্ন স্থাপনা সংযোজন করিলে বা অনুমোদন অতিরিক্ত ঘন্টা প্রতি লোড সম্পন্ন স্থাপনা সংযোজনের ফলে মিটার বিকল হইলে, ইতঃপূর্বে কোম্পানির কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন/গ্যাস লাইন পুনঃসংযোগ/সরঞ্জাম বর্ধিতকরণ/ কমিশনিংয়ের তারিখ হইতে গ্যাস কারচুপি শনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত **সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বৎসর** এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/মিটার সীলকরণ/মিটার পরিবর্তনের তারিখ পর্যন্ত সময়ে সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোড হিসাবে অতিরিক্ত বিল এবং **৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা** অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

(৭) উপ-নিয়ম (১) হইতে (৬) এ বর্ণিত গ্যাস কারচুপি বা নিয়ম বহির্ভূত কার্যক্রমের সাথে পেট্রোবাংলা অথবা উহার অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী জড়িত থাকলে তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৮) উপ-নিয়ম (১) হইতে (৬) এ বর্ণিত গ্যাস কারচুপি বা নিয়ম বহির্ভূত কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত গ্যাস ব্যবহারকারী বা সহায়তাকারী বা ঠিকাদার বা অপরাধ সংঘটনের স্থানের (যেমন- জমি, ভবন বা ফ্ল্যাট) স্বত্ত্বাধিকারী এর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

৪১। **নিয়ম বহির্ভূত কার্যকলাপ একাধিকবার সংঘটনের জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়।**—(১) কোনো গ্রাহক বা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্যাস কারচুপি বা অননুমোদিত বা নিয়ম বহির্ভূত কার্যক্রম প্রথমবার সংঘটনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিল, সমন্বয় বিল, পুনঃসংযোগ ব্যয় ও অতিরিক্ত চার্জসহ ক্ষতিপূরণ ধার্য সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট নিয়ম (৪০) অনুযায়ী প্রাপ্য সমুদয় অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে। তবে, একই মালিকানাধীন গ্রাহক বা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দ্বিতীয়বার কোনো নিয়ম বহির্ভূত কার্যক্রম সংঘটিত হইলে উহার জন্য অতিরিক্ত বিল ও দ্বিগুণ হারে ক্ষতিপূরণ গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

(২) উপ-নিয়ম (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিয়মাবলি কার্যকর হইবার পর হইতে ২ (দুই) বারের অধিক অননুমোদিত বা নিয়ম বহির্ভূত কার্যক্রম একই মালিকানাধীন গ্রাহক কর্তৃক সংঘটিত হইলে সংযোগ স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকরণসহ অতিরিক্ত বিল ও চারগুণ হারে ক্ষতিপূরণ গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

৪২। **অতিরিক্ত বিল, সমন্বয় বিল ও ক্ষতিপূরণ ধার্যের বিষয়টি গ্রাহককে অবহিতকরণ ও আদায়।**—(১) কোনো গ্রাহক কর্তৃক গ্যাস কারচুপি, অননুমোদিত গ্যাস ব্যবহারসহ সমজাতীয় কোনো কার্যকলাপের বিষয়ে কোম্পানি অবহিত বা নিশ্চিত হইবার ১ (এক) মাসের মধ্যে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিয়ম (৪০) ও নিয়ম (৪১) অনুযায়ী গ্রাহকের উপর অতিরিক্ত বিল, সমন্বয় বিল, ক্ষতিপূরণসহ অন্যান্য পাওনা ধার্য করা হইলে গ্যাস বিপণন কোম্পানির সংশ্লিষ্ট কার্যালয়/দপ্তর প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত পত্র বা চাহিদাপত্রের মাধ্যমে ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে বা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বা বিশেষ বাহক বা ইলেকট্রনিক মারফত গ্রাহককে অবহিত করিতে হইবে।

(২) উপ-নিয়ম (১) এর অধীন আরোপিত অতিরিক্ত বিল, সমন্বয় বিল, ক্ষতিপূরণ ও নিয়ম মোতাবেক অন্যান্য পাওনা চাহিদাপত্র ইস্যুর ২১ (একুশ) কার্যদিবসের মধ্যে গ্রাহককে পরিশোধ করিতে হইবে।

৪৩। **গ্রাহক নয় এরূপ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহারের জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়।**—লাইসেন্সীর পাইপলাইন হইতে গ্রাহক নয় এরূপ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দেশের রাষ্ট্রীয় সম্পদ গ্যাস অবৈধভাবে ব্যবহার করিলে, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মালিক/মালিকদের হোল্ডিং বা প্রতিষ্ঠানের সীমানা এলাকায় অবৈধ রাইজার স্থাপন করিয়া বা সরাসরি গ্যাস ব্যবহারের আলামত পরিলক্ষিত হইলে অবৈধ সংযোগ উচ্ছেদ এর পাশাপাশি জব্দকৃত চুলা/গ্যাস সরঞ্জাম/স্থাপনা অনুযায়ী মাসিক লোড নির্ধারণ করিয়া সর্বনিম্ন ১ (এক) হইতে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসরের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে অবৈধ গ্যাস ব্যবহারকারীর নিকট হইতে সংশ্লিষ্ট গ্যাস বিতরণ কোম্পানির অনুকূলে আদায়যোগ্য হইবে। অবৈধ গ্যাস ব্যবহারকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ও অপরাধ সংঘটনের স্থানের (যেমন- জমি, ভবন বা ফ্ল্যাট) স্বত্ত্বাধিকারীসহ সংশ্লিষ্ট গ্যাস বিতরণ কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারী, ঠিকাদার বা অন্য কেহ জড়িত থাকিলে তাদের বিরুদ্ধে দেশের রাষ্ট্রীয় সম্পদ চুরির দায়ে প্রচলিত আইন অনুযায়ী মামলা দায়ের করিতে হইবে।

অংশ-৩

রাইজার বা আরএমএস বা সিএমএস এর সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্ত করিবার জন্য মূল্য আদায়

৪৪। **রাইজার বা আরএমএস বা সিএমএস এর সরঞ্জাম নষ্ট বা অকেজো করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত করিবার ক্ষেত্রে মূল্য আদায়।**—(১) গ্রাহকের অবৈধ হস্তক্ষেপের কারণে বা আরএমএস বা সিএমএস এ স্থাপিত সরঞ্জামের চেয়ে অতিরিক্ত লোডে গ্যাস ব্যবহারের কারণে আরএমএস বা সিএমএস এর কোনো যন্ত্রপাতি বা মালামাল বা সরঞ্জাম অকেজো হইলে বা গ্রাহকের আঙ্গিনা হইতে আরএমএস এর কোনো সরঞ্জাম হারাইয়া গেলে বা মিটারের মূল সীল ভাঙ্গা পাওয়া গেলে বা রাইজার, রেগুলেটর, লক-উইং-কক, ইনসুলেটিং জয়েন্ট, সার্ভিস লাইন, আরএমএস এর কোনো সরঞ্জাম প্রাকৃতিক কারণ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে উক্ত সকল ক্ষেত্রে উক্ত সরঞ্জামের দ্বিগুণ মূল্য গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়পূর্বক কোম্পানি কর্তৃক উক্ত সরঞ্জাম পুনরায় প্রতিস্থাপন করা হইবে।

(২) গ্রাহকের অবৈধ হস্তক্ষেপ ব্যতীত প্রাকৃতিক কারণে রাইজার, রেগুলেটর, লক-উইং-কক, ইনসুলেটিং ভাল্ভ, সার্ভিস লাইন, আরএমএস বা মিটার বা মালামাল নষ্ট বা অকেজো হইলে উক্তক্ষেত্রে নতুন মিটার বা মালামালের মূল্য, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্মাণ ব্যয়, গ্রাহকের নিকট হইতে প্রকৃত/একক গ্রাহক মূল্য আদায়যোগ্য হইবে এবং বিদ্যমান বা স্থাপিতব্য আরএমএস বা সিএমএস এর ভাড়া ও যথারীতি আদায়যোগ্য হইবে।

(৩) বিতরণ লাইন, সার্ভিস লাইন, আরএমএস, অভ্যন্তরীণ লাইনের মালামাল ও নির্মাণ ব্যয় গ্রাহক বহন করিলেও উহার মালিকানা কোম্পানির নিকট সংরক্ষিত থাকিবে এবং উহাদের মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ কোম্পানি কর্তৃক সম্পাদিত হইলেও মালামাল ক্রয় বা মেরামত ব্যয় গ্রাহক বহন করিবে। তবে অভ্যন্তরীণ লাইনের মালিকানা গ্রাহকের অনুকূলে থাকিলেও এবং উহার মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় গ্রাহক বহন করিলেও নির্মাণ কার্য কোম্পানির অনুমোদন ও তদারকিতে সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৪) গ্যাস পাইপলাইন ও আরএমএস মেরামতের পর উদ্বৃত্ত বা অপসারণকৃত মালামাল কোম্পানির ভান্ডারে জমা হইবে।

নবম অধ্যায়

রাজস্ব আদায়, সংযোগ অস্থায়ী ও স্থায়ী বিচ্ছিন্নকরণ, বিচ্ছিন্নকরণ ও পুনঃসংযোগ ব্যয় এককালীন ও কিস্তিতে পাওনাদি পরিশোধের ভিত্তিতে পুনঃসংযোগের অনুমোদন

অংশ-১

রাজস্ব আদায়

৪৫। **রাজস্ব আদায়।**—(১) গ্রাহকের সহিত কোম্পানির সম্পাদিত চুক্তিপত্রের শর্ত ও নিয়মাবলির আলোকে সকল শ্রেণির গ্রাহকের নিকট হইতে গ্যাস বিল, ডিমান্ড চার্জ, বকেয়া বিলের উপর বিলম্ব মাশুল, অতিরিক্ত বিল, সমন্বয় বিল, ক্ষতিপূরণ, নিরাপত্তা জামানতসহ অন্যান্য পাওনাদি থাকিলে কোম্পানিকে উহা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) কোম্পানির সকল শ্রেণির গ্রাহকদের অন্তর্ভুক্ত করে একটি রাজস্ব সফটওয়্যার যাহাতে সকল গ্রাহকদের গ্যাস বিল পরিশোধ, বকেয়ার পরিমাণ ও অন্যান্য পাওনাদির তথ্যাদিসহ অনুমোদিত লোড ও গ্যাস সরঞ্জামাদির তথ্যাদি থাকিবে। রাজস্ব সফটওয়্যার এর সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৩) সকল কোম্পানিকে সকল শ্রেণির গ্রাহকগণের বকেয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি ক্ষুদে বার্তা (sms), এপস (Apps) এর মাধ্যমে গ্রাহককে অবহিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) গ্যাস বিল পরিশোধের সকল সহজ ডিজিটাল মাধ্যম (এমএফএস, অনলাইন ব্যাংকিং, ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি) নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৫) মিটারবিহীন ফ্লাট রেইটে বিল পরিশোধকারী গ্রাহকগণের ম্যানুয়াল বা ডিজিটাল বিল বই ইস্যু সহজ করিতে হইবে।

(৬) রাজস্ব সফটওয়্যার হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সময় সময় বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ের অভিযান পরিচালনা করিতে হইবে ও খেলাপি গ্রাহকদের সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে।

অংশ-২

সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ

৪৬। **অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ।**—(১) কোনো কোম্পানির সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বা জোনাল কার্যালয় প্রধান তাহার অধিভুক্ত এলাকার গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ নিম্নের উপ-নিয়ম (২) বা (৩) বা (৪) বা (৫) এর কারণে অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবেন বা অধিক্ষেত্রভুক্ত কার্যালয়কে অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নের প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন। এই সকল উল্লিখিত কাজে বাধা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ১৬ ধারা অনুযায়ী বাধা প্রদানকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(২) উপ-নিয়ম (১) এর অধীন মিটারবিহীন গৃহস্থালি সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করা যাইবে, যদি—

(ক) নির্ধারিত সময়ে গ্রাহক বকেয়া গ্যাস বিল পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন;

(খ) গ্রাহক বকেয়া পাওনা পরিশোধ সাপেক্ষে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন (নিয়ম ৫(৮) প্রেক্ষাপটে বা অন্য কোনো যৌক্তিক কারণে) করিবার আবেদন করিলে; বা

(গ) সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই রাইজারের আওতায় একাধিক ফ্ল্যাট বা বাসা থাকিলে বা কোনো ফ্ল্যাট বা বাসায় গ্যাস বা চুলা ব্যবহারের প্রয়োজন না হইলে গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে রেগুলেটর বা আরএমএস অপসারণ না করিয়াও উক্তরূপ চুলার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা যাইবে এবং উক্ত বিচ্ছিন্নকৃত চুলার বিচ্ছিন্নকালীন সময়ের জন্য কোনো বিল প্রযোজ্য হইবে না, তবে সেই ক্ষেত্রে লোড হ্রাস বা বৃদ্ধির ফি আদায়যোগ্য হইবে।

(৩) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে বিনা নোটিশে মিটারবিহীন/ প্রি-পেইড মিটারযুক্ত গৃহস্থালি গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা যাইবে—

(ক) রেগুলেটরে বা প্রি-পেইড মিটার হস্তক্ষেপ বা টেম্পারিং করা হইলে;

(খ) অননুমোদিত বা অবৈধভাবে গ্যাস বার্নার বা সরঞ্জাম স্থাপন বা স্থানান্তর করিয়া গ্যাস ব্যবহার করা হইলে;

(গ) অননুমোদিত বা অবৈধভাবে সার্ভিস লাইন বা রাইজার পরিবর্তন বা স্থানান্তর করা হইলে;

(ঘ) চুক্তিতে বর্ণিত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে;

(ঙ) আরএমএস বা রাইজার বা প্রি-পেইড মিটার বা সরঞ্জামাদি পরিদর্শনে বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করা হইলে;

(চ) চুক্তির কোনো শর্ত ভঙ্গ করিলে;

(ছ) গৃহস্থালি ব্যবহার ব্যতীত ভিন্ন গ্রাহক শ্রেণিতে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে;

(জ) একটি দ্বৈত চুলাকে বিভাজন করিয়া পৃথক দুইটি রান্নাঘরে ব্যবহার করা হইলে;

(ঝ) অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন বা ব্যবহৃত গ্যাস সরঞ্জামে লিকেজ বা অন্য কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে;

(ঞ) নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বিল পরিশোধ না করিলে, বা ক্ষেত্রমতে, অন্যান্য পাওনা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ না করিলে এবং প্রি-পেইড মিটারযুক্ত গৃহস্থালি গ্রাহকের মিটার ভাড়ার ৬ (ছয়) কিস্তি একনাগাড়ে পরিশোধ না হইলে;

(ট) নির্ধারিত সময়ে চাহিত অতিরিক্ত নিরাপত্তা জামানত প্রদানে ব্যর্থ হইলে (মিটারবিহীন গৃহস্থালি গ্রাহকের জন্য প্রযোজ্য)।

(ঠ) অনুমোদিত সংখ্যার অতিরিক্ত চুলা ব্যবহার করিলে;

(৪) নিম্নবর্ণিত কারণে বিনা নোটিশে মিটারবিহীন গৃহস্থালি ব্যতীত অন্যান্য সকল গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা যাইবে—

(ক) প্রতি মাসের বিল পরিশোধের নির্ধারিত সময়সীমার পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে গ্যাস বিল অথবা অন্যান্য পাওনা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ না করিলে;

(খ) কোম্পানির চাহিদাপত্র অনুযায়ী কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অতিরিক্ত নিরাপত্তা জামানত প্রদানে গ্রাহক ব্যর্থ হইলে;

(গ) মিটার ইনডেক্স, মিটার সীল ভগ্ন থাকিলে বা নকল বা উঠিয়ে ফেলা বা পুনঃস্থাপিত করা হইলে বা মিটার রেজিস্টারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি বা মিটারের রোটর বা ফ্যান ভগ্ন বা ডায়াফ্রাম ছিদ্র করা হইলে, বা মিটার উল্টাভাবে স্থাপন করা হইলে, বা মিটারের মেকানিজমে হস্তক্ষেপ করা হইলে বা কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ উদঘাটিত হইলে অথবা মিটারের সর্বোচ্চ প্রবাহ ক্ষমতার চাইতে অতিরিক্ত লোডে গ্যাস ব্যবহার শনাক্ত হইলে;

(ঘ) মিটার এবং আরএমএস বা সিএমএস এর কোনো অংশে স্থাপিত সীলে অবৈধ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে কারচুপি বা গ্যাস ব্যবহারের আলামত পাওয়া গেলে;

(ঙ) মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপের কারণে মিটার রিডিং গ্রহণ বা পরিদর্শনকালে টার্ন ওভার ব্যতীত গ্রাহকের মিটার রিডিং ইতঃপূর্বে সংগৃহীত মিটার রিডিং অপেক্ষা কম পাওয়া গেলে;

(চ) রেগুলেটরে হস্তক্ষেপ বা টেম্পারিং করা হইলে;

(ছ) অননুমোদিত গ্যাস বার্নার বা সরঞ্জাম স্থাপন বা স্থানান্তর বা একই প্রাঙ্গণে অননুমোদিতভাবে রাইজার বা সার্ভিস লাইন স্থানান্তর করা হইলে;

(জ) চুক্তিতে বর্ণিত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে বা শ্রেণি পরিবর্তন করিলে;

(ঝ) গ্যাস ব্যবহার করিয়া কোনো প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত বিদ্যুৎ বা বাষ্প নিজ প্রতিষ্ঠান (যে প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে গ্যাস সংযোগকৃত) ব্যতীত কোম্পানির অনুমোদন ব্যতিরেকে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ বা বিক্রয় করা হইলে, ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণির আওতায় উৎপাদিত বিদ্যুৎ সরকারের নির্ধারিত পলিসি ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বিক্রয় করা হইলে;

(ঞ) আরএমএস, সিএমএস, গ্যাস সরঞ্জাম, স্থাপনা, অভ্যন্তরীণ লাইন বা সার্ভিস লাইন বা গ্রাহক আঙ্গিনা বা কারখানার অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ব্যবস্থা পরিদর্শনে বিঘ্ন সৃষ্টি বা বাধা প্রদান করা হইলে;

(ট) চুক্তিপত্রের কোনো শর্ত ভঙ্গ করা হইলে;

(ঠ) একই কারখানায় ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার বা এইরূপ কোনো গ্রাহককে একাধিক রান বা সাবমিটারের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন গ্রাহক শ্রেণির গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হইলে, যে কোনো শ্রেণির সংযোগের বিপরীতে গ্রাহক অনিয়ম বা চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করিলে বা খেলাপি হইলে সকল শ্রেণির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা যাইবে;

(ড) নির্ধারিত মাসিক লোড হইতে বেশী হারে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে;

(ঢ) গ্রাহক কর্তৃক জমাকৃত বা সরবরাহকৃত কোনো ডকুমেন্ট বা দলিলাদি বা তথ্যাদি মিথ্যা বা প্রতারণামূলক বা জালিয়াতি করা হইলে;

(ণ) বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ৭ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত যে কোনো কারণে।

(৫) সকল শ্রেণির গ্রাহকের ক্ষেত্রে বকেয়া বিলের পরিমাণ জমাকৃত নিরাপত্তা জামানত অতিক্রম করিলেও অস্থায়ীভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা যাইবে।

(৬) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশনা/পলিসি বাস্তবায়নে গ্রাহক বাধা প্রদান করিলে কিংবা অসম্মতি প্রকাশ করিলে সংযোগটি অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করা যাইবে।

(৭) সকল শ্রেণির গ্রাহকের ক্ষেত্রে চিহ্নিত লিকেজ বা অন্য কোনো ত্রুটি মেরামত করা না হইলে সংযোগটি অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করা যাইবে।

(৮) শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সিএনজি, বিদ্যুৎ ও সার শ্রেণির গ্রাহক কর্তৃক গ্যাস সরঞ্জামাদির জ্বালানি দক্ষতা পরীক্ষা করা না হইলে সংযোগটি অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করা যাইবে।

৪৭। **স্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ।**—(১) গ্রাহক কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কোনো কার্যক্রম সম্পাদিত হইলে গ্যাস সংযোগ স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করা হইবে বা বিচ্ছিন্নযোগ্য হইবে;

(ক) গ্রাহক কর্তৃক অবৈধভাবে স্বতন্ত্র বিতরণ লাইন বা সার্ভিস লাইন নির্মাণপূর্বক অথবা বিচ্ছিন্নকৃত/পরিত্যক্ত রাইজার বা আরএমএস-এর মাধ্যমে অবৈধ সংযোগ স্থাপনপূর্বক বা অন্য কোনো উপায়ে মিটার বাইপাস করিয়া গ্যাস কারচুপি করা হইলে;

(খ) গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত কোনো শর্ত ভঙ্গের কারণে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণের পর অননুমোদিত বা অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে;

(গ) অননুমোদিতভাবে বিতরণ লাইন পরিবর্তন বা অন্য আঙ্গিনায় সার্ভিস লাইন বা রাইজার স্থানান্তরক্রমে বা মজুদপূর্বক ভিন্ন কোনো স্থানে গ্যাস ব্যবহার বা ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করা হইলে;

(ঘ) একই মালিকানাধীন গ্রাহক কর্তৃক ২ (দুই) বারের অধিক আরএমএস বা সিএমএস এ অবৈধ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে গ্যাস কারচুপি করা হইলে;

(ঙ) মাসিক গ্যাস বিল বকেয়া পাওনার জন্য অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকৃত গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ পরবর্তী ২ (দুই) বৎসরের মধ্যে, গৃহস্থালি গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকরণের ক্ষেত্রে নিয়ম (৫) এর অধীন উপ-নিয়ম (৮) অনুযায়ী এবং অননুমোদিত বা অবৈধ কার্যকলাপের জন্য অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকৃত গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ পরবর্তী ১ (এক) বৎসরের মধ্যে এবং রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কাজের ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে পুনঃসংযোগ গ্রহণ করা না হইলে;

(চ) একই মালিকানার আওতায় ৩ (তিন) বার বা উহার অধিক অস্থায়ীভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহক কর্তৃক কোনো অবৈধ অননুমোদিত কার্যকলাপ বা অপরাধ সংঘটিত হইলে।

(২) এই নিয়মাবলি কার্যকর হইবার পর হইতে গ্যাস কারচুপি বা নিয়ম বহির্ভূত কার্যক্রম বা অননুমোদিত কার্যকলাপ বা অপরাধ বা অস্থায়ীভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের সংখ্যার হিসাব গণনা শুরু গণ্য হইবে।

(৩) কোনো গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করা হইলে বা বিচ্ছিন্নযোগ্য বলিয়া গণ্য হইলে সেই গ্রাহকের নিকট হইতে সকল পাওনাদি যথারীতি আদায়যোগ্য হইবে। গ্রাহকের নিকট প্রাপ্য পাওনাদি কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে গ্রাহক পরিশোধ না করিলে দাবীকৃত অর্থ আদায়ে কোম্পানি গ্রাহকের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর ধারা ২০ (২) অনুযায়ী অথবা অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের করিবে।

(৪) উপ-নিয়ম (১) এ বর্ণিত কার্যক্রমের কারণে স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকৃত বা বিচ্ছিন্নযোগ্য বলিয়া গণ্য হইলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহক, বিলুপ্ত গ্রাহক হিসাবে বিবেচিত হইবে।

অংশ-৩

বিচ্ছিন্নকরণ ও পুনঃসংযোগ ব্যয়

৪৮। **সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ব্যয়।**—(১) অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার ক্ষেত্রে 'ছক-১১' অনুযায়ী নির্ধারিত হারে (যা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পুনর্নির্ধারিত হইবে) সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ব্যয় গ্রাহককে পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) উপ-নিয়ম (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, লে-অফ বা ফোর্স ম্যাজিউর এর কারণে বা সরকারি/স্থানীয় সরকারের সিদ্ধান্তের বা ঝুঁকির কারণে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হইলে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ব্যয় প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) কোম্পানির প্রয়োজনে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হইলে গ্রাহকের নিকট হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের জন্য কোনো অর্থ আদায়যোগ্য হইবে না।

৪৯। **পুনঃসংযোগ ব্যয়।**—(১) গ্রাহকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ এবং খেলাপি বা নিয়ম বহির্ভূত বা অবৈধ কার্যকলাপের জন্য অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকৃত গ্যাস সংযোগ পুনরায় গ্রহণের ক্ষেত্রে পুনঃসংযোগ বিবেচনাযোগ্য হইলে 'ছক-১২' অনুযায়ী নির্ধারিত হারে (যা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পুনর্নির্ধারিত হইবে) গ্রাহককে পুনঃসংযোগ ব্যয় পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) উপ-নিয়ম (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, লে-অফ বা ফোর্স মেজিউর এর কারণে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হইলে পুনঃসংযোগ ব্যয় প্রযোজ্য হইবে না।

অংশ-৪

পাওনাদি পরিশোধ ও পুনঃসংযোগ

৫০। **এককালীন ও কিস্তিতে পাওনাদি পরিশোধের ভিত্তিতে পুনঃসংযোগের অনুমোদন।—**

(১) এককালীন পরিশোধ সাপেক্ষে পুনঃসংযোগ—

(ক) গৃহস্থালি ও বাণিজ্যিক শ্রেণির ক্ষেত্রে বকেয়া পাওনা অনাদায়ে অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকৃত গ্যাস সংযোগের বিপরীতে গ্রাহক সমুদয় পাওনা এককালীন পরিশোধপূর্বক গ্যাস পুনঃসংযোগের আবেদন করিলে অনুমোদিত লোডের মধ্যে কোম্পানির সংশ্লিষ্ট উপ-মহাব্যবস্থাপক (বিপণন/বিক্রয়) পুনঃসংযোগের অনুমোদন প্রদান করিবেন;

(খ) শিল্প, সিএনজি, ক্যাপটিভ পাওয়ার ও চা-বাগান শ্রেণির ক্ষেত্রে বকেয়া পাওনা অনাদায়ে অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকৃত গ্যাস সংযোগের বিপরীতে গ্রাহক সমুদয় পাওনাদি এককালীন পরিশোধ সাপেক্ষে পুনঃসংযোগের আবেদন করিলে সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপক (বিপণন/বিক্রয়) বা উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক উহা অনুমোদন করিবেন;

(গ) গৃহস্থালি, বাণিজ্যিক, শিল্প, সিএনজি, ক্যাপটিভ পাওয়ার ও চা-বাগান শ্রেণির গ্রাহক কর্তৃক অবৈধ গ্যাস ব্যবহার বা গ্যাস কারচুপি বা নিয়ম বহির্ভূত কার্যক্রম সংঘটনের ক্ষেত্রে গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন হইলে, গ্রাহক সমুদয় পাওনা এককালীন পরিশোধ সাপেক্ষে পুনঃসংযোগের আবেদন করিলে গ্রাহকের নিকট হইতে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে 'ভবিষ্যতে অবৈধ গ্যাস ব্যবহার বা গ্যাস কারচুপি বা নিয়ম বহির্ভূত কার্যক্রম করিবে না' এই মর্মে অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করিয়া ব্যবস্থাপনা পরিচালক পুনঃসংযোগের অনুমোদন প্রদান করিবেন।

(২) কিস্তিতে পাওনাদি পরিশোধ সাপেক্ষে পুনঃসংযোগ ও কিস্তি সংক্রান্ত—

(ক) বকেয়া/খেলাপি গ্রাহকের গ্যাস বিল ও অন্যান্য পাওনাদি নিম্নরূপে কিস্তিতে পরিশোধ সাপেক্ষে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পুনঃসংযোগ প্রদান করা যাইবে—

(অ) অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য বা বিচ্ছিন্নকৃত গ্রাহকের বকেয়া গ্যাস বিলের ৫০% এককালীন ও অবশিষ্টাংশ পরবর্তী ২ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ ২ (দুই) সমমাসিক কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে মহাব্যবস্থাপক (বিপণন/বিক্রয়) বা উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক অনুমোদন প্রদান করিবেন;

(আ) অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য বা বিচ্ছিন্নকৃত গ্রাহকের বকেয়া গ্যাস বিলের ৫০% এককালীন ও অবশিষ্টাংশ পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যে প্রতি মাসে ১ (এক) টি করিয়া সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) সমমাসিক কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পুনঃসংযোগ প্রদানের আবেদন করা হইলে, গ্রাহক কর্তৃক নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে বকেয়াসহ কিস্তি ও ভবিষ্যতে নিয়মিত বিল পরিশোধের লিখিত অঙ্গীকারনামা প্রদান সাপেক্ষে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক অনুমোদন প্রদান করিবেন।

(খ) অবৈধ গ্যাস ব্যবহার বা বিধিবহির্ভূত কার্যকলাপের জন্য অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য বা বিচ্ছিন্নকৃত গ্রাহকের অবৈধ গ্যাস ব্যবহার বা বিধিবহির্ভূত কার্যকলাপের জন্য আরোপিত অতিরিক্ত বিল, ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য পাওনাদি ন্যূনতম ৫০% এককালীন এবং অবশিষ্টাংশ পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যে প্রতি মাসে ১ (এক) টি করিয়া সবোর্চ্চ ৬ (ছয়) সমমাসিক কিস্তিতে পরিশোধ এবং গ্রাহকের নিকট হইতে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে 'ভবিষ্যতে অবৈধ গ্যাস ব্যবহার করিবে না' ও 'বকেয়াসহ কিস্তি ও ভবিষ্যতে নিয়মিত বিল পরিশোধ করিবে' মর্মে অংগীকারনামা গ্রহণের শর্তে পুনঃসংযোগ বিবেচনাযোগ্য গ্রাহকের ক্ষেত্রে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে পুনঃসংযোগ প্রদান করা যাইবে;

(গ) গ্রাহকের বকেয়া বিল, ক্ষতিপূরণ, অতিরিক্ত বিল ও অন্যান্য পাওনার কিস্তিসমূহ পরবর্তী প্রতি মাসের নির্ধারিত বিলের সহিত পরিশোধযোগ্য হইবে এবং গ্রাহক কিস্তিতে যথাযথভাবে পরিশোধে ব্যর্থ হইলে গ্যাস সংযোগ পুনরায় বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে;

(ঘ) বিশেষক্ষেত্র বিবেচনায় গ্রাহকের নিকট যেকোনো পাওনাদি কিস্তিতে পরিশোধ, গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ, পুনঃসংযোগের সুযোগদানের ক্ষেত্রে সরকার বা কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) বিদ্যুৎ ও সার শ্রেণির ক্ষেত্রে অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকৃত গ্যাস সংযোগের বিপরীতে বকেয়া পাওনাদি পরিশোধের বিষয়ে পেট্রোবাংলার পরামর্শক্রমে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক পুনঃসংযোগের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

দশম অধ্যায়

গ্যাস লোড হ্রাস বা বৃদ্ধি এবং রাইজার বা আরএমএস বা সিএমএস মডিফিকেশন/স্থানান্তর

অংশ-১

পদ্ধতি

৫১। **গ্যাস লোড হ্রাস বা বৃদ্ধি এবং রাইজার বা আরএমএস বা সিএমএস মডিফিকেশন/স্থানান্তর পদ্ধতি।**—গ্রাহকের উচ্চ ক্ষমতার গ্যাস সরঞ্জাম সংযোজন বা চালনাধাঁচ পরিবর্তন লোড বৃদ্ধি হিসাবে গণ্য হইবে:

(১) গৃহস্থালি গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে নিয়ম (৯) অনুযায়ী ১.১ বা ১.৩ ঠিকাদার একক বা যৌথভাবে নিয়োগপূর্বক লোড হ্রাস, চুলা স্থানান্তর এবং রাইজার বা আরএমএস মডিফিকেশন ও একই আঙ্গিনায় স্থানান্তর কার্যাদি সম্পন্ন করিতে হইবে। শুধুমাত্র সরকারি হাসপাতাল, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কারাগারের ক্ষেত্রে লোড বৃদ্ধি বিবেচনা করা যাইতে পারে। উক্ত ক্ষেত্রসমূহে নিয়ম (১০) ও নিয়ম (১৮) তে বর্ণিত প্রক্রিয়া প্রযোজ্য হইবে।

(২) বাণিজ্যিক ও সিএনজি শ্রেণির গ্রাহকের লোড বৃদ্ধি করা যাইবে না। তবে একই আঙ্গিনার মধ্যে সার্ভিস লাইন বা রাইজার বা আরএমএস মডিফিকেশন/স্থানান্তর ও ব্যবহৃত গ্যাস সরঞ্জাম স্থানান্তর করা যাইবে। এক্ষেত্রে নিয়ম (১৩), (১৪), (১৫) ও (১৯) তে বর্ণিত প্রক্রিয়া প্রযোজ্য হইবে।

(৩) শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, চা-বাগান, বিদ্যুৎ ও সার শ্রেণির গ্রাহকের লোড হ্রাস বা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নীতিগত অনুমোদন লাভের নিম্নরূপ ধাপ অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) লোড হ্রাস বা বৃদ্ধি এর জন্য গ্রাহককে নির্ধারিত ফরম পূরণপূর্বক প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সংশ্লিষ্ট জোন বা কার্যালয়ে জমাদান করিতে হইবে;

(খ) সংশ্লিষ্ট জোন বা কার্যালয় আবেদনপত্র প্রাপ্তির পরবর্তী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সরেজমিন পরিদর্শন ও লোড বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা যাচাই করিবে। লোড বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে একই নেটওয়ার্ক বা ডাউনস্ট্রীমের বিদ্যমান গ্রাহকের গ্যাস সরবরাহে বিঘ্নতা সৃষ্টি না করা বা চাপ পরিস্থিতির ভারসাম্য বজায় রাখার বিষয়টি বিবেচনা করিতে হইবে;

(গ) পরিদর্শনের পর ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে, ক্ষেত্রমতে, বিগত ২ (দুই) বৎসরের গ্যাস ব্যবহারের খতিয়ান ও বিগত সময়ে অপসারিত মিটার পরীক্ষণ ফলাফল, বর্তমানে ব্যবহৃত মিটার বা মিটারের সীলের ত্রুটি-বিচ্যুতি, লোড হ্রাস বা বৃদ্ধির যৌক্তিকতাসহ প্রাসঙ্গিক তথ্য উপাত্ত সংশ্লিষ্ট কারিগরি কমিটির নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে ও কারিগরি কমিটির সুপারিশক্রমে কর্তৃপক্ষের

নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে এবং কারিগরিভাবে গ্রহণযোগ্য বা অগ্রহণযোগ্য ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের, বা ক্ষেত্রমতে, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ বা পেট্রোবাংলার অনুমোদনক্রমে বিষয়টি ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে গ্রাহককে অবহিত করিতে হইবে;

(ঘ) কোম্পানির যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভের পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে প্রয়োজনীয় শর্তাদি উল্লেখপূর্বক তাহা প্রতিপালনের অনুরোধ জানাইয়া গ্রাহককে পত্র ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিরাপত্তা জামানতের চাহিদাপত্র প্রদান করিতে হইবে;

(ঙ) হালনাগাদ গ্যাস বিল পরিশোধ ও চাহিদাপত্র অনুযায়ী অর্থ জমাদান বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাজস্ব শাখা বা বিভাগের ছাড়পত্র গ্রহণসহ প্রয়োজনীয় সকল শর্ত প্রতিপালন করিতে হইবে;

(চ) রাজস্ব ছাড়পত্র প্রাপ্তিসহ অন্যান্য শর্ত প্রতিপালিত হইবার পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে, ক্ষেত্রমতে, ওয়ার্কিং ড্রইং অনুমোদনসহ সার্ভিস লাইন পরিবর্তন, রাইজার স্থানান্তর বা সার্ভিস লাইন ভিন্ন বিতরণ লাইনে স্থানান্তরসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় মালামালের মূল্য আদায়যোগ্য হইবে;

(ছ) মালামালের মূল্য আদায়ের ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে ভান্ডার হইতে গ্রাহককে মালামাল প্রদানের লক্ষ্যে Material Issue Voucher (এমআইভি) ইস্যু করিতে হইবে। প্রাপ্ত এমআইভি এর নির্ধারিত স্থানে গ্রাহক বা গ্রাহক কর্তৃক নিযুক্ত প্রতিনিধি/ঠিকাদার (কোম্পানির সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত)-এর স্বাক্ষরপূর্বক ভান্ডারে দাখিল করিতে হইবে;

(জ) ভান্ডার হইতে মালামাল সরবরাহ করা হইলে, উক্ত মালামাল উত্তোলনের কাগজপত্র, ক্ষেত্রমতে, গ্রাহকের নিকট হইতে সংশ্লিষ্ট রাস্তা কাটিবার অনুমতিপত্র গ্রহণ করিয়া গ্রাহক ও তদকর্তৃক নিযুক্ত উপযুক্ত ঠিকাদারের মধ্যে যৌথভাবে স্বাক্ষরিত পাইপলাইন স্থাপনে রাস্তা কাটা, পাইপলাইন/আরএমএস নির্মাণ কাজকরণ এবং টেস্টিং/কমিশনিংকরণ কাজের কর্মসূচি (Work Schedule) কোম্পানির উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন করিতে হইবে;

(ঝ) কোম্পানি প্রতিনিধির বা টিমের তত্ত্বাবধানে অনুমোদিত কাজের কর্মসূচি (Work Schedule) মোতাবেক সার্ভিস লাইন, ক্ষেত্রমতে, অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণকার্য সমাপ্ত করিতে হইবে এবং অভ্যন্তরীণ লাইন পর্যাপ্ত সাপোর্টসহ দেওয়াল বা মাটির উপর এমনভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যেন উহা নিরাপদ ও সহজে দৃশ্যমান হয়;

(ঞ) অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণের পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে কোম্পানির উপযুক্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে উক্ত লাইনের অভ্যন্তরীণ অংশ পরিষ্কার বা পার্জিং এবং চাপ পরীক্ষা বা টেস্টিং কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে;

(ট) গ্রাহক ও তদকর্তৃক নিয়োজিত ঠিকাদার কর্তৃক যৌথভাবে স্বাক্ষরিত যথা স্থাপিত নকশা জমাদানের ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট টীম বা কর্মকর্তা গ্রাহক আঙ্গিনা পরিদর্শন করিয়া নকশা মোতাবেক গ্যাস লাইন ও স্থাপনা, স্থাপনার ক্ষমতা বা বার্নারের অরিফিসের আকার সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধান কর্তৃক নকশা অনুমোদন করিতে হইবে এবং তাহা সম্ভব না হইলে অনুমোদনকারীর নিকট উক্ত বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে;

(ঠ) আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রতিনিধি, গ্রাহক ও ঠিকাদার কর্তৃক যৌথভাবে স্বাক্ষরিত কার্যসমাপনী প্রতিবেদন গ্রহণ করিতে হইবে;

(ড) গ্রাহকের সহিত গ্যাস বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে;

(ঢ) গ্যাস বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে, ক্ষেত্রমতে, নবনির্মিত সার্ভিস লাইন কমিশনিং ও পুরাতন সার্ভিস লাইন কিল করিয়া আরএমএস স্থাপন করিতে হইবে;

(ণ) লোড বৃদ্ধির জন্য আরএমএস বা সিএমএস পরিবর্তনের প্রয়োজন না হইলে কার্য সমাপনীর তারিখ এবং আরএমএস বা সিএমএস পরিবর্তনের প্রয়োজন হইলে তাহা পরিবর্তনের তারিখ হইতে লোড হ্রাস বা বৃদ্ধি কার্যকর করিবার পর সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে অবহিত করিতে হইবে;

(ত) যৌক্তিক কারণে কার্য প্রক্রিয়ার সময়সীমা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, যাহা নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাকে অবহিত করিতে হইবে।

(৪) শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, চা-বাগান, বিদ্যুৎ ও সার শ্রেণির গ্রাহকের সার্ভিস লাইন, রাইজার, আরএমএস বা সিএমএস স্থানান্তরের ক্ষেত্রে নিয়ম (১৩), (১৪), (১৫) ও (১৯) তে বর্ণিত প্রক্রিয়া প্রযোজ্য হইবে।

(৫) যেই সকল গ্রাহকের সাথে Gas Sales Agreement (GSA) রহিয়াছে, সেই সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রে তাহা অনুসরণ করিতে হইবে।

অংশ-২

গ্যাস লোড হ্রাস বা বৃদ্ধি বা পুনর্বিন্যাস এবং রাইজার বা আরএমএস বা সিএমএস মডিফিকেশন/স্থানান্তর চার্জ

৫২। **গ্যাস লোড হ্রাস বা বৃদ্ধি এবং রাইজার বা আরএমএস বা সিএমএস মডিফিকেশন/স্থানান্তর চার্জ।**—(১) মিটারবিহীন/প্রি-পেইড মিটারযুক্ত গৃহস্থালি গ্রাহকের গ্যাস সরঞ্জাম বা বার্নার হ্রাস অথবা বৃদ্ধি (শুধুমাত্র সরকারি হাসপাতাল, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কারাগার) এর কারণে রাইজার বা রেগুলেটর বা প্রি-পেইড মিটার পরিবর্তন বা অপসারণের প্রয়োজন না হইলে গ্রাহককে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করিতে হইবে না। তবে, রাইজার বা রেগুলেটর বা প্রি-পেইড মিটার পরিবর্তন বা অপসারণের প্রয়োজন হইলে গ্রাহককে 'ছক-১৩' অনুযায়ী নির্ধারিত হারে (যা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পুনর্নির্ধারিত হইবে) চার্জ পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) পোস্টপেইড মিটারযুক্ত গৃহস্থালি গ্রাহকের গ্যাস লোড হ্রাস বা বৃদ্ধি (শুধুমাত্র সরকারি হাসপাতাল, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কারাগার) বা বহির্গমন চাপ হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে আরএমএস বা সিএমএস-এর কোন যন্ত্রপাতি বা মালামাল পরিবর্তনের প্রয়োজন না হইলে গ্রাহককে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করিতে হইবে না। তবে, সার্ভিস লাইন বা আরএমএস বা সিএমএস-এর কোন সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি বা মালামাল পরিবর্তনের প্রয়োজন হইলে গ্রাহককে 'ছক-১৩' অনুযায়ী নির্ধারিত হারে (যা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পুনর্নির্ধারিত হইবে) চার্জ পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) একই আঙ্গিনা বা প্রাঙ্গণে কোন গৃহস্থালি বা বাণিজ্যিক গ্রাহকের চুলা বা রাইজার বা আরএমএস স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থানান্তরের বিষয়টি অনুমোদিত হইলে, উক্ত কাজের জন্য সার্ভিস লাইনের প্রয়োজনীয় মালামালের প্রকৃত মূল্যের ওপর ১৫% ওভারহেড ব্যয় এবং কোম্পানি কর্তৃক নিয়োজিত, ক্ষেত্রমতে, গ্রাহক নিয়োজিত ঠিকাদারের মাধ্যমে নির্মাণ কাজের স্থাপনার প্রকৃত ব্যয় গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধ করিতে হইবে। এছাড়া, 'ছক-১৪' অনুযায়ী নির্ধারিত হারে (যা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পুনর্নির্ধারিত হইবে) স্থানান্তর চার্জ গ্রাহককে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৪) শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, চা-বাগান, বিদ্যুৎ ও সার শ্রেণির গ্রাহকের ঘন্টা প্রতি গ্যাস লোড হ্রাস বা বৃদ্ধি অথবা বহির্গমন চাপ হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে আরএমএস বা সিএমএস-এর কোন সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি বা মালামাল পরিবর্তনের প্রয়োজন না হইলে গ্রাহককে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করিতে হইবে না। তবে, সার্ভিস লাইন বা আরএমএস বা সিএমএস-এর কোন সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি বা মালামাল পরিবর্তনের প্রয়োজন হইলে গ্রাহককে 'ছক-১৩' অনুযায়ী নির্ধারিত হারে (যা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পুনর্নির্ধারিত হইবে) চার্জ পরিশোধ করিতে হইবে।

(৫) শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, চা-বাগান, বিদ্যুৎ ও সার শ্রেণির গ্রাহকের সার্ভিস লাইন, রাইজার, আরএমএস বা সিএমএস স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উহা অনুমোদিত হইলে উক্ত কাজের জন্য বিতরণ বা সার্ভিস লাইনের প্রয়োজনীয় মালামালের কোম্পানি মূল্যের ওপর ১৫% ওভারহেড ব্যয়সহ মূল্য এবং কোম্পানি নিয়োজিত, ক্ষেত্রমতে, গ্রাহক নিয়োজিত ঠিকাদারের মাধ্যমে নির্মাণ কাজের প্রকৃত ব্যয় গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধ করিতে হইবে। এছাড়া, 'ছক-১৪' অনুযায়ী নির্ধারিত হারে (যা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পুনর্নির্ধারিত হইবে) স্থানান্তর চার্জ গ্রাহককে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৬) যেই সকল গ্রাহকের সাথে Gas Sales Agreement (GSA) রহিয়াছে, সেই সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রে তাহা অনুসরণ করিতে হইবে।

৫৩। **অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড অপরিবর্তিত রেখে অথবা অনুমোদিত ঘন্টা প্রতি লোডের মধ্যে সরঞ্জাম পুনর্বিন্যাসকরণ/প্রতিস্থাপন।**—গ্যাস সরঞ্জামাদির অনুমোদিত ঘন্টা প্রতি লোড অপরিবর্তিত রেখে অথবা অনুমোদিত ঘন্টা প্রতি লোডের মধ্যে সরঞ্জাম পুনর্বিন্যাস ও প্রতিস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট গ্যাস কোম্পানির তালিকাভুক্ত কোনো ঠিকাদার এর উপস্থিতিতে কমিশনিং কাজ সম্পাদন নিশ্চিত করিতে হইবে। এজন্য গ্যাস বিতরণ কোম্পানির অনুমতির প্রয়োজন হইবে না।

একাদশ অধ্যায়

বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার, উদ্বৃত্ত ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ বা বাষ্প বা তাপ ভিন্ন কারখানায় ব্যবহার, গ্যাস ব্যবহারে সতর্কতা

৫৪। **বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার।**-গ্রাহক প্রাকৃতিক গ্যাসের পাশাপাশি একই বা ভিন্ন সরঞ্জামে বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার করিতে পারিবে, তবে উক্তরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্থাপনা বা সরঞ্জামের কারিগরি তথ্য এবং বিকল্প জ্বালানির বিবরণ সংবলিত ঘোষণাপত্র কোম্পানির নিকট জমা প্রদান করিতে হইবে। এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক গ্যাসের অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন এবং বিকল্প জ্বালানির অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন আলাদাভাবে স্থাপন করিতে হইবে।

৫৫। **উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ বা এগজস্ট বাষ্প বা তাপ বা এগজস্ট ব্যবহার করিয়া উৎপাদিত বাষ্প ভিন্ন কারখানায় ব্যবহার।**—গ্রাহক প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদনের সময় এগজস্ট বাষ্প বা তাপ বা এগজস্ট ব্যবহার করে উৎপাদিত বাষ্প নিজস্ব চাহিদা পূরণের পর উদ্বৃত্ত থাকিলে অথবা নিজস্ব কারখানায় ব্যবহার না হইলে বা ব্যবহারের সুযোগ না থাকিলে বিতরণ কোম্পানির অনুমোদনক্রমে তাহা ভিন্ন কারখানায় ব্যবহার করিতে দেয়া যাইবে। ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণির আওতায় উৎপাদিত বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত থাকিলে সরকারের নির্ধারিত পলিসি অনুসারে কোম্পানির অনুমোদনক্রমে তাহা ভিন্ন কারখানায় ব্যবহার করতে দেয়া যাইবে।

৫৬। **গ্যাস ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন।**—(১) প্রাকৃতিক গ্যাস একটি দাহ্য পদার্থ হওয়ায় গ্রাহককে গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে, গ্যাস সংক্রান্ত প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১ (২০০৩ সাল পর্যন্ত সংশোধিত) এর আলোকে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এ ব্যাপারে সময় সময় জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) গ্যাসের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করিবার জন্য গ্রাহক প্রাঙ্গণে কোন ত্রুটি বা লিকেজ দেখা দিলে গ্রাহক তাৎক্ষণিকভাবে কোম্পানিকে অবহিত করিবে এবং কোম্পানি জরুরি ভিত্তিতে তাহা মেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে। মেরামতের যাবতীয় ব্যয় গ্রাহক বহন করিবে। গ্রাহক কর্তৃক অবহিত না করিবার কারণে কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে উহার দায় গ্রাহকের।

(৩) বায়ু চলাচল করে না এমন বদ্ধ ঘরে গ্যাস ব্যবহার করা যাইবে না। চুলা জ্বালানোর পূর্বে দরজা জানালা খুলিয়া বায়ু চলাচল নিশ্চিত করিতে হইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

বিবিধ

৫৭। **মালিকানা বা নাম পরিবর্তন।**—(১) বিদ্যমান কোন গৃহস্থালি গ্রাহকের মালিকানা বা নাম পরিবর্তন করিতে হইলে সংযোগস্থলের অবস্থানের ভূমির মালিকানার বিপরীতে উত্তরাধিকার সূত্রে নতুন মালিকের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র নোটারী পাবলিক দ্বারা প্রত্যয়নপূর্বক জমাদানসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে 'ছক-১৫' অনুযায়ী নির্ধারিত হারে (যা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পুনর্নির্ধারিত হইবে) মালিকানা বা নাম পরিবর্তনের ফি গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) গৃহস্থালি গ্রাহকের ক্ষেত্রে ক্রয়সূত্রে অর্জিত মালিকানার ক্ষেত্রে নতুন মালিকানার হলফনামাসহ প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র নোটারী পাবলিক দ্বারা প্রত্যয়নপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে, 'ছক-১৫' অনুযায়ী নির্ধারিত হারে (যা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পুনর্নির্ধারিত হইবে) মালিকানা বা নাম পরিবর্তনের ফি গ্রাহক পরিশোধ সাপেক্ষে গ্যাস সংযোগের মালিকানা পরিবর্তনযোগ্য হইবে। তবে, এইরূপ ক্ষেত্রে জমি বিক্রেতার নিকট হইতে পৃথক অনাপত্তি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা প্রয়োজন হইবে না।

(৩) সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংযোগের বিপরীতে পূর্বের মালিক বা মালিকগণের কোন বকেয়া থাকিলে মালিকানা বা নাম পরিবর্তনের সময় তাহা পরিশোধ করিতে হইবে।

(৪) বাণিজ্যিক, শিল্প, সিএনজি, ক্যাপটিভ পাওয়ার, চা-বাগান, বিদ্যুৎ ও সার শ্রেণির বিদ্যমান কোন গ্রাহকের প্রতিষ্ঠানের মালিকানা এবং নাম পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন হইলে নতুন মালিকের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র নোটারী পাবলিক দ্বারা প্রত্যয়নপূর্বক জমাদান ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে 'ছক-১৫' অনুযায়ী নির্ধারিত হারে (যা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পুনর্নির্ধারিত হইবে) মালিকানা বা নাম পরিবর্তনের ফি গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধ করিতে হইবে।

৫৮। **গ্যাস সংযোগ বা লোড হস্তান্তর, স্থানান্তর বা একত্রীকরণ।**—

(১) গৃহস্থালি—

(ক) গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠানের গ্যাস সংযোগের বিপরীতে শুধুমাত্র বরাদ্দকৃত গ্যাস লোড বা উহার আংশিক লোড বা সংযোগ অন্যত্র অন্য কোন গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর বা স্থানান্তর বা বিক্রয় করা যাইবে না;

(খ) দলিলে/বণ্টননামায় উল্লেখ থাকা সাপেক্ষে নতুন মালিকগণ পূর্বের সমসংখ্যক গ্যাস সংযোগ লাভ করিবেন;

(গ) গ্রাহকের মালিকানাধীন বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত দুই বা ততোধিক গ্যাস সংযোগের বিপরীতে বরাদ্দকৃত গ্যাস লোড একটি সংযোগে রূপান্তর করা যাইবে না।

(২) বাণিজ্যিক শ্রেণির শুধুমাত্র গ্যাস সংযোগ বা লোড হস্তান্তর, অন্য আঙ্গিনায় স্থানান্তর বা একত্রীকরণ করা যাইবে না। তবে একই আঙ্গিনার মধ্যে লোড স্থানান্তর করা যাইবে।

(৩) শিল্প, সিএনজি, ক্যাপটিভ পাওয়ার, চা-বাগান, বিদ্যুৎ ও সার কারখানা শ্রেণির ক্ষেত্রে—

(ক) গ্রাহকের জন্য বরাদ্দকৃত শুধুমাত্র গ্যাস লোড অন্য কোন গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর বা বিক্রয় করা যাইবে না;

(খ) গ্রাহক কর্তৃক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিবার বা উক্ত প্রতিষ্ঠানে গ্যাস ব্যবহার না করিবার ঘোষণা প্রদানের বিপরীতে বরাদ্দকৃত গ্যাস লোড বা গ্যাস সংযোগ ভিন্ন স্থানে নির্মিত বা স্থাপিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর বা স্থানান্তর করা যাইবে না;

(গ) গ্রাহকের গ্রুপ বা প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত দুই বা ততোধিক প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে বরাদ্দকৃত গ্যাস লোড বা গ্যাস সংযোগ একটি কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে একত্রিত করা যাইবে না;

(ঘ) একই আঙ্গিনায় অবস্থিত, একই মালিকানাধীন আরেকটি শিল্প ইউনিটে শিল্প/ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণির অব্যবহৃত লোড সংশ্লিষ্ট গ্যাস বিতরণ কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক/আঞ্চলিক প্রধান (ব্যবস্থাপক)-এর অনুমোদন সাপেক্ষে শিল্প বা ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণিতে স্থানান্তর করা যাইবে;

(ঙ) একই আঙ্গিনায় অবস্থিত, একই মালিকানাধীন আরেকটি শিল্প ইউনিটে ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণিতে কার্যকরকৃত গ্যাস লোড শিল্প শ্রেণিতে স্থানান্তর করা যাইবে। তবে এক্ষেত্রে কোনো ক্রমেই শিল্প শ্রেণিতে ব্যবহৃত গ্যাস ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণিতে স্থানান্তর করা যাইবে না।

৫৯। **গ্রাহক শ্রেণি পরিবর্তন।**—কোনো অবস্থাতেই গ্রাহক শ্রেণি পরিবর্তন করা যাইবে না।

৬০। **দক্ষভাবে গ্যাস ব্যবহার।**—এনার্জি এফিসিয়েন্ট স্থাপনা বা সরঞ্জাম নিশ্চিত করিবার জন্য সার্টিফাইড অডিটর রহিয়াছে এইরূপ এনার্জি অডিটিং ফার্ম বা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্থাপনার বর্তমান বা প্রক্ষেপিত তাপীয় দক্ষতা, তাপ অপচয়ের কারণ ও অপচয় রোধে করণীয় বিষয়ে গ্রাহককে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে, শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সিএনজি, বিদ্যুৎ ও সার শ্রেণির গ্রাহক কর্তৃক প্রতি ২ (দুই) বৎসরে ন্যূনতম একবার এনার্জি অডিটর দ্বারা গ্যাস সরঞ্জামাদির জ্বালানি দক্ষতা পরীক্ষা করিয়া সংশ্লিষ্ট কোম্পানির নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে। ক্ষেত্রবিশেষে, বিতরণ কোম্পানি গ্যাস সরঞ্জামাদির জ্বালানি দক্ষতা পরীক্ষা করিতে পারিবে। জ্বালানি দক্ষ না হইলে গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করা যাইবে।

৬১। **মিটার স্থাপন/প্রতিস্থাপন ও সঠিকতা পরীক্ষা।**—(১) **নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে** আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড ও কোড অনুযায়ী গ্যাস ব্যবহারের সঠিক পরিমাপের উপযুক্ততা নিশ্চিত করিয়া নিয়ম ২২(১) অনুযায়ী মিটার স্থাপন করিতে হইবে। মিটার স্থাপনের পর গ্যাস কমিশনিং করিয়া যথাযথভাবে সীল করিতে হইবে।

(২) **মিটার বিকল এর ক্ষেত্রে** দ্রুততম সময়ে তা প্রতিস্থাপন করিতে হইবে, যাহার জন্য ভান্ডারে পর্যাপ্ত মিটার মজুদ রাখিতে হইবে। গ্রাহকের নিজস্ব অর্থায়নে ও উদ্যোগে মিটার সংগ্রহ, মজুদ ও সরবরাহের প্রয়োজন হইলে মিটারসমূহের স্পেসিফিকেশন গ্রাহককে প্রদান করিতে হইবে। মিটার প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হইবে—

(ক) অপারেশনাল বা কারিগরি বা দীর্ঘদিন ব্যবহার জনিত কারণে মিটার বিকল বা অকেজো হইলে গ্রাহক কর্তৃক এককালীন মিটারের মুল্য পরিশোধ সাপেক্ষে সশ্লিষ্ট গ্যাস বিতরণ কোম্পানির ভান্ডার হইতে উত্তোলনপুর্বক মিটার প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অপারেশনাল বা কারিগরি বা দীর্ঘদিন ব্যবহার জনিত কারণ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে মিটারের দ্বিগুণ মূল্য গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়পূর্বক মিটার প্রতিস্থাপন করা যাইবে;

(খ) কোম্পানির ভান্ডারে মিটার মজুদ না থাকিলে গ্রাহকের নিজস্ব অর্থায়নে ও উদ্যোগে কোম্পানি প্রদত্ত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মিটার সংগ্রহপূর্বক মিটারের সঠিকতা যাচাই ও গুণগত মান নিশ্চিত করিয়া মিটার প্রতিস্থাপন করিতে পারিবে;

(গ) মিটার বিকল বা অকেজো হওয়ার সংবাদ বা তথ্য পাওয়ার অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে কোম্পানির ভান্ডারে মিটার মজুদ থাকা সাপেক্ষে উপযুক্ত মিটার দ্বারা প্রতিস্থাপন করিতে হইবে;

(ঘ) মিটার প্রতিস্থাপনের পর গ্যাস কমিশনিং করিয়া যথাযথভাবে সীল করিতে হইবে;

(ঙ) মিটার স্থাপন/প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে অনধিক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট গ্যাস বিতরণ ও বিপণন কোম্পানি কর্তৃক স্থাপন পরবর্তী পর্যায়ে গুণগত মান যাচাই করিতে হইবে।

(৩) গ্রাহকের ব্যবহৃত মিটার অনধিক প্রতি ৩ (তিন) বৎসর পরপর টেস্টিং বা ক্যালিব্রেশন বা মিটারের **সঠিকতা পরীক্ষা** করিতে হইবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে বা সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোড, স্থাপিত মিটার ক্ষমতার অধিক হইলে উক্ত সময়ের পূর্বে ও ক্যালিব্রেশন বা টেস্ট বা মিটারের সঠিকতা পরীক্ষা করা যাইবে। মিটারের সঠিকতা পরীক্ষার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হইবে—

(ক) উপযুক্ত মিটার দ্বারা প্রতিস্থাপন করিয়া গ্যাস বিতরণ কোম্পানির নিজস্ব, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্য কোন বিতরণ কোম্পানির মিটার পরীক্ষাগারে গ্রাহক বা গ্রাহক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে মিটারের সঠিকতা পরীক্ষা সম্পন্ন করিতে হইবে। গ্রাহক আঙ্গিনায় গ্রাহক বা গ্রাহক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে মোবাইল মিটার টেস্টিং বেঞ্চ দ্বারা মিটারের সঠিকতা যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যাইবে;

(খ) গ্রাহকের আঙ্গিনা হইতে মিটার খুলে আনার সময় সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের পরিদর্শনকারী টীম বা কমিটি বা কোম্পানির উপযুক্ত পরিদর্শন টীম বা কমিটি কর্তৃক মিটারের আপস্ট্রীমের সার্ভিস লাইন, রাইজার বা আরএমএস এবং মিটারের সীলের সঠিকতা বা হস্তক্ষেপসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি প্রাথমিকভাবে যাচাই করিয়া একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন। সতর্কতার সহিত মিটার অপসারণ করিয়া উপযুক্ত প্যাকিং ও সীলগালা করিয়া মিটার পরীক্ষাগারে প্রেরণ করিতে হইবে। তবে, গ্রাহক বা গ্রাহক প্রতিনিধি প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যাদি ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে/বিশেষ বাহক মারফত/ইলেকট্রনিক মাধ্যমে গ্রাহককে অবহিত করিতে হইবে। যদি গ্রাহক গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে গ্রাহক আঙ্গিনায় ঝুলাইয়া দিতে হইবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে;

(গ) মিটার খুলে আনার ৪ (চার) কার্যদিবসের মধ্যে উহার সঠিকতা পরীক্ষার তারিখ ও সময় নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক মিটার খুলে আনার সময় উপস্থিত গ্রাহক কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপযুক্ত প্রতিনিধিকে "মিটার পরীক্ষাগার"-এ উপস্থিত থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতে হইবে;

(ঘ) গ্রাহক বা তদকর্তৃক নিযুক্ত প্রতিনিধি নির্ধারিত তারিখে মিটার পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকিলে মিটার পরীক্ষাকারী বিভাগ বা সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক গ্রাহককে পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে মিটার পরীক্ষার কর্মসূচি নির্ধারণ করিয়া রেজিস্ট্রি ডাকযোগে বা ইলেকট্রনিক পদ্ধতির যোগাযোগের মাধ্যমে অনুরোধ করিতে হইবে এবং ইহার পরও গ্রাহক বা প্রতিনিধি অনুপস্থিত থাকিলে সংশ্লিষ্ট বিভাগ, শাখা বা মিটার পরীক্ষা কমিটি কর্তৃক একতরফাভাবে মিটার পরীক্ষা সম্পন্ন করিতে হইবে। মিটার এর সঠিকতা পরীক্ষার পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে মিটার পরীক্ষার ফলাফল ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে গ্রাহককে অবহিত করিতে হইবে;

(ঙ) গ্রাহকের আঙ্গিনা হইতে মিটার খুলে আনার ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে গ্রাহক বা গ্রাহক প্রতিনিধির উপস্থিতি/ অনুপস্থিতিতে (যদি অনুরোধ করার পরও উপস্থিত না থাকে) মিটারের সঠিকতা ও সীল পরীক্ষা সম্পন্ন করিতে হইবে;

(চ) মিটারের সঠিকতা পরীক্ষাকালে মিটার ক্ষমতার ন্যূনতম ২০% হইতে সর্বোচ্চ ১০০% এর মধ্যে ন্যূনতম ৬ (ছয়) টি প্রবাহের বা পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফলকে গড় করিয়া মিটারের সঠিকতা নিরূপণ করিতে হইবে।

(৪) **মিটারযুক্ত গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার পর মিটারের সঠিকতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে** সংশ্লিষ্ট 'বিক্রয় বিভাগ' বা 'আঞ্চলিক কার্যালয়' মিটার খুলে আনার ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে মিটার পরীক্ষার কর্মসূচি নির্ধারণ করিয়া রেজিস্ট্রি ডাকযোগে, কুরিয়ার সার্ভিস বা বিশেষ বাহক মারফত গ্রাহককে এবং ইহার অনুলিপি প্রেরণসহ টেলিফোন বা মোবাইলের মাধ্যমে 'মিটার পরীক্ষাকারী বিভাগ' বা 'মিটার পরীক্ষা কমিটি'কে অবহিত করিয়া উক্ত সময়ের মধ্যে মিটারটি 'মিটার পরীক্ষাকারী বিভাগ'-এ জমা প্রদান করিবে। মিটারের সঠিকতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে উপ নিয়ম (৩) এ বর্ণিত প্রক্রিয়া প্রযোজ্য হইবে।

৬২। **প্রাকৃতিক কারণে মিটার ধীর বা দ্রুত গতির হইলে বিল সংশোধন।**—যদি মিটারে সঠিকতা পরীক্ষা করিয়া কোনরূপ হস্তক্ষেপ ব্যতীত প্রাকৃতিক কারণে উহা ২% এর অধিক ধীর বা দ্রুত গতি সম্পন্ন পাওয়া যায়, তবে উক্ত মিটার ব্যবহারের অর্ধেক সময়ের জন্য, মিটার অপসারণের পূর্ববর্তী সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাসের গ্যাস বিল সমন্বয় করা যাইবে। মিটার পরীক্ষাকালে মিটার ক্ষমতার ন্যূনতম ২০% হইতে সর্বোচ্চ ১০০% এর মধ্যে ন্যূনতম ৬ (ছয়) টি প্রবাহের বা পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফলকে গড় করিয়া ত্রুটির পরিমাণ তথা ধীর গতি বা দ্রুতগতি নিরূপণ করিতে হইবে।

৬৩। **সাধারণ নির্দেশ।**—

(১) সকল শ্রেণির—

(ক) গ্রাহকের আরএমএস বা সিএমএস এর স্পর্শকাতর পয়েন্টসমূহে উপযুক্ত সীল স্থাপনপূর্বক সম্পূর্ণ আরএমএস বা সিএমএস, ক্ষেত্রমতে, মিটার কেবিনেটে আবদ্ধ করিতে হইবে;

(খ) গ্রাহকের স্থাপনাসমূহ অনলাইন মনিটরিং এর আওতায় আনিতে হইবে। দেশের মূল্যবান সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাস সঠিক পরিমাপ ও সরবরাহ ব্যবস্থা নিছিদ্র, নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন করিতে হইবে। গ্যাসের অবৈধ ব্যবহারের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি করিতে হইবে।

৬৪। **গ্যাস কারচুপির সহিত ঠিকাদারের সম্পৃক্ততা।**—অবৈধ, অননুমোদিত, নিয়ম বহির্ভূতভাবে বিতরণ, সার্ভিস, রাইজার, আরএমএস বা অভ্যন্তরীণ গ্যাস লাইন স্থাপন, স্থানান্তর বা সরঞ্জামাদি স্থাপন, স্থানান্তর বা পরিবর্তন বা গ্যাস কারচুপির সহিত কোন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বা তার প্রতিনিধির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকিবার প্রমাণ পাওয়া গেলে কোম্পানি হইতে উক্ত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তি বাতিল এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিকে স্বীয় কার্য-সম্পাদনে অযোগ্য ঘোষণা করিয়া তাৎক্ষণিকভাবে পেট্রোবাংলার আওতাধীন অন্যান্য বিপণন কোম্পানিকে অবহিত করিতে হইবে এবং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

৬৫। **বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ।**—(১) গ্যাস লাইন নির্মাণ, সরবরাহ, গ্যাস বিল, অন্য কোন পাওনা বা এতৎসংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়ে গ্রাহক এবং কোম্পানির মধ্যে কোন বিরোধ সৃষ্টি হইলে তাহা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে।

(২) গ্রাহকের নিকট বিতরণ কোম্পানির পাওনা বা ইস্যুকৃত বিলের বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করিতে হইলে আপত্তির সমপরিমাণ অর্থ কমিশন এর নিকট জমা রাখিয়া আপত্তি উত্থাপন করিতে হইবে। কমিশন এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জমাকৃত অর্থ নিষ্পত্তি হইবে।

৬৬। **অস্পষ্টতা দূরীকরণ।**—(১) গ্যাস বিপণন কার্যকলাপ প্রক্রিয়াকালে গ্যাস বিপণন নিয়মাবলির কোন নিয়ম বা উপ-নিয়ম প্রতিপালনে অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হইলে বা গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত কোন কার্যক্রমের বিষয়ে নিয়মাবলিতে উল্লেখ না থাকিলে পেট্রোবাংলা কর্তৃক স্পষ্টীকরণক্রমে নিষ্পত্তি করা হইবে।

(২) গ্রাহক এবং কোম্পানির স্বার্থ সমুন্নত রাখিবার উদ্দেশ্যে পেট্রোবাংলা, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এই নিয়মাবলির কোনো অনুচ্ছেদের প্রয়োজনীয় সংশোধন করিতে পারিবে।

(৩) কোন শ্রেণির নতুন গ্যাস সংযোগ প্রদান বা বিদ্যমান গ্রাহকের গ্যাস লোড বৃদ্ধি বা হ্রাস বা এতদসংক্রান্ত কোন কার্যক্রমের বিষয়ে সরকার এবং পেট্রোবাংলা বা কমিশন কর্তৃক কোন নির্দেশ জারি করা হইলে উক্ত নির্দেশনার আলোকে কোম্পানি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৬৭। **বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকের চালনাধাঁচ ও ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর পুনর্নির্ধারণ।**—(১) নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে 'ছক-৭, ৮, ৯, ১০' -এ বর্ণিত ন্যূনতম চালনাধাঁচ অনুসরণ করিয়া গ্রাহকের অনুমোদিত গ্যাস লোড ও নিরাপত্তা জামানত নির্ধারিত হইবে। যেই সকল গ্রাহকের চালনাধাঁচ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে উল্লেখ নাই, সেই ক্ষেত্রে উক্ত গ্রাহকের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ একই শ্রেণিভুক্ত অন্য কোন গ্রাহকের ন্যূনতম চালনাধাঁচ প্রযোজ্য হইবে।

(২) গ্যাস সংযোগের পর সাধারণভাবে চালনাধাঁচ পরিবর্তনের মাধ্যমে মাসিক লোড পুনর্নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনুমোদিত চালনাধাঁচের মধ্যেই, বা ক্ষেত্রমতে, দৈনিক গ্যাস ব্যবহারের সময় ২ (দুই) ঘন্টা বা ইহার গুণিতক হিসাবে (যেমন-৪, ৬, ইত্যাদি ঘন্টা) কোম্পানি বোর্ডের অনুমোদনক্রমে হ্রাস-বৃদ্ধি করা যাইবে।

(৩) গ্রাহক অনুমোদিত ঘন্টা প্রতি লোডের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বার্নার বা গ্যাস সরঞ্জাম ব্যবহার করা সত্ত্বেও নিম্নোক্ত কারণে লোড পুনর্নির্ধারণের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন, সেই ক্ষেত্রে কোম্পানি কর্তৃক গঠিত কমিটি দ্বারা উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিতে হইবে:

(ক) যদি গ্রাহক অনুমোদিত মাসিক লোডে গ্যাস ব্যবহার করিতে সক্ষম না হন;

(খ) যদি গ্রাহক গ্যাস কারচুপির অভিযোগেও অভিযুক্ত না হন; এবং

(গ) দফা (ক) এবং (খ)-এ বর্ণিত কার্যক্রম-বাণিজ্যিক গ্রাহকের ক্ষেত্রে ৬ (ছয়) মাস এবং অন্যান্য শ্রেণির গ্রাহকের ক্ষেত্রে ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে;

(৪) উপ-নিয়ম (৩) এর অধীন পরিদর্শনে যদি দেখা যায় যে, গ্রাহক অনুমোদিত লোডের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গ্যাস ব্যবহার করিতে পারিতেছেন না, তাহা হইলে উহা কারিগরি কমিটি কর্তৃক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করিয়া কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুমোদনক্রমে, প্রয়োজনে, অনুমোদিত চালনাধাঁচ হ্রাস করা যাইবে।

৬৮। **নতুন গ্যাস সংযোগ ও লোড বৃদ্ধি স্থগিতকরণ।**—এই অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না কেন সরকার জনস্বার্থে যে কোনো গ্রাহক শ্রেণিতে নতুন গ্যাস সংযোগ ও লোড বৃদ্ধি, সংযোগ অন্যত্র স্থানান্তর ইত্যাদির কার্যক্রম আদেশ দ্বারা স্থগিত করিতে পারিবেন।

৬৯। **গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ, মেরামত ও পরিচালনা।**—গ্রাহকের নিকট গ্যাস সরবরাহের উদ্দেশ্যে বিতরণ কোম্পানি প্রয়োজন অনুযায়ী উচ্চ চাপবিশিষ্ট মূখ্য বিতরণ লাইন, বিতরণ লাইন নির্মাণ, মেরামত ও পরিচালনা করিবে। গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১ (২০০৩ সাল পর্যন্ত সংশোধিত) এর সাথে সামঞ্জস্য রাখিয়া ডিজাইন, নির্মাণ, ক্যাথডিক সিস্টেম স্থাপন ও পাইপলাইন/গ্যাস স্টেশন পরিচালনা ও মেরামত করিবার বিষয়টি নিশ্চিত করিবে।

৭০। **সিস্টেম লস/গেইন।**—কোম্পানির বিপরীতে গ্যাস ক্রয় এবং গ্রাহকের নিকট গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণের উপর মাসিক ভিত্তিতে সিস্টেম লস/গেইন নিরূপণের পাশাপাশি প্রতিটি সুনির্দিষ্ট এলাকা/কার্যালয় ভিত্তিক ডিআরএস/টিবিএস/ সিজিএস ভিত্তিক গ্যাস গ্রহণ এবং উহার আওতায় উক্ত এলাকা ভিত্তিক গ্রাহকের নিকট গ্যাস বিক্রয় পরিমাপের সহিত তুলনামূলক চিত্র/মিলকরণ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিতে হইবে বা পর্যায়ক্রমে চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্কে প্রয়োজনীয় মডিফিকেশন (পাইপলাইন পৃথকীকরণ/একত্রীকরণ) অথবা নতুনভাবে পাইপলাইন নির্মাণ কাজ সম্পাদন করিতে হইবে। সিস্টেম লস হ্রাসে সকল গ্যাস বিতরণ কোম্পানির কর্মকর্তাগণকে জোনভিত্তিক দায়িত্ব প্রদান করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট জোনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত জোনের সিস্টেম লস হ্রাসে মূল দায়িত্ব পালন করিবেন। প্রতিটি জোনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সিস্টেম লসের বিষয়ে জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসিতে হইবে।

৭১। **গ্যাস লিকেজ জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।**—বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকের গ্যাস সরবরাহের উদ্দেশ্যে স্থাপিত পাইপলাইন, গ্যাস স্টেশন ও গ্যাস স্থাপনা নিয়মিত পরিচালনা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি গ্রাহকের জরুরি গ্যাস লিকেজ মেরামত ও তদারকি নিশ্চিতকরণে এলাকা ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা বিতরণ কোম্পানিকে নিশ্চিত করিতে হইবে। গ্যাস লিকেজ সাধারণ গ্রাহকের পক্ষ থেকে স্বাভাবিকভাবে চিহ্নিত বা শনাক্তকরণের সুবিধার্থে বিতরণ কোম্পানি প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১ (২০০৩ সাল পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসরণ করিয়া যথাযথ ও নিয়মিতভাবে অডোরেন্ট চার্জিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করিবে এবং গ্রাহকদের সচেতনা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিবে। গ্রাহকদের জরুরি সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিতরণ কোম্পানিসমূহের আওতায় জরুরি গ্যাস নিয়ন্ত্রণ সেল, অভিযোগ কেন্দ্র, হটলাইন ইত্যাদি ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

৭২। **গ্রাহক নথি ও ব্যাংক গ্যারান্টি সংরক্ষণ।**—গ্যাস সংযোগের গ্রাহক নথি বিপণন ডিভিশনের নিয়ন্ত্রণাধীনে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়/জোবিঅ/জোনাল অফিসে সংরক্ষিত থাকিবে। তবে সংযোগ সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য অন্য দপ্তরের প্রয়োজন দেখা দিলে রেকর্ডভুক্তক্রমে উহা সাময়িকভাবে সরবরাহ করা যাইবে এবং কাজ শেষে যথারীতি ফেরত দিতে হইবে। গ্রাহকের নিরাপত্তা জামানতের বিপরীতে গৃহীত ব্যাংক গ্যারান্টি বা এতৎসংক্রান্ত ডকুমেন্টস সংশ্লিষ্ট বিক্রয় কার্যালয়ের রাজস্ব শাখা/দপ্তর কর্তৃক সংরক্ষণ করিতে হইবে। পর্যায়ক্রমে সকল নথি ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৭৩। **এমআইএস প্রস্তুতকরণ।**—সকল শ্রেণির গ্রাহকের গ্যাসের গ্রহণ/ক্রয় ও সরবরাহ/বিক্রয়ের পরিমাণ পরিমাপকরণের মাসিক হিসাব নিকাশ এবং রাজস্বের পরিমাণের হিসাব-নিকাশ ও রেকর্ডাদি কোম্পানির বিপণন ডিভিশনের সংশ্লিষ্ট অঞ্চল/এলাকা/আবিকা/জোবিঅ ভিত্তিক করিতে হইবে। গ্যাস বিতরণ কোম্পানির সংশ্লিষ্ট জোন, জোবিঅ, আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক আওতাভুক্ত এলাকায় ইনটেক পয়েন্টসমূহ হইতে গ্যাস গ্রহণ ও গ্রাহক প্রান্তে গ্যাস ব্যবহারের হিসাব, সিস্টেম লস/গেইন হিসাব, মাসিক রাজস্ব নিরূপণ ও আদায়, বকেয়া, পাইপলাইন নির্মাণ, সংযোগ প্রদান ইত্যাদি তথ্য সন্নিবেশ করিয়া সংশ্লিষ্ট ডিভিশন/ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রতি মাসে এমআইএস প্রস্তুত করিতে হইবে।

৭৪। **নিয়মাবলি লঙ্ঘন।**—এই নিয়মাবলির কোনো নিয়ম বা উপ-নিয়ম বা কোন অংশ লঙ্ঘন হইলে, সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ অথবা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

৭৫। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) এই নিয়মাবলি কার্যকর করিবার সাথে সাথে "গ্যাস বিপণন নিয়মাবলি ২০১৪" (বাণিজ্যিক, শিল্প, মৌসুমী, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সিএনজি ও চা-বাগান গ্রাহকের জন্য প্রযোজ্য) এবং "গ্যাস বিপণন নিয়মাবলি ২০১৪" (গৃহস্থালি গ্রাহকের জন্য প্রযোজ্য) এর কার্যকারিতা রহিত হইবে।

(২) উপ-নিয়ম (১) এ বর্ণিত নিয়মাবলিদ্বয়ের আওতায় সম্পাদিত সকল কার্য এই নিয়মাবলির আওতায় কৃত, গৃহীত অথবা প্রণীত বলে গণ্য হইবে।

৭৬। **অসুবিধা দূরীকরণ।**—এই নিয়মাবলিতে উল্লিখিত সংজ্ঞা বা অনুচ্ছেদের সাথে গ্যাস আইন, ২০১০-এ উল্লিখিত সংজ্ঞা বা ধারার ভিন্নতা পরিলক্ষিত হইলে সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০-এ উল্লিখিত সংজ্ঞা বা ধারা প্রযোজ্য হইবে।

ছক-১

(১) গৃহস্থালি গ্রাহক (শুধুমাত্র সরকারি হাসপাতাল, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কারাগার) এ নতুন গ্যাস সংযোগ এর আবেদনপত্র ফরম।

(২) শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, চা-বাগান শ্রেণির গ্রাহকদের নতুন গ্যাস সংযোগ এর আবেদনপত্র ফরম।

(৩) বিদ্যুৎ ও সার শ্রেণির গ্রাহকদের নতুন গ্যাস সংযোগ এর আবেদনপত্র ফরম।

(৪) শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, চা-বাগান শ্রেণির গ্রাহকদের লোড বৃদ্ধির আবেদনপত্র ফরম।

(৫) বিদ্যুৎ ও সার শ্রেণির গ্রাহকদের লোড বৃদ্ধির আবেদনপত্র ফরম।

(৬) গৃহস্থালি গ্রাহকদের নাম/মালিকানা পরিবর্তনের আবেদনপত্র ফরম।

(৭) বাণিজ্যিক, শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, চা-বাগান, বিদ্যুৎ ও সার শ্রেণির গ্রাহকদের নাম/মালিকানা পরিবর্তন আবেদনপত্র ফরম।

(৮) গ্রাহকদের একই আঙ্গিনায় আরএমএস, রাইজার, হাউজ লাইন, চুলা স্থানান্তরের আবেদনপত্র ফরম।

****বর্ণিত আবেদনপত্র ফরমসমূহ সংশ্লিষ্ট গ্যাস বিতরণ কোম্পানির ওয়েবসাইট হইতে ডাউনলোড করা যাইবে।**

ছক-২

[নিয়ম ৮(২), ১০(৪), ১২(১)(খ), ১৮(১)(গ), ১৯(১)(গ), ২০(১)(ঘ), ৩৩(৬) দ্রষ্টব্য]

বিভিন্ন গ্রাহক শ্রেণির আবেদন ফি, সংযোগ ব্যয়, সার্ভিস চার্জ ও আরএমএস/ সিএমএস রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়

<table>
<tr><th>ক্রমিক নং</th><th>গ্রাহক শ্রেণি</th><th>আবেদন ফি (টাকা)</th><th>সংযোগ ব্যয় (টাকা)[১]</th><th>সার্ভিস চার্জ (মালামাল ও নির্মাণ ব্যয়ের শতকরা হার, %)</th><th>প্রতিবার আরএমএস/ সিএমএস রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় (টাকা)</th><th>বিশেষায়িত আরএমএস/ সিএমএস রক্ষণাবেক্ষণ মাসিক সার্ভিস চার্জ (টাকা)</th></tr>
<tr><td>১</td><td>গৃহস্থালি</td><td>২,০০০</td><td>৮,০০০</td><td>-</td><td>-</td><td rowspan="2">১,০০,০০০
(বিশেষায়িত গ্রাহকের ক্ষেত্রে যেখানে কোম্পানির লোকবল সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকে।)</td></tr>
<tr><td>২</td><td>শিল্প</td><td rowspan="5">৫,০০০</td><td rowspan="5">-</td><td rowspan="5">-১৫ (পনেরো) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ১০%
-১৫ (পনেরো) লক্ষ টাকার উর্ধ্ব হইতে ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ৭.৫% এবং
-৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে হইলে ৫%</td><td rowspan="7">৫,০০০</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>ক্যাপটিভ পাওয়ার</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>চা-বাগান</td></tr>
<tr><td>৫</td><td>বিদ্যুৎ</td></tr>
<tr><td>৬</td><td>সার</td></tr>
<tr><td>৭</td><td>বাণিজ্যিক</td><td colspan="3">প্রযোজ্য নয়</td><td>-</td></tr>
<tr><td>৮</td><td>সিএনজি</td><td colspan="3">প্রযোজ্য নয়</td><td>-</td></tr>
</table>

[১] (২০ মিলিমিটার ব্যাসের ৩ (তিন) মিটার দীর্ঘ এমএস লাইনপাইপ, একটি ২০ মিলিমিটার ব্যাসের লক-উইং-কক বা ইনসুলেটিং ভাল্ভ, একটি ২০ মিলিমিটার ব্যাসের সার্ভিস টি, ২০ মিলিমিটার ব্যাসের একটি এমএস এলবো, প্রয়োজনীয় পরিমাণ পাইপ র‍্যাপিং, কোটিংসহ অন্যান্য সামগ্রী এবং একটি রেগুলেটর সরবরাহ)

বি: দ্র: সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পুনর্নির্ধারিত হইবে।

ছক-৩
[নিয়ম ৯(২) দ্রষ্টব্য]

ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের (১.১ শ্রেণির) পারিশ্রমিক

ক্রমিক নং	বিবরণ (ক্রম ১-ক হইতে ১-ঘ এর মধ্যে যে কোন একটি পারিশ্রমিক প্রযোজ্য হইবে)	ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগর এলাকার জন্য নির্ধারিত পারিশ্রমিক (টাকা)	অন্যান্য এলাকার জন্য নির্ধারিত পারিশ্রমিক (টাকা)
(১) নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে			
(ক)	অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন ১০ মিটার পর্যন্ত	৬,৫০০/-	৫,৫০০/-
(খ)	অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন ১০ মিটার এর উর্ধ্ব হইতে ২০ মিটার পর্যন্ত	৭,৫০০/-	৭,০০০/-
(গ)	অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন ২০ মিটার এর উর্ধ্ব হইতে ৩৫ মিটার পর্যন্ত	৮,৫০০/-	৭,৫০০/-
(ঘ)	অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন ৩৫ মিটার এর উর্ধ্বে	১০,০০০/-	৯,৫০০/-
(ঙ)	চুলা বা সরঞ্জাম ফিটিং বা ফিক্সিং প্রতি চুলা বাবদ	৩০০/-	২৫০/-
(২) সরঞ্জাম বা চুলার লোড বৃদ্ধি বা হ্রাস সংক্রান্ত কাজের পারিশ্রমিক			
(ক)	অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন ৭ মিটার পর্যন্ত	২,০০০/-	১,৮০০/-
(খ)	অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন ৮ মিটার হইতে ১৫ মিটার পর্যন্ত	২,৫০০/-	২,২০০/-
(গ)	অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন ১৬ মিটার হইতে ২৫ মিটার পর্যন্ত	৪,০০০/-	৩,৭০০/-

(৩) মালিকানা পরিবর্তন বা অন্যান্য কার্যাদি বাবদ থোক ব্যয়-১,৫০০/-

বি: দ্র: সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পুনর্নির্ধারিত হইবে।

ছক-৪

[নিয়ম ১৬(১) দ্রষ্টব্য]

নতুন গ্যাস সংযোগ ও লোড বৃদ্ধি, হ্রাস, পরিবর্তন, পুনর্বিন্যাস, মালিকানা পরিবর্তন, রাইজার বা আরএমএস স্থানান্তর, মিটার পরিবর্তন, চাপ পুনর্নির্ধারণসহ অন্যান্য কার্যক্রম অনুমোদনকারী কর্মকর্তা

গ্রাহক শ্রেণি বা কাজের বিবরণ	প্রশাসনিক অনুমোদনকারী	মঞ্জুরীপত্র বা চাহিদাপত্র স্বাক্ষরকারী	নকশা অনুমোদনকারী	চুক্তি স্বাক্ষরকারী	গ্যাস কমিশনিং বা চূড়ান্ত কার্যক্রম সম্পন্নে অনুমোদনকারী
(ক-১) গৃহস্থালি - নতুন সংযোগ, লোড বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট কার্যাদি	কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ	আবিকা/শাখা প্রধান বা মনোনীত কর্মকর্তা	আবিকা/শাখা প্রধান	আবিকা/শাখা প্রধান	আবিকা/শাখা প্রধান
(ক-২) বহির্গমন চাপ পুনর্নির্ধারণ, রাইজার পৃথকীকরণ সংশ্লিষ্ট যে কোন কার্যাদি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	আবিকা/শাখা প্রধান বা মনোনীত কর্মকর্তা	আবিকা/ শাখা প্রধান	আবিকা/শাখা প্রধান	আবিকা/শাখা প্রধান
(ক-৩) গৃহস্থালি - লোড পুনর্বিন্যাস, একই আঙ্গিনার মধ্যে রাইজার বা আরএমএস মডিফিকেশন/ স্থানান্তর মালিকানা বা নাম পরিবর্তন, লোড হ্রাস এবং কারিগরি কারণে গ্রাহকের মিটার, রেগুলেটর, যন্ত্রপাতি পরিবর্তনসহ সংশ্লিষ্ট যে কোন কার্যাদি	মহাব্যবস্থাপক (বিপণন/বিক্রয়)/ উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক	আবিকা/শাখা প্রধান বা মনোনীত কর্মকর্তা	আবিকা/শাখা প্রধান	আবিকা/শাখা প্রধান	আবিকা/শাখা প্রধান
(খ) বাণিজ্যিক - মালিকানা বা নাম পরিবর্তন, একই আঙ্গিনার মধ্যে রাইজার বা আরএমএস মডিফিকেশন/স্থানান্তর, মিটার ও রেগুলেটর প্রতিস্থাপন, চাপ পুনর্নির্ধারণ এবং কারিগরি কারণে গ্রাহকের মিটার, রেগুলেটর, যন্ত্রপাতি পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট যে কোন কার্যাদি	মহাব্যবস্থাপক (বিপণন/বিক্রয়)/ উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক	আবিকা/শাখা প্রধান বা মনোনীত কর্মকর্তা	সংশ্লিষ্ট উপমহাব্যবস্থাপক	উপমহাব্যবস্থাপক (বিক্রয়/বিপণন)	উপমহাব্যবস্থাপক (বিক্রয়/বিপণন)

গ্রাহক শ্রেণি বা কাজের বিবরণ	প্রশাসনিক অনুমোদনকারী	মঞ্জুরীপত্র বা চাহিদাপত্র স্বাক্ষরকারী	নকশা অনুমোদনকারী	চুক্তি স্বাক্ষরকারী	গ্যাস কমিশনিং বা চূড়ান্ত কার্যক্রম সম্পন্নে অনুমোদনকারী
(গ-১) শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, চা-বাগান, বিদ্যুৎ, সার ও ভবিষ্যতে সৃষ্ট অন্যান্য শ্রেণির নতুন সংযোগ, লোড বৃদ্ধি এবং যে কোন ধরনের বিশেষায়িত সংযোগ কার্যাদি	কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ	আবিকা/ জোনাল প্রধান/ মনোনীত শাখা প্রধান	মহাব্যবস্থাপক (বিপণন)/ উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপক	উপমহাব্যবস্থাপক (বিক্রয়/বিপণন)/ সংশ্লিষ্ট উপ-মহাব্যবস্থাপক/ কোম্পানি সচিব	সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপক/ মহাব্যবস্থাপক (বিপণন)/ উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
(গ-২) শিল্প, সিএনজি, ক্যাপটিভ পাওয়ার, চা-বাগান, বিদ্যুৎ, সার ও ভবিষ্যতে সৃষ্ট অন্যান্য শ্রেণির লোড হ্রাস, আরএমএস মডিফিকেশন/ স্থানান্তর, মালিকানা বা নাম পরিবর্তন, উক্ত শ্রেণির কারিগরি কারণে এবং সকল শ্রেণির গ্রাহকের অবৈধ বা বিধি বর্হিভূত কার্যকলাপজনিত কারণে মিটার, রেগুলেটর, যন্ত্রপাতি পরিবর্তন ইত্যাদি কার্যাদি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	আবিকা/ জোনাল প্রধান/ মনোনীত শাখা প্রধান	মহাব্যবস্থাপক (বিপণন)/ উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপক	উপমহাব্যবস্থাপক (বিক্রয়/বিপণন)/ সংশ্লিষ্ট উপ-মহাব্যবস্থাপক/ কোম্পানি সচিব	সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপক/ মহাব্যবস্থাপক (বিপণন)/ উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
(ঘ) সুনির্দিষ্ট কোন গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ সম্পর্কিত কারণে বিতরণ পাইপলাইন সম্প্রসারণ বা ব্যালেন্সিং বা সমান্তরাল পাইপলাইন স্থাপন এবং ডিআরএস বা টিবিএস বা সিএমএস আপগ্রেডেশন ইত্যাদি কার্যাদি	কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ	সংশ্লিষ্ট উপমহাব্যবস্থাপক	সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপক	কোম্পানি সচিব/ সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপক	সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপক

ছক-৫
[নিয়ম ২৩ দ্রষ্টব্য]

সংযোগ গ্রহণ না করিলে সার্ভিস চার্জ কর্তন

(ক)	শিল্প (ঘন্টা প্রতি লোড ৪০০০ ঘনফুট এর নিম্নে)	নিরাপত্তা জামানত হিসাবে গ্রাহক কর্তৃক জমাকৃত অর্থ হইতে টাকা ৭,৫০০/-+ ভ্যাট কর্তন করা হইবে।
(খ)	শিল্প (ঘন্টা প্রতি লোড ৪০০০ ঘনফুট এবং তদুর্ধ্বে)	নিরাপত্তা জামানত হিসাবে গ্রাহক কর্তৃক জমাকৃত অর্থ হইতে টাকা ১০,০০০/-+ ভ্যাট কর্তন করা হইবে।
(গ)	ক্যাপটিভ পাওয়ার গ্রাহক	শিল্প শ্রেণির গ্রাহকদের অনুরূপ।
(ঘ)	চা-বাগান গ্রাহক	

বি: দ্র: সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পুনর্নির্ধারিত হইবে।

ছক-৬
[নিয়ম ১০(৪), ১৪(১) ২২(৪) দ্রষ্টব্য]

গ্যাস লাইন কমিশনিং ব্যয়

(ক)	গৃহস্থালি গ্রাহক	রাইজার প্রতি টাকা ৫০০
(খ)	শিল্প (ঘন্টা প্রতি লোড ৪০০০ ঘনফুট এর নিম্নে)	টাকা ৭,৫০০ + ভ্যাট।
(গ)	শিল্প (ঘন্টা প্রতি লোড ৪০০০ ঘনফুট ও তদুর্ধ্বে)	টাকা ১৫,০০০ + ভ্যাট।
(ঘ)	ক্যাপটিভ পাওয়ার গ্রাহক	শিল্প শ্রেণির গ্রাহকদের অনুরূপ।
(ঙ)	চা-বাগান গ্রাহক	
(চ)	বিদ্যুৎ	টাকা ২০,০০০ + ভ্যাট।
(ছ)	সার	টাকা ২০,০০০ + ভ্যাট।

বি: দ্র: সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পুনর্নির্ধারিত হইবে।

ছক-৭
[নিয়ম ২৫(৩) দ্রষ্টব্য]

(ক) স্থাপনার ভূমির ক্ষেত্রফলের উপর ভিত্তি করিয়া ঘণ্টা প্রতি গ্যাসলোড ও বহির্গমণ চাপ নির্ধারণ

ক্রমিক নং	কারখানার ধরণ	গ্যাস স্থাপনার ধরণ	প্রতি বর্গফুট অভ্যন্তরীণ ভূমির জন্য ন্যূনতম লোড (SCFH)	বহির্গমণ চাপ (PSIG)
১	রোলিং মিল	ক) পুশার ফার্নেস খ) ব্যাচ ফার্নেস গ) গ্যাস কাটার	২৫/৩০* ৩০/৩৫** ন্যূনতম ২০০	৫-১৫
২	সিলিকেট কারখানা	ক) আয়তাকার ফার্নেস খ) বয়লার	৩০ (ন্যূনতম ৩,৫০০) বয়লারের ঘণ্টা প্রতি লোড নির্ধারণের পদ্ধতি অনুযায়ী (নিয়ম-২৫(৬))	৫-১৫
৩	কাঁচ কারখানা (ভগ্ন কাঁচ গলিয়ে কাঁচের সামগ্রী তৈরীর ক্ষেত্রে)	ক) ট্যাংক ফার্নেসঃ ক-১) অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রফল ১০-৭৫ বর্গফুট ক-২) অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রফল ৮৩-১০০ বর্গফুট ক-৩) অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রফল ১১২-১৫০ বর্গফুট ক-৪) অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রফল ১৭০-২০০ বর্গফুট খ) লোহার ভাট্টি গ) রোশা ভাট্টি ঘ) বেলন ভাট্টি ঙ) কুলিম্যান (৬টি কুলিম্যানের বিপরীতে সার্বক্ষণিকভাবে একটি কুলিম্যানের লোড বিবেচনা করিতে হইবে)	 ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ন্যূনতম ৬,০০ ন্যূনতম ১,০০০ ন্যূনতম ২০০ ন্যূনতম ২০০	৫-১৫
৪	বিস্কুট কারখানা	ক) তন্দুর খ) ওভেন	২ (ন্যূনতম ২০০) ন্যূনতম ৭৫	১-৩

* পুশার ফার্নেস: অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রফল ১৮৯ বর্গফুট বা তাহার উর্ধ্বে এবং ১৫৭ বর্গফুট বা এর নীচে হইলে প্রতি বর্গফুট ক্ষেত্রের জন্য যথাক্রমে ২৫ এবং ৩০ SCFH। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রফল ১৫৮ বর্গফুট হইতে ১৮৮ বর্গফুট পর্যন্ত ৪,৭০০ SCFH।

** ব্যাচ ফার্নেস: অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রফল ১১৭ বর্গফুট বা তাহার উর্ধ্বে এবং ৯৯ বর্গফুট বা এর নীচে হইলে প্রতি বর্গফুট ক্ষেত্রের জন্য যথাক্রমে ৩০ এবং ৩৫ SCFH। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রফল ১০০ বর্গফুট হইতে ১১৬ বর্গফুট পর্যন্ত ৩,৫০০ SCFH।

*** সমজাতীয় অন্যান্য কারখানায় গ্যাস স্থাপনের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত ছকে বর্ণিত হিসাব বিবেচনায় নিয়ে লোড নির্ধারণ করা যাইবে।

বি: দ্রঃ: ঘণ্টা প্রতি অনুমোদিত গ্যাস লোডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে স্থাপিত/স্থাপিতব্য রেগুলেটরের চাপ নির্ধারণ/ পুনর্নির্ধারণ করিতে হইবে।

(খ) স্থাপনার আয়তনের ভিত্তিতে ঘণ্টা প্রতি গ্যাস লোড ও বহির্গমন চাপ নির্ধারণ

ক্রমিক নং	কারখানার ধরণ	গ্যাস স্থাপনার ধরণ	প্রতি ঘনফুট অভ্যন্তরীণ আয়তনের জন্য ন্যূনতম লোড (SCFH)	স্থাপনা ভিত্তিক ন্যূনতম লোড (SCFH)	বহির্গমণ চাপ (PSIG)
১।	চুন কারখানা	ফার্নেস (সনাতনী)	৪.৭	২০০০	৫-১৫
		ফার্নেস (আধা-স্বয়ংক্রীয়)	২.০	২০০০	৫-১৫
২।	ডাইং এবং প্রিন্টিং কারখানা	ক)ষ্ট্যান্টার মেশিন (প্রতি চেম্বার)	প্রযোজ্য নয়	৩০০	
		খ) জিগার	প্রযোজ্য নয়	১৫০	
		গ) পানি গরম পাত্র	৪	১০০	৫-১৫
		ঘ) ষ্টীম পাত্র	৭	৭৫	
		ঙ) প্রিন্টিং টেবিল (প্রতি ১০ ফুট)	প্রযোজ্য নয়	২৫	
৩।	হিট ট্রিটমেন্ট ও গ্যালভানাইজিং	ক) ষ্টীল এ্যানেলিং ফার্নেস	২৫	১,০০০	
		খ) গ্যালভানাইজিংফার্নেস	প্রযোজ্য নয়	৩০০	১০-১৫
		গ) এ্যালুমিনিয়াম তাপাই ভাট্টি	প্রযোজ্য নয়	৮০০	
৪।	লবণ কারখানা	আয়তাকার ট্যাংক হিটিং	১০	৩০০	৫-১০

(গ) গ্যাস স্থাপনার ধারণ ক্ষমতার ভিত্তিতে ঘণ্টা প্রতি লোড ও বহির্গমণ চাপ নির্ধারণ

ফার্নেসের ধরণ	ফার্নেসের নেট ধারণ ক্ষমতা (**ব্যাস x উচ্চতা÷A*) কেজি	ন্যূনতম ঘণ্টা প্রতি লোড (SCFH)			বহির্গমণ চাপ (PSIG)
		এ্যালুমিনিয়াম	কাষ্ট আয়রণ	পিতল	
ক্রুসিবল	৩০১-৪০০	১,১০০	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	
	২৫১-৩০০	৯০০	ঐ	ঐ	
	২০১-২৫০	৮০০	১,৬০০	৮০০	
	১৫১-২০০	৭০০	১,৪০০	৭০০	
	১৪১-১৫০	৬৫০	১,২০০	৬৫০	
	১৩১-১৪০	৬৫০	১,০০০	৬৫০	১০-১৫
	১০১-১৩০	৬০০	৮৫০	৬০০	
	৭১-১০০	৬০০	৭৫০	৬০০	
	৫১-৭০	প্রযোজ্য নহে	৬৫০	৫৫০	
	৪১-৫০	ঐ	প্রযোজ্য নহে	৫০০	
	৩১-৪০	ঐ	প্রযোজ্য নহে	৪৫০	
	২১-৩০	ঐ	প্রযোজ্য নহে	৪০০	

A*-এর মান এ্যালুমিনিয়াম, কাস্ট আয়রণ ও পিতলের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৩৯, ১৪ ও ১২।

** ব্যাস ও উচ্চতার একক ইঞ্চিতে প্রকাশিত।

বি: দ্রঃ ঘণ্টা প্রতি অনুমোদিত গ্যাস লোডের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে স্থাপিত বা স্থাপিতব্য রেগুলেটরের চাপ নির্ধারণ বা পুনর্নির্ধারণ করিতে হইবে।

ছক-৮

[নিয়ম ২৬(১)(ক) দ্রষ্টব্য]

(১) মিটারযুক্ত গৃহস্থালি গ্রাহক উপ-শ্রেণি অনুযায়ী চালনাধীচ এবং বিচ্যুতি গুণনীয়ক

ক্রমিক নং	গৃহস্থালি গ্রাহকের উপ-শ্রেণির আওতাভুক্ত গ্রাহকদের নাম	চালনাধীচ (ন্যূনতম)		ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর
		ঘণ্টা/দিন	দিন/মাস	
(ক)	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যান্টিন ও ল্যাবরেটরীজ শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্যান্টিন ও ল্যাবরেটরীসমূহ, সেচ্ছাসেবী ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান;	৮	২৬	০.৮৫
(খ)	বাড়ি/ইমারত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাস, প্রতিরক্ষা বাহিনী/ বিজিবি/কোষ্টগার্ড/ পুলিশ/আনসার/ভিডিপি/ জেলখানার আবাসিক কোয়ার্টার, মেস ও ক্যান্টিন, কয়েদীদের রান্না ঘর, বিভিন্ন সরকারি/ আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের আবাসিক কোয়ার্টার ও গেস্ট হাউজ/ সার্কিট হাউস/ইন্সপেকশন বাংলো/রেস্ট হাউস/ ডাক বাংলো, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/ এতিমখানা/ সরকারি হাসপাতাল/সরকারি শিশু সদন/আশ্রম/মাজার, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন মেস।	৮	৩০	০.৮৫

(২) সরঞ্জাম ভিত্তিক ঘণ্টা প্রতি লোড, গৃহস্থালি গ্রাহকের চালনাধীচ এবং বিচ্যুতি গুণনীয়ক

বিবরণ	একক	একমুখী চুলা	দ্বি-মুখী চুলা	ওভেন	গ্রীল	ওয়াটার হিটার			গ্যাসলাইট	
						২০ গ্যালন পর্যন্ত	২০ গ্যালনের উর্ধ্বে	ড্রায়ার	ভিতর	বাহির
ঘণ্টায় প্রবাহ	ঘনফুট	১২	২১	*	*	৩০	**	*	১০	১০
দৈনিক কর্ম ঘণ্টা	ঘণ্টা	১০	৮	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৮
মাসিক কার্যদিবস	দিন	২৬/৩০	২৬/৩০	১৫	১৫	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০
ভাইভারসিটি ফ্যাক্টর		০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫

ছক-৯
[নিয়ম ২৬(১)(খ) দ্রষ্টব্য]
বাণিজ্যিক গ্রাহকের চালনাধীচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক

ক্রমিক নং	গ্রাহক উপ-শ্রেণি	উপ-শ্রেণির আওতাভুক্ত গ্রাহকদের নাম	চালনাধীচ (ন্যূনতম)		ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর
			ঘণ্টা/দিন	দিন/মাস	
	বাণিজ্যিক গ্রাহক:				
১.১	হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট	ক) রেস্টুরেন্ট/ টি স্টল/ বেসরকারি ক্যান্টিন।	১২	২৬	০.৮০
		খ) চাইনিজ রেস্টুরেন্ট।	১২	৩০	০.৮০
		গ) আবাসিক হোটেল/ গেস্ট হাউজ/ কাবাব ঘর/ স্নাকস ঘর।	৮	৩০	০.৮০
		ঘ) সুইটমিট (মিষ্টির দোকান) ও অন্যান্য।	১২	৩০	০.৮০
		ঙ) কমিউনিটি সেন্টার।	৮	২৬	০.৮০
১.২	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	ক) খাদ্য শিল্প (অযান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত):			
		ক-১) বৃহৎ বিস্কুট কারখানা	১৬	২৬	০.৮০
		ক-২) বিস্কুট কারখানা/ বেকারী/ সেমাই কারখানা/ কনফেকশনারী/ লজেন্স কারখানা।	১২	২৬	০.৮০
		ক-৩) চিড়া/ মুড়ি/ চানাচুর কারখানা।	৮	২৬	০.৮০
		ক-৪) লবণ	১৬	২৬	০.৮০
		ক-৫) চিনি	১২	৩০	০.৮০
		ক-৬) মোরব্বা ও অন্যান্য।	৮	২৬	০.৮০
		খ) রসায়ন শিল্প (অযান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত):			
		খ-১) সাবান কারখানা।	১২	২৬	০.৮০
		খ-২) ঔষধ/ রং কারখানা/ ট্যানারী।	১২	২৬	০.৮০
		খ-৩) পটারী/ সিরামিক।	১২	২৬	০.৮০
		খ-৪) আগর-আতর।	১২	২৬	০.৮০
		খ-৫) রাবার/ প্লাস্টিক কারখানা ও অন্যান্য।	১২	২৬	০.৮০
		গ) ধাতব ও প্রকৌশল শিল্প (অযান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত)	১২	২৬	০.৮০
		ঘ) বিবিধ:			
		ঘ-১) ডিস্টিলড ওয়াটার কারখানা (হস্ত চালিত)।	১৬	২৬	০.৮০
		ঘ-২) ডাইং/ প্রিন্টিং/ লন্ড্রী (হস্ত চালিত)।	১২	২৬	০.৮০
		ঘ-৩) চুড়ি জোড়া দেওয়া (হস্ত চালিত)।	৮	২৬	০.৮০
		ঘ-৪) প্রাইভেট ক্লিনিক/ল্যাবরেটরী/ হাসপাতাল।	১২	৩০	০.৮০
		ঘ-৫) আইসক্রীম/ঠান্ডা পানীয়/শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ প্লান্ট।	৮	২৬	০.৮০
		ঘ-৬) লাইম ইন্ডাস্ট্রিজ (ব্যাচ পদ্ধতি)।	২৪	২৪	০.৮৫
		ঘ-৭) তামাক পাতা প্রক্রিয়াকরণ।	১৬	২৬	০.৮০

ছক-১০

[নিয়ম ২৬ (১)(গ) দ্রষ্টব্য]

শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সিএনজি, চা-বাগান গ্রাহক

ক্রমিক নং	গ্রাহক উপ-শ্রেণি	উপ-শ্রেণির আওতাভুক্ত গ্রাহকদের নাম	চালনাধাঁচ[১]		ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর
			ঘণ্টা (প্রতি দিনে)	দিন (প্রতি মাসে)	
১.০	শিল্প গ্রাহক:				
১.১	কাঁচ, সিলিকেট ও সিরামিক	ক) কাঁচ/চুড়ি/মার্বেল কারখানা।	১৬	২৬	০.৯৫
		খ) সিলিকেট:			
		খ-১) বিরতিহীন পদ্ধতি।	১৬	২৬	০.৯০
		খ-২) ব্যাচ পদ্ধতি।	১৬	২৬	০.৯০
		গ) ইট/সিরামিক/টাইলস:			
		গ-১) সাধারণ ও সিরামিক ইট।	২৪	৩০	০.৯০
		গ-২) রিফ্র্যাক্টরীজ/টাইলস:			
		গ-২.১) সাটল পদ্ধতি (রেল যুক্ত)।	২৪	২৬	০.৭০
		গ-২.২) ব্যাচ পদ্ধতি (রেল বিহীন)।	১২	২১	০.৮৫
		গ-২.৩) সিরামিক/ফাইন সিরামিক:			
		গ-২.৩.১) ট্যানেল পদ্ধতি।	১৬	২৬	০.৯৫
		গ-৩.৩.২) সাটল পদ্ধতি (রেল যুক্ত)।	১৬	২৬	০.৭০
		গ-৩.৩.৩) ব্যাচ পদ্ধতি (রেল বিহীন)।	১২	২১	০.৮৫
১.২	কেমিক্যাল	ক) ঔষধ/ম্যাচ/প্রসাধনী।	১২	২৬	০.৮০
		খ) কাগজ ও মন্ড:			
		খ-১)বিরতিহীন পদ্ধতি।	১৬	২৬	০.৮০
		খ-২)রি-সাইকেল/ সিগারেট এর কাগজ (ব্যাচ পদ্ধতি)।	১২	২৬	০.৮০
		গ) সাবান/রং কারখানা।	১২	২৬	০.৮০
		ঘ) সিমেন্ট।	২৪	৩০	০.৮০
		ঙ) প্লাস্টিক/রাবার/জুতা কারখানা।	১২	২৬	০.৮০
		চ) এসফল্ট প্লান্ট/আলকাতরা/ন্যাপথলিন/নারিকেল তৈল।	১২	২৬	০.৮০
		ছ) ট্যানারী ও অন্যান্য।	১২	২৬	০.৮০
		জ) অক্সিজেন	২৪	২৬	০.৮০
		ঝ) রাসায়নিক উপাদান/পণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান (হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, কষ্টিক সোডা ইত্যাদি)	১২	২৬	০.৮০

[১] গ্রাহকের চাহিদার প্রেক্ষিতে চালনা ধাঁচ হ্রাস-বৃদ্ধি করা যাবে।

ক্রমিক নং	গ্রাহক উপ-শ্রেণি	উপ-শ্রেণির আওতাভুক্ত গ্রাহকদের নাম	চালনাধীচ[১]		ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর
			ঘণ্টা (প্রতি দিনে)	দিন (প্রতি মাসে)	
১.৩	ধাতব কৌশল	ক) রি-রোলিং:			
		ক-১) পুশার ফার্নেস।	১২	২৬	০.৯০
		ক-২) ব্যাচ ফার্নেস।	১২	২৬	০.৮০
		খ) এলুমিনিয়াম/এনামেল/ফাউন্ড্রি।	১২	২৬	০.৮৫
		গ) ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ।	১২	২৬	০.৮৫
		ঘ) ব্লেড কারখানা/হিট ট্রিটমেন্ট/ গ্যালভানাইজিং ও অন্যান্য।	১২	২৬	০.৮৫
১.৪	পাট ও বস্ত্র	ক) টেক্সটাইল (সূতা প্রস্তুতকারী, স্পিনিং, নীটিং, নীট কম্পোজিট, ডেনিমস, কটন মিলস)	২৪	২৬	০.৮৫
		খ) গার্মেন্টস/ গার্মেন্টস আয়রনিং/ গার্মেন্টস ওয়াশিং	২৪	২৬	০.৮০
		গ) ডাইং এন্ড প্রিন্টিং।	২৪	২৬	০.৮০
		ঘ) জুট মিলস্ ও অন্যান্য।	২৪	২৬	০.৮০
১.৫	খাদ্য	ক) ভোজ্য তেল:			
		ক-১) বিরতিহীন পদ্ধতি।	২৪	২৬	০.৮০
		ক-২) ব্যাচ পদ্ধতি।	১২	২৬	০.৮০
		খ) ব্রেড ও বিস্কুট (যান্ত্রিক কারখানা)।	১৬	২৬	০.৮০
		গ) পানীয়/চকলেট/কনফেকশনারী (যান্ত্রিক কারখানা)	১২	২৬	০.৮০
		ঘ) লবণ	১৬	২৬	০.৮০
		ঙ) সেমাই কারখানা/নুডলস কারখানা/আইসক্রীম কারখানা	১২	২৬	০.৮০
			১২	২৬	০.৮০
		চ) ন্যূনতম তিন তারকা চিহ্নিত হোটেল।	১২	৩০	০.৮০
		ছ) যান্ত্রিক উপায়ে প্রস্তুতকৃত এগ্রো সামগ্রী/কৃষিজাত পণ্য	১২	২৬	০.৮০
১.৬	অন্যান্য	ক) টোব্যাকো/লন্ড্রী/উডওয়ার্ক/ বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চালিত)।	১২	২৬	০.৮০
		খ) শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ।	১২	২৬	০.৮০
২.০	ক্যাপটিভ পাওয়ার				
		ক) সার্বক্ষণিক	২৪	২৬	০.৮০
		খ) কারখানা চলাকালীন সময়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন।	সংশ্লিষ্ট গ্রাহক শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য চালনাধীচ ও ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর প্রযোজ্য হইবে।		
		গ) পিডিবি/আরইবি ও অন্যান্য সরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন/ বিতরণ কোম্পানি এর স্ট্যান্ডবাই জেনারেটর।	৮	২৬	০.৮০
৩.০	সিএনজি		২৪	২৬	০.৮০
৪.০	চা-বাগান		১৬	২৬	০.৮০

ছক-১১
[নিয়ম ৪৮ (১) দ্রষ্টব্য]

সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ব্যয়

গ্রাহক শ্রেণি	গ্রাহকের আবেদনক্রমে অস্থায়ী বিচ্ছিন্ন (টাকা)	অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন (খেলাপি/অবৈধ কার্যকলাপহেতু) (টাকা)	স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন (টাকা)
গৃহস্থালি	৫০০/-	১,০০০/-	২,০০০/-+ অন্যান্য[১]
বাণিজ্যিক	১,০০০/-	২,০০০/-	৫,০০০/-+ অন্যান্য[১]
শিল্প	৫,০০০/-	১০,০০০/-	২০,০০০/-+ অন্যান্য[১]
চা-বাগান			
ক্যাপটিভ পাওয়ার			
সিএনজি			
বিদ্যুৎ			
সার			

[১] "অন্যান্য" বলিতে সার্ভিস লাইন, বা ক্ষেত্রমতে, আরএমএস অপসারণ বাবদ প্রকৃত খরচ বুঝাইবে।

বি: দ্র: সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পুনর্নির্ধারিত হইবে।

ছক-১২
[নিয়ম ৪৯ (১) দ্রষ্টব্য]

পুনঃসংযোগ ব্যয়

গ্রাহক শ্রেণি	গ্রাহকের আবেদনক্রমে বিচ্ছিন্নকৃত সংযোগের পুনঃসংযোগ ব্যয় (টাকা)	খেলাপি বা অবৈধ কার্যকলাপের জন্য বিচ্ছিন্নকৃত সংযোগের পুনঃসংযোগ ব্যয় (টাকা)
গৃহস্থালি	৫০০/-	১,০০০/-
বাণিজ্যিক	১,৫০০/-	৫,০০০/-
শিল্প	৫,০০০/-	১৫,০০০/-
চা-বাগান		
ক্যাপটিভ পাওয়ার		
সিএনজি		
বিদ্যুৎ		
সার		

বি: দ্র: সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পুনর্নির্ধারিত হইবে।

ছক-১৩
[নিয়ম ৫২(১), ৫২(২), ৫২(৪) দ্রষ্টব্য]

গ্যাস লোড হ্রাস বা বৃদ্ধি চার্জ

গ্রাহক শ্রেণি	চার্জের পরিমাণ (টাকা)
গৃহস্থালি: ক) মিটারবিহীন/প্রি-পেইড মিটারযুক্ত খ) পোস্টপেইড মিটারযুক্ত	 চুলা প্রতি ২০০/- ১৫০০/-
শিল্প	৭,০০০/-
ক্যাপটিভ পাওয়ার	
চা-বাগান	
বিদ্যুৎ	
সার	

বি: দ্র: সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পুনর্নির্ধারিত হইবে।

ছক-১৪
[নিয়ম ৫২(৩), ৫২(৫) দ্রষ্টব্য]

সার্ভিস লাইন, রাইজার, আরএমএস বা সিএমএস স্থানান্তর চার্জ

গ্রাহকের শ্রেণি	চার্জের পরিমাণ	
	একই প্রাঙ্গণে (টাকা)	ভিন্ন প্রাঙ্গণে (টাকা)
গৃহস্থালি	১,০০০/-	প্রযোজ্য নয়
বাণিজ্যিক	২,০০০/-	প্রযোজ্য নয়
শিল্প	৫,০০০/-	১০,০০০/-
ক্যাপটিভ পাওয়ার		
চা-বাগান		
বিদ্যুৎ		
সার		

বি: দ্র: সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পুনর্নির্ধারিত হইবে।

ছক-১৫
[নিয়ম ৫৭(১), ৫৭(২), ৫৭(৪) দ্রষ্টব্য]
মালিকানা বা নাম পরিবর্তনের ফি

গ্রাহকের শ্রেণি	ফি'র পরিমাণ (টাকা)
গৃহস্থালি	২,০০০/-
বাণিজ্যিক	৫,০০০/-
শিল্প	১৫,০০০/-
ক্যাপটিভ পাওয়ার	
চা-বাগান	
সিএনজি	
বিদ্যুৎ	
সার	

বি: দ্র: সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পুনর্নির্ধারিত হইবে।

ছক-১৬

[নিয়ম ২(৪২), ৮(৭)(চ), ৯(১), ১২(৪), ১৫(৬), ১৮(১)(জ) দ্রষ্টব্য]

ঠিকাদার শ্রেণি হইবে নিম্নরূপ:

(ক) ১.১ শ্রেণির ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান যাহা গৃহস্থালি বা বাণিজ্যিক শ্রেণির গ্রাহকদের ২ (দুই) পিএসআইজি চাপ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ জিআই লাইন নির্মাণ কার্য সম্পাদনকারী;

(খ) ১.২ শ্রেণির ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান যাহা অভ্যন্তরীণ সর্বোচ্চ ২৫ (পঁচিশ) পিএসআইজি চাপ বিশিষ্ট এমএস পাইপলাইন নির্মাণ কার্য সম্পাদনকারী;

(গ) ১.৩ শ্রেণির ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান যাহা সর্বোচ্চ ১৫০ পিএসআইজি চাপ বিশিষ্ট এমএস পাইপলাইন বা গ্যাস স্টেশন নির্মাণ কার্য সম্পাদনকারী;

(ঘ) ১.৪ শ্রেণির ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান যাহা ১৫০ পিএসআইজি এর উর্ধ্ব চাপ বিশিষ্ট এমএস পাইপলাইন বা গ্যাস স্টেশন নির্মাণ কার্যসম্পাদনকারী;

(ঙ) পেট্রোবাংলা বা কোম্পানি কর্তৃক ভবিষ্যতে সৃষ্ট বা ঘোষিত বা মনোনীত নতুন কোনো শ্রেণির ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান, বা ক্ষেত্রমতে, পেট্রোবাংলা বা কোম্পানি কর্তৃক পুনর্নির্ধারিত কার্যপরিধি অনুযায়ী ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান, যাহা নির্ধারিত নিয়মাবলির আওতায় গ্যাস পাইপলাইন বা গ্যাস স্টেশন নির্মাণ সংক্রান্ত কার্য সম্পাদনকারী।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ নাজমুল হক
উপসচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd